সুভদ্রাঙ্গী

ঐতিহাসিক উপন্যাস

[একটি আদর্শ আর্য্যরমণীর জীবনালেখ্য]

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার

ডি, এম, লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—এক টাকা

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

প্রিণ্টার—শ্রীরসিকলাল পান

গোবর্দ্ধন প্রেস

২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্

.....

.....শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

৩০এ আষাঢ়, ১৩৪৩

ভূমিক

এই উপন্যাসটী "বিচিত্রা" নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রের ১৩৪২ সালের ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। জনসাধারণের নিকট আদৃত হওয়ায় আমি এক্ষণে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সাহস করিলাম। ইহাতে প্রাচীনকালের এক আর্য্য-নারীর মহান্ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গীয় কথা-সাহিত্যের এই বিপ্লবের যুগে সমাজে পুরাতন আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার একটী ক্ষীণ প্রয়াস করিয়াছি। আমার বিশ্বাস যে, এই গুণবতী নারীর আখ্যায়িকা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পরম হিতকর বলিয়া গৃহীত হইবে। যদি এই পুস্তক পাঠে আধুনিক মনোবৃত্তি সামান্যমাত্রও সংযত হয়, তাহা হইলে আমার উদ্যম সফল বলিয়া বিবেচনা করিব।

এই পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য্যে আমার সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। প্রেসের অনুসন্ধান করা, প্রেসের সহিত বন্দোবস্ত করা, প্রেসে নিত্য হাঁটাহাঁটি করা, প্রুফ দেখা ইত্যাদি মুদ্রণ-সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্যের ভার তাঁহার উপর দিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করা ছাড়া তাঁহার ঋণ হইতে মুক্তিলাভের অন্য কোনো উপায় নাই।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এই পুস্তকের মুদ্রণে কয়েকটি অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য এই সঙ্গে একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল। ইতি—

শান্তিপুর (নদীয়া)
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩।

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

বিচিত্রা-সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য

"বিচিত্রা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "বিচিত্রা"র ১৩৪২ সালের ভাদ্রের সংখ্যায় এই উপন্যাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"বর্ত্তমান আখ্যায়িকার লেখক বহুদিন যাবৎ ভাষা-তত্ত্ব, লিপিবিদ্যা (Palaeogrpahy), বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা, সাহিত্য ও শিল্প, সুরদাস, মীরাবাই প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্যরচনা ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু রচনা হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যে দান করে এসেছেন। তাঁর 'ভক্তপ্রবর মহাকবি সুরদাস' 'ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যার বিকাশ' (দুটিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত), 'আলোচনা ও কল্পনা' 'সৃষ্টি রহস্য', 'বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা', প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গ-ভাষাতেই লিখিত। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত তামিল ভাষায় লিখিত তিরুবল্লুবরের 'কুরল' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছে (ছাপা আরম্ভ হ'য়েছে)। ভূমিকাংশ কিছুকাল পূর্ব্বে 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত 'তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান', কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা ও আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য, এবং ঐ সম্বন্ধে হিন্দী সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ।

সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বের এই আখ্যায়িকাটি সেই বহু পুরাতন দিবসের একটি চিত্র জাগিয়ে তুলে পাঠকদিগকে একটি মুখরোচক নূতন আস্বাদ দেবে ব'লে ভরসা করি। বিঃ সঃ।"

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	ব্যাভিচার	ব্যভিচার
২৪. ২৫	সখাদের	সখীদের
৩৭	পূর্ব্বাহ্ণে	পূর্ব্বাহ্ণে
৩৭, ৪৭	অপরাহ্ণে	অপরাহ্ণে
৫২	রাণার	রাণীর
৬১	পাষাণা	পাষাণী
৮৩, ৮৪	জ্যাঠাইমা	জ্যাঠাইমা
৮৬	র্জ্জিননতার	নির্জ্জনতার
৮৮	প্রাক্কালে	প্রাক্কালে
১০৮	সখাদেব	সখীদের
১২০	অসুখা	অসুখী

সুভদ্রাঙ্গী

১

আজ আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা—চাতুর্মাস্য ব্রতের উদ্যাপনের দিন। চম্পানগরের * গগ্‌গরা-সরোবর নামক বৃহৎ জলাশয়ের চতুঃপার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ বৃক্ষবাটিকা মধ্যে আজ কয়েকদিন থেকে মেলা ব'সেছে। চম্পানদী নামক একটী ছোট নদীর উপর চম্পানগর অবস্থিত। এই নদীটী কয়েক ক্রোশ উত্তরে গিয়ে গঙ্গায় প'ড়েছে। বৃক্ষবাটিকাটী চম্পানদীর তীর পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং নানাজাতীয় পুষ্প-বৃক্ষে সুশোভিত। চাঁপাগাছের সংখ্যা অধিক ব'লে সম্ভবতঃ এই নগরের নাম চম্পানগর। নদীর বাঁকের উপর অবস্থিত থাকাতে এই নগরটী উপদ্বীপের ন্যায়, এবং পরপারের শ্যামল বনানীপূর্ণ অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত থাকাতে

* চম্পানগর প্রাচীন অঙ্গদেশের একটী নগর। এখনকার ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলার দক্ষিণাংশ অঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল। শিশুনাগবংশীয় রাজাদের সময় অঙ্গদেশ মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। এই বৃত্তান্তটী চন্দ্রগুপ্ত-পুত্র বিন্দুসারের সময়ের।

স্থানটী অতি মনোরম। অনেক ভিক্ষু, সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক এখানে এসে এখানকার প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হ'য়ে বৃক্ষ-বাটিকার নদী-তীরস্থ অংশে আরাম (আশ্রম) নির্ম্মাণ ক'রে বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন।

আজ এই পুণ্য তিথিতে বহুদূরস্থ গ্রাম-সমূহ থেকে অসংখ্য নরনারী পবিত্র সলিলে স্নান এবং মেলায় আনন্দ ক'র্‌বার অভিপ্রায়ে এখানে এসেছে। বাগানের নানা অংশে দর্শা, চট বা কাপড়ের ছাউনীর নীচে নানা দ্রব্যের দোকান শ্রেণী-বদ্ধভাবে নির্ম্মিত ও বিন্যস্ত হ'য়েছে। কোথাও খেলনা, কোথাও খাবার, কোথাও নানাজাতীয় ফল ; কোথাও সিন্দূর, আয়না, চিরুণী, আলতা ইত্যাদি স্ত্রী-প্রসাধন ; কোথাও নানা রঙের শাড়ি, কাঁচলী, নীবীবন্ধ ইত্যাদি ; কোথাও কাঁসা ও রূপার অলঙ্কার ; কোথাও পিতল ও কাঁসার বাসন ; কোথাও কড়া, হাতা, কোদাল, কুড়ুল ইত্যাদি ; কোথাও চন্দনের তেল, ফুলের তেল, কেওড়া ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য ; কোথাও ফুল ও ফুলের গহনা ; কোথাও পান, সুপারী, এলাচ, কর্পূর, চোয়া ইত্যাদি বিক্রীত হ'চ্ছে। যে দ্রব্য যাকে আকৃষ্ট ক'র্‌ছে, সে তার জন্য ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শরৎকাল। মৃদুমন্দ-বায়ু-হিল্লোলে বৃক্ষ-শাখাসকল কম্পিত ; প্রস্ফুটিত পীত চম্পক-পুষ্পের সৌরভে উৎসবস্থান পরিপূর্ণ। শেফালী-বৃক্ষসমূহের নীচে যারা উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান, তাদের মাথায় এবং দোকান-ঘরগুলির ছাউনীর উপর রক্ত-বৃন্তযুক্ত শ্বেত-

শেফালী পুষ্পের বৃষ্টি হ'চ্ছে। নানা স্থানে নানা আমোদ-প্রমোদ ---নট-নটীদের নৃত্যগীত, যুবকদের ব্যায়াম-কৌশল-প্রদর্শন, দ্যূত ব্যসনীদের দ্যূতক্রীড়া—চ'ল্‌ছে।

মেলার স্নান-ঘাটের উপর এক চাতালে ব'সে এক জ্যোতিষী-ব্রাহ্মণ প্রার্থিগণের ভাগ্য গণনা ক'রে দিচ্ছিলেন। অনেকে নিজ নিজ ভবিষ্যৎ জানবার জন্য তাঁর নিকট আ'স্‌ছিল এবং গণনান্তে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে যৎকিঞ্চিত প্রণামী দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। সন্ধ্যার পর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিজ কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হ'লেন। দেখ্‌লেন কোনো ভীড় নাই—পরীক্ষা-প্রার্থীরা সব চ'লে গিয়েছে। তাঁদের সমাগত দেখে জ্যোতিষী-ঠাকুর ঐ ব্রাহ্মণকে ব'ল্‌লেন, "আপনি কি হাত দেখাতে চান?" ব্রাহ্মণ ব'ল্‌লেন, "না, ঠাকুর, আমার এই কন্যার ললাটে বিধাতা কি লিখেছেন, অনুগ্রহ ক'রে দেখে দিন।" এই ব'লে ব্রাহ্মণ তাঁর কন্যার বাঁ হাতখানি টেনে দৈবজ্ঞ ঠাকুরের সম্মুখে প্রসারিত ক'রে দিলেন। দৈবজ্ঞ অনেকক্ষণ ধ'রে হাতের রেখাগুলি অতি মনোযোগের সহিত পরীক্ষা ক'রে কন্যার মুখ, ললাট, কেশ ও শারীরিক গঠনও নিরীক্ষণ ক'র্‌লেন। যৌবনোন্মুখী কন্যা লজ্জা বশতঃ দৃষ্টি অবনত ক'র্‌লে। জ্যোতিষী দেখ্‌লেন যে, তার শরীরের কান্তি অসাধারণ, এবং ব'ল্‌লেন, "গণনা ব্যবসায়ে আমি বৃদ্ধ হ'য়ে গিয়েছি, কিন্তু এরূপ সুলক্ষণা ও সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যা কখনো আমার দৃষ্টিগোচর হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না।"

ব্রাহ্মণ ব'ল্‌লেন, "ঠাকুর, কি দেখ্‌লেন বলুন।"

স্থানটী অতি মনোরম। অনেক ভিক্ষু, সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক এখানে এসে এখানকার প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হ'য়ে বৃক্ষ-বাটিকার নদী-তীরস্থ অংশে আরাম (আশ্রম) নির্ম্মাণ ক'রে বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন।

আজ এই পুণ্য তিথিতে বহুদূরস্থ গ্রাম-সমূহ থেকে অসংখ্য নরনারী পবিত্র সলিলে স্নান এবং মেলায় আনন্দ ক'র্‌বার অভিপ্রায়ে এখানে এসেছে। বাগানের নানা অংশে দর্মা, চট বা কাপড়ের ছাউনীর নীচে নানা দ্রব্যের দোকান শ্রেণী-বদ্ধভাবে নির্ম্মিত ও বিন্যস্ত হ'য়েছে। কোথাও খেলনা, কোথাও খাবার, কোথাও নানাজাতীয় ফল; কোথাও সিন্দূর, আয়না, চিরুণী, আলতা ইত্যাদি স্ত্রী-প্রসাধন; কোথাও নানা রঙের শাড়ি, কাঁচলী, নীবীবন্ধ ইত্যাদি; কোথাও কাঁসা ও রূপার অলঙ্কার; কোথাও পিতল ও কাঁসার বাসন; কোথাও কড়া, হাতা, কোদাল, কুড়ুল ইত্যাদি; কোথাও চন্দনের তেল, ফুলের তেল, কেওড়া ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য; কোথাও ফুল ও ফুলের গহনা; কোথাও পান, সুপারী, এলাচ, কর্পূর, চোয়া ইত্যাদি বিক্রীত হ'চ্ছে। যে দ্রব্য যাকে আকৃষ্ট ক'র্‌ছে, সে তার জন্য ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শরৎকাল। মৃদুমন্দ-বায়ু-হিল্লোলে বৃক্ষ-শাখাসকল কম্পিত; প্রস্ফুটিত পীত চম্পক-পুষ্পের সৌরভে উৎসবস্থান পরিপূর্ণ। শেফালী-বৃক্ষসমূহের নীচে যারা উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান, তাদের মাথায় এবং দোকান-ঘরগুলির ছাউনীর উপর রক্ত-বৃন্তযুক্ত শ্বেত-

শেফালী পুষ্পের বৃষ্টি হ'চ্ছে। নানা স্থানে নানা আমোদ-প্রমোদ —নট-নটীদের নৃত্যগীত, যুবকদের ব্যায়াম-কৌশল-প্রদর্শন, দ্যূত বাসনীদের দ্যূতক্রীড়া—চ'ল্‌ছে।

মেলার স্নান-ঘাটের উপর এক চাতালে ব'সে এক জ্যোতিষী-ব্রাহ্মণ প্রার্থিগণের ভাগ্য গণনা ক'রে দিচ্ছিলেন। অনেকে নিজ নিজ ভবিষ্যৎ জানবার জন্য তাঁর নিকট আ'স্‌ছিল এবং গণনান্তে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে যৎকিঞ্চিত প্রণামী দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। সন্ধ্যার পর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিজ কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হ'লেন। দেখ্‌লেন কোনো ভীড় নাই—পরীক্ষা-প্রার্থীরা সব চ'লে গিয়েছে। তাঁদের সমাগত দেখে জ্যোতিষী-ঠাকুর ঐ ব্রাহ্মণকে ব'ল্‌লেন, "আপনি কি হাত দেখাতে চান?" ব্রাহ্মণ ব'ল্‌লেন, "না, ঠাকুর, আমার এই কন্যার ললাটে বিধাতা কি লিখেছেন, অনুগ্রহ ক'রে দেখে দিন।" এই ব'লে ব্রাহ্মণ তাঁর কন্যার বাঁ হাতখানি টেনে দৈবজ্ঞ ঠাকুরের সম্মুখে প্রসারিত ক'রে দিলেন। দৈবজ্ঞ অনেকক্ষণ ধ'রে হাতের রেখাগুলি অতি মনোযোগের সহিত পরীক্ষা ক'রে কন্যার মুখ, ললাট, কেশ ও শারীরিক গঠনও নিরীক্ষণ ক'র্‌লেন। যৌবনোন্মুখী কন্যা লজ্জা বশতঃ দৃষ্টি অবনত ক'র্‌লে। জ্যোতিষী দেখ্‌লেন যে, তার শরীরের কান্তি অসাধারণ, এবং ব'ল্‌লেন, "গণনা ব্যবসায়ে আমি বৃদ্ধ হ'য়ে গিয়েছি, কিন্তু এরূপ সুলক্ষণা ও সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যা কখনো আমার দৃষ্টিগোচর হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না।"

ব্রাহ্মণ ব'ল্‌লেন, "ঠাকুর, কি দেখ্‌লেন বলুন।"

জ্যোতিষী—এর শরীরে সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের সব লক্ষণই বিদ্যমান। হাতের চক্রচিহ্ন দেখে অনুমান হয় যে, এ রাজ-মহিষী হবে।

ব্রাহ্মণ—এ কি পুত্রবতী হবে ?

জ্যোতিষী—দুটী পুত্রের জননী হবে; একটী পরাক্রান্ত সম্রাট হ'য়ে স্বীয় দয়া ও সদ্‌গুণের জন্য বিখ্যাত হবে, অপরটী ধর্ম্মজীবন লাভ ক'রে ভিক্ষু হবে।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যার নেত্র উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁদের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হ'ল। তাঁরা ভাব্‌লেন, এ কি সম্ভব ? জ্যোতিষী-ঠাকুরের ভবিষ্যদ্‌বাণী ঠিক নয়—তাঁর গণনায় ভুল হ'য়েছে। গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ের রাণী হওয়ার সম্ভাবনা কোথা ?

২

পূর্ব্বোল্লিখিত গরীব ব্রাহ্মণের নাম নারায়ণ শর্ম্মা—বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর। এককালে তিনি সুপুরুষ ব'লে গণ্য ছিলেন, কিন্তু এখন দারিদ্র্যে, শোকে ও দুশ্চিন্তায় তাঁর সে জ্যোতি মলিন হ'য়ে গিয়েছে। তাঁর বাড়ী চম্পানগরের উত্তর প্রান্তে—ব্রাহ্মণ-পল্লীতে। এই পল্লীটী বেশ ফাঁকা ও নিরিবিলি। পনরো ষোলো কাঠা জমির উপর তাঁর মাটীর দেয়ালের খোড়ো ঘর—একখানি অপেক্ষাকৃত বড়, আর একখানি ছোট। বড়-খানি শয়ন ঘর—দুপাশে দুটী দাওয়া,—একটী উঠানের দিকে, অপরটী বাইরের দিকে। ছোট ঘরখানি রান্না ও ভাঁড়ারঘর——উঠানের দিকে তার একটী দাওয়া। উঠানের বাইরে এক-পাশে কয়েকটা আম ও দুটা তালগাছ, আর একপাশে দুতিন ঝাড় কলাগাছ; এবং বাইরের দাওয়ার সামনে একটা প্রকাণ্ড মহুয়া গাছ।

নদীর অপর পারে নারায়ণ শর্ম্মার কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি, এবং চম্পানগরে কয়েক ঘর যজমান আছে। ভাগে বিলি ক'রে জমি থেকে যে ত্রিশ-চল্লিশ মন ধান,—মনটাক্ অড়হর, আধ-মনটাক্ গুড় ও কিছু যব ও ছোলা পান, এবং যাজকতা ক'রে যা কিছু সামান্য আয় হয়, তাই দিয়ে কষ্টে সৃষ্টে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অজন্মা হ'লে কষ্টের আর সীমা থাকে না। আজ চার বৎসর হ'ল তাঁর পত্নী-বিয়োগ হ'য়েছে। এখন সংসারে কেবল তিনি ও তাঁর কন্যা সুভদ্রাঙ্গী। মাতার মৃত্যুর সময় সুভদ্রার বয়স বারো বৎসর ছিল। রন্ধনাদি সমস্ত গৃহ-কর্ম্ম এখন সুভদ্রাই করে।

পরদিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্‌তেই জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণী নারায়ণ শর্ম্মার মনে প'ড়্‌ল। তিনি মনে মনে তোলাপাড়া ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, "ভদ্রা রাজমহিষী হবে, আর তার ছেলে সম্রাট্ হবে। এ কি কখনো সম্ভব? এ পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি? যে ব্যক্তি অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তার মেয়ে কি না রাজবধূ হবে—দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ লাভ ক'র্‌বে!"

তিনি এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় তাঁর প্রতি-বাসী শঙ্কর মিশ্র এবং চম্পানগরের প্রধান অধ্যাপক ও অঙ্গ-দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রমৌলী শাস্ত্রী তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লেন। নারায়ণ বাইরের দাওয়ায় তালের চেটাই পেতে সাদরে তাঁদের বসালেন। শঙ্কর মিশ্র বল্‌লেন, "নারায়ণ

ভায়া, কাল সন্ধ্যার পরে কোথায় ছিলে ? আমি তোমার বাড়ী এসে কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না।”

নারায়ণ—কাল বিকালে ভদ্রাকে মেলা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। একজনের মুখে শুন্‌লাম যে, এক জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ মেলার স্নান-ঘাটের এক চাতালে ব'সে লোকের ভাগ্য ব'লে দিচ্ছেন। যদিও রাত হ'য়ে গিয়েছিল, তথাপি ভারি কৌতূহল হ'ল—জ্যোতিষীকে দিয়ে সুভদ্রার হাত দেখাবার ইচ্ছা দমন ক'র্‌তে পা'র্‌লাম না—সুভদ্রাকে নিয়ে দৈবজ্ঞ ঠাকুরের কাছে গিয়ে প'ড়্‌লাম। সেখানে দেখ্‌লাম তখন আর কোন পরীক্ষাপ্রার্থী নাই, সকলে চ'লে গিয়েছে। জ্যোতিষী সুভদ্রার হাত দেখে ব'ল্‌লেন, “এই মেয়েটীর হাতের রেখা দেখে অনুমান হয় যে, এ রাজমহিষী ও রাজমাতা হবে।”—কিন্তু আমাদের এটা অসম্ভব ব'লে বোধ হ'ল।

শাস্ত্রী মহাশয় ব'ল্‌লেন,—“অসম্ভব কেন ?”

নারায়ণ—গরীব বামুনের মেয়ে কি কখনো রাণী হ'তে পারে ? আমরা ব্রাহ্মণ এবং রাজারা প্রায়ই ক্ষত্রিয়।”

শঙ্কর—কোনো ব্রাহ্মণ রাজা আছে ব'লে কি আপনি জানেন, শাস্ত্রী মহাশয় ?

শাস্ত্রী—কোনো ব্রাহ্মণ রাজা নাই বটে; কিন্তু দেখ্‌ছ না দেশের কি অধঃপতন হ'য়েছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তো প্রায় সকলেই বৌদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। বৈশ্যদের মধ্যে অনেকে এবং

ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধভাবাপন্ন হ'য়েছে। ব্রাহ্মণ ছাড়া অতি অল্প লোকেই শাস্ত্র মেনে চলে। বৌদ্ধদের মধ্যে জাতিভেদ নাই—অসবর্ণ বিবাহ বহু পরিমাণে চ'ল্‌ছে। বৌদ্ধদের প্রভাবে অনেক ব্রাহ্মণেরও পদস্খলন হয়েছে ও হ'চ্ছে। ভ্রষ্টাচার দিন দিন বেড়েই চ'লেছে। কিছুদিন পরে প্রতিলোম বিবাহ কেহ গর্হিত ব'লে ধ'র্‌বে না। রাজাদের শরীরেই কি এখন শুদ্ধ ক্ষত্রিয়-রক্ত খুঁজে পাওয়া যায়? নন্দ-বংশীয় রাজারা শুদ্র-সংস্পর্শ-দোষে দুষ্ট। সেই রক্তে এখন নাপিতের রক্ত মিশেছে। শীঘ্রই সব একাকার হ'য়ে যাবে। বালির বাঁধ দিয়ে আর কত কাল এই স্রোত ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

শঙ্কর—তাই ব'লে কি হতাশ হ'য়ে আমাদের পূর্ব্বজদের আচার এখন থেকে ছেড়ে দিতে হবে?

শাস্ত্রী—এখন না ছাড়লেও শীঘ্রই ছা'ড়্‌তে হবে, শঙ্কর ভায়া। মগধের সম্রাট এখনো বৈদিক আচার পালন ক'র্‌ছেন ব'লে সমগ্র দেশের লোকের মধ্যে বৌদ্ধ ব্যাভিচার প্রবেশ লাভ ক'র্‌তে পারেনি। কিন্তু যদি কখনো সম্রাট্‌ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন বৈদিক ধর্ম্মের নাম-গন্ধও থা'ক্‌বে না।

শঙ্কর—সম্রাট্‌ বিন্দুসার অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ। শুনেছি রাজভবনে শত শত সদাচার স্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা হয় এবং শত কণ্ঠোত্থিত বেদধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ মুখর হয়। অতএব এখনো রাজবংশ স্বধর্ম্ম-নিরত আছে। ভবিষ্যতের আশঙ্কায় এখন থেকেই কি হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত?

শাস্ত্রী—অনেক আচার যা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও আপত্তি-জনক ব'লে ধরা হ'ত, তা এখন অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রবেশ ক'রেছে। বৌদ্ধদের অনুকরণে এখন অনেকে শিখা ত্যাগ ক'রেছে, যজ্ঞোপবীত ধারণ করা নিষ্প্রয়োজন ব'লে ভা'ব্‌ছে, ত্রিসন্ধ্যা প্রায় কেহ করে না, গোপনে নিষিদ্ধ খাদ্য খাওয়ার কথাও শোনা যায়। অসবর্ণ বিবাহ চলিত হ'য়ে গিয়েছে। কিছু অধিক প্রাপ্তির আশা থা'ক্‌লে স্মার্ত পণ্ডিতেরা প্রতিলোম বিবাহের ব্যবস্থাও দিয়ে থাকেন। যে-সকল কাজ গর্হিত ব'লে সমাজ বিবেচনা ক'র্‌ত, এখন আর সেরূপ করে না। এই দেখ না, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন নারায়ণ ভায়ার কন্যা ভদ্রা, তোমার কন্যা মালতী, আমার কন্যা কমলা ও অন্যান্য মেয়েদের আমার বাড়ীতে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করি, তখন কি নগরে কম হৈ-চৈ প'ড়েছিল! কিন্তু এখন স'য়ে গিয়েছে—কেউ আর আপত্তি করে না। আমি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। অনেক উচ্চশিক্ষিতা নারী প্রাচীন কালে আমাদের দেশে ছিলেন, এরূপ উল্লেখ উপনিষদাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের কয়েকটী সূক্তের ঋষি ছিলেন নারী।

শঙ্কর—আপনার শিক্ষাদানের ফল ভদ্রাতে যেমন ফ'লেছে, তেমন আপনার আর কোনো ছাত্রীতে ফলেনি।

শাস্ত্রী—তা বটে। পাঁচ বছর আগে ভদ্রা, মালতী ও কমলার বর্ণ-পরিচয় এক সঙ্গেই হয়েছিল, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধার বলে ভদ্রা তার সহপাঠী দুজনকে কত দূরে ফেলে চ'লে

গিয়েছে। সে এখন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্রের, মহাভারতের আদি পর্ব্বের এবং গীতার ছ' অধ্যায়ের আবৃত্তি ক'রতে পারে। তার হস্তাক্ষরও সুন্দর। তাকে ব্রাহ্মী-লিপিতে লেখা একখানা ছোট পুথির প্রতিলিপি ক'র্‌তে দিয়েছিলাম। প্রতিলিপিখানি এমন সুন্দর ভাবে লিখেছে যে, অবাক হ'তে হয়—বর্ণগুলি সব সমান, সমঘন ও সমরেখ। কমলার মুখে শুনেছি যে, সে গোপনে, বিনা সাহায্যে, বাড়িতে ব'সে চিত্র আঁকে। পরমাত্মা তার উপর রূপ ও গুণ অজস্র ধারে বর্ষণ ক'রেছেন। যদি কোনো নারী রাণী হওয়ার উপযুক্ত থাকে, তবে সে সুভদ্রাঙ্গী। নারায়ণ করুন, জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের কথা সত্য হ'ক্। তখন, নারায়ণ ভায়া, তুমি ব্রাহ্মণ ব'লে, যেন পিছিয়ে যেয়োনা। তোমার কার্য্য কিছুদিন পরে দূষ্য ব'লে বিবেচিত হবে না। এখন সভা ভঙ্গ করা যাক্। আজ থেকে এক সপ্তাহ আমি একটী বৈদিক কার্য্যে ব্রতী থা'ক্‌ব। এ কয়েক দিন ভদ্রাকে আমার বাড়ীতে প'ড়্‌তে যেতে বারণ ক'রো।

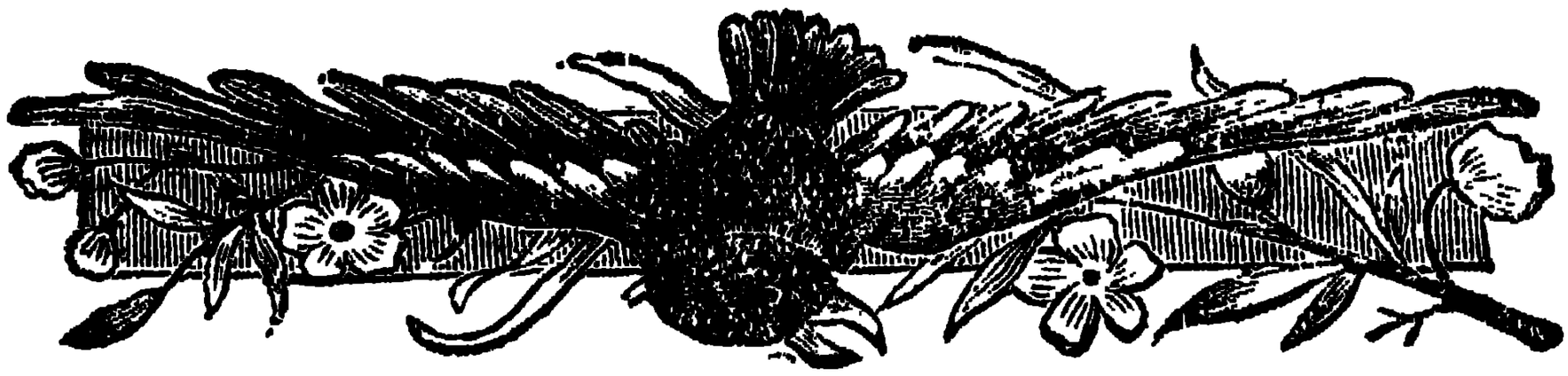

৩

পরদিন বিকালে কমলা ও মালতী সুভদ্রাদের বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়াল। রৌদ্র চম্ চম্ ক'র্‌ছে—তারা দেখ্‌লে, সেই রৌদ্রে উঠানের একদিকে একখানা দর্মার উপর কতকগুলি ধান, এবং আর একদিকে মাটীতে কতকগুলো ঘুঁটে শুকুচ্ছে। রান্নাঘরে ধপ্ ধপ্ ক'রে শব্দ হ'চ্ছে। তারা বুঝ্‌লে যে সুভদ্রা মূশল দিয়ে উদূখলে ধান ভা'ন্‌ছে। কমলা 'ভদ্রা' ব'লে ডা'ক্‌লে। ভদ্রা হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে এল—তার আঁচলখানি বাঁ কাঁধ থেকে ডান দিকে নামিয়ে কোমরে জড়ান। ঘরের দাওয়ায় একখানা চেটাই পেতে তাদের বসালে। তারপর ঘরে ঢুকে কোটা ধানগুলো সাম্‌লে এসে তাদের কাছে ব'স্‌ল।

কমলা বল্‌লে "হ্যাঁলা, অত হাস্‌ছিস্ কেন? রাণী হবি ব'লে বুঝি? কাল রাত্রে বাবার মুখে শুন্‌লাম, এক জ্যোতিষী ব'লে গিয়েছে, তুই রাজমহিষী হবি।"

মালতী—আমিও কাল রাত্রে বাবার কাছে ঐ কথাই শুনেছি।

সুভদ্রা—তোরা কি পাগল হ'য়েছিস্? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমাদের ভাত জোটেনা—আমি রাণী হব? কোথাকার কে একজন হাত দেখে ব'লে গেল "তুমি রাণী হবে", অম্‌নি তাই বিশ্বাস ক'র্‌তে হবে?

কমলা—কেন, তুই কি জ্যোতিষে বিশ্বাস ক'রিস্‌নে? তুই আমাদের চেয়ে অনেক বেশী শিখেছিস্ কিনা, তাই তোর জ্ঞান অনেক। আমি কিন্তু, ভাই, জ্যোতিষে বিশ্বাস করি।

মালতী—আমিও।

সুভদ্রা—আমারও বিশ্বাস নেই যে, তা নয়। কিন্তু যারা দৈবজ্ঞ ব'লে নিজেদের পরিচয় দিয়ে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়, তাদের অনেকের শাস্ত্রজ্ঞান কম—নেই ব'ল্‌লেই হয়। তারা যা' তা' ব'লে দেয়।

কমলা—এই জ্যোতিষীর শাস্ত্রজ্ঞান নেই, তুই কি ক'রে জা'ন্‌লি? হয় ত তিনি সামুদ্রিক বিদ্যায় মহা নিপুণ।

সুভদ্রা—জা'ন্‌লাম তাঁর কথা থেকে—সামান্য ব্রাহ্মণের মেয়েকে ব'লে গেলেন "তুমি রাজমহিষী হবে"। তাঁর একটা সম্ভব-অসম্ভবের জ্ঞান নেই।

মালতী—ভাগ্যে থাক্‌লে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমাদের মন ব'ল্‌ছে—তুই রাণী হবি। তোর মত রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি কোন্ মেয়ের আছে? তুই সব দিক্ থেকেই রাণী হবার যোগ্য।

সুভদ্রা—থাম ভাই, আমি তোদের কথায় বড় লজ্জা পাচ্ছি

—তোরা আমাকে বড্ড বাড়াচ্ছিস্। রাণী হওয়াতেই কি চরম সুখ ? সব রাণীই কি সুখী ?

কমলা—সুখ দুঃখ ভাগ্যের কথা। বাপ মা মেয়েকে ভাল বরের হাতে সম্প্রদান ক'র্‌বারই চেষ্টা করেন। পরে তার কপালে যা থাকে তাই হয়।

মালতী—বেলা প'ড়ে এল। ভদ্রা, তুই জল আন্‌তে যাবিনে ?

সুভদ্রা—যাব। আগে উঠোনের ঐ ধান গুলো আমার তুল্‌তে হবে, এঁটো বাসন মা'জ্‌তে হবে, আর ঘর ঝাঁট দিতে হবে।

কমলা—এখন আমরা যাই, তুই ঘাটে যাবার সময় আমাদের ডেকে নিয়ে যাস্। তুই যে কলসীটে নিয়ে যাস, সেটা জল ভরা হ'লে আমরা চাগাতেও পারিনে। অথচ তুই আমাদের চেয়ে ছ'মাস একবছরের ছোট। লম্বাও ত তুই কম নস্—আমাদের মাথার চেয়ে তোর মাথা দু আঙ্গুল উঁচু।

উঠানে না'ম্‌তেই সুভদ্রার লাউ-মাচা, ধোঁদোল-মাচা, এবং শাক-বেগুনের ক্ষেতের উপর কমলা ও মালতীর নজর প'ড়্‌ল। কমলা ব'ল্‌লে "বাঃ বেশ ধোঁদোল ঝুল্‌ছে তো। লাউ গাছও মাচার উপর উঠেছে।"

মালতী—তোর বেগুনগাছগুলি বেশ জোরাল হ'য়ে উঠেছে তো—এই বারেই ফুল ধ'র্‌বে। বাঃ রে, পালম শাকও তো বেশ জন্মেছে। আচ্ছা ভাই, তোর তরিতরকারীর সব গাছ এত ভাল

হয় কিসে ? আমাদের বাগানে তো এত ভাল হয় না—অথচ আমাদের বাড়ীতে চাকর আছে।

সুভদ্রা—আমি যে ভাল ক'রে সার দিয়ে মাটীর পাট ক'রে গাছপালা পুতি, আর মাটী শুকুতে না শুকুতে গাছের গোড়ায় জল ঢালি। তোদের বাড়ীর গোবর যেখানটা পড়ে, সেখান থেকে ঝুড়ি ক'রে সার মাটী নিয়ে এসে ক্ষেতে ফেলি। বাবা প্রথমে একবার মাটীটা খুঁড়ে দিয়েছিলেন। তারপর আমি সার ফেলে বেশ ক'রে দুই মাটী এক ক'রে আর একবার কুদ্‌লে গুঁড়ো ক'রে নিয়েছি। প্রায়ই বাড়ির কুয়ো থেকে জল তুলে গাছের গোড়ায় দিই। মাঝে মাঝে ঘাস ও আগাছা তুলে ক্ষেত পরিষ্কার করি। কাঁচা গোবর এনে ঘুঁটেও তৈরী করি—ঐ দেখ্ শুকুচ্চে। তা ছাড়া আম, তাল ও মহুয়া গাছের শুক্‌নো ডাল পালা ও ধানের তুষও আমার জ্বালানীর কাজ করে।

কমলা—তুই এত খেটে শরীরটাকে যে মাটী করে ফেল্‌ছিস্।

সুভদ্রা—শরীরটা মাটী হ'চ্ছে, না, ভাল হ'চ্ছে ? এই পরিশ্রম করি ব'লেই তো শাক ভাত যা খাই, তাই শরীরের রক্ত হ'য়ে যায়। আজ ভাই সাঁতার কা'ট্‌তে হবে—এ সময় ঘাটে কেউ নেই।

মালতী—সাঁতারে ত তোর সঙ্গে আমরা পারিনে। এখন আমরা চ'ল্‌লাম।

সুভদ্রা—আমার দণ্ড খানিকের অধিক বিলম্ব হবে না।

৪

সময় কারো অপেক্ষা করে না—অবিরাম গতিতে দৌড়ুচ্ছে। যত দিন যেতে লাগ্‌ল, ততই নারায়ণ শর্ম্মার চিন্তা বা'ড়্‌তে লা'গ্‌ল। তিনি ভাবেন, "দৈবজ্ঞ ঠাকুর হয় তো গণনায় ভুল ক'রেছেন। কিন্তু ভুলই বা তাঁর হবে কেন? তিনি তো সামুদ্রিক বিদ্যায় খুব নিপুণ ব'লে বোধ হ'চ্ছিলেন। তিনি এই কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে বুড়ো হ'য়ে গিয়েছেন—তাঁর গণনায় কি ভুল হ'তে পারে? তিনি নিশ্চয়ই প্রতারক নন্। প্রতারণা ক'রে তাঁর লাভই বা কি? বুঝ্‌তেই ত পেরেছিলেন যে, আমার কাছ থেকে তাঁর অধিক প্রাপ্তির আশা নেই, আর তাঁর জানাই ত ছিল যে, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে হ'তে পারে না। তবে কি যারা প্রতিলোম বিবাহের পোষকতা করে, তিনি তাদের দলের? আমার মনটাও যেন প্রতিলোম বিবাহের দিকে ঢ'ল্‌ছে ব'লে বোধ হ'চ্ছে। ভা'ব্‌তে ভা'ব্‌তে মাথা ঠিক রা'খ্‌তে

পা'র্‌ছিনে। হাঁ, এতে সন্দেহ নেই যে, ভদ্রার খুব রূপ। কোনো রাজার নজরে পড়ে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু রাজ-চক্রবর্ত্তী তো কেবল মগধের সম্রাট্‌ই। নারায়ণের কি ইচ্ছা দেখা যাক্।"

কৈশোর থেকে সুভদ্রা এখন যৌবনের পূর্ব্বসীমায় পদার্পণ ক'রেছে। সেকালে পর্দ্দার কঠোরতা ছিল না, তথাপি স্ত্রী-জনোচিত সঙ্কোচ থাকাতে সে বিনা কারণে বাড়ির বা'র হ'ত না। সে প্রাতে স্নানের সময় স্নান ক'র্‌তে, এবং বিকালে জল আনবার সময় জল আনতে, পাড়ার ঘাটে যেত। অবসর কালে উঠানে বাগানের কাজ ক'র্‌ত। একবার মাত্র তৃতীয় প্রহরে শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে পাঠ নিয়ে আ'স্‌ত।

আজ মকর-সংক্রান্তি—পাড়ার প্রায় সকল স্ত্রীলোকই স্নান-ঘাটে এসেছে। বেলা এক প্রহর উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। কমলা ও মালতী আগেই ঘাটে পৌঁছেছে। কমলার মা ও মালতীর মাও এসেছেন। কারো নাওয়া শেষ হ'য়েছে—তীরে উঠে মাথা মুছ্‌ছে বা চুল ঝা'ড়্‌ছে। কেউ বা এখনো জলে নামেনি। ভারি শীত—পশ্চিম দিক্ থেকে জোরে ঠাণ্ডা বাতাস ব'চ্ছে। অনেকক্ষণ সুভদ্রার অপেক্ষায় ব'সে থেকে, সে এল না দেখে, কমলা ও মালতী জলে নেমে প'ড়্‌ল এবং গা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থা'ক্‌ল। এমন সময় একটি কলসী নিয়ে সুভদ্রা ঘাটে পৌঁছিল। সে আ'স্‌তেই সকলে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। কমলার মা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "হ্যাঁ রে ভদ্রা, তোর যে এত দেরী হ'ল ?"

সুভদ্রা—ঘরে চিঁড়ে ছিল না, জ্যাঠাই-মা; তাই চাট্টী চিঁড়ে কুট্‌তে হ'ল। তারপর দেখলাম ডাল নেই, তাই ভা'ব্‌লাম চাট্টী অড়র ভেঙ্গে ফেলি। খুব ভোরে ভোরেই আরম্ভ ক'রেছিলাম, তবুও বেলা হ'য়ে গেল।

মালতীর মা—আহা, বাছারে! তোকে কত খাটুনীই খা'ট্‌তে হয়! আজ বৎসরকার দিনটা বাদ দিলেই ত হ'ত।

সুভদ্রা—খাটুনীকে আমি কষ্ট ব'লে ভাবিনে, জ্যাঠাই-মা। আমার অমনোযোগে কোন কাজ নষ্ট হ'য়েছে জা'ন্‌লে আমার মনে ভারি কষ্ট হয়।

এই ব'লে সুভদ্রা জলে না'ম্‌ল। কমলা ও মালতী শীতে আর জলে থাক্‌তে না পেরে উঠে প'ড়্‌ল। তাদের সঙ্গে যাবে ব'লে সুভদ্রা তাড়াতাড়ি দুটো ডুব দিয়ে কাপড়খানা কেচে নিলে, এবং কলসীটে জলে ডুবিয়ে নিয়ে পাড়ের উপরে গিয়ে তাদের ধ'র্‌লে। এই সময় একখানা নৌকা নদী দিয়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে সুভদ্রা ব'ল্‌লে "নৌকোয় চ'ড়ে একবার কোনো খানে যেতে ইচ্ছে করে। কখনো ঘ'ট্‌বে কি না ব'ল্‌তে পারিনে! আজ অনধ্যায়—আজ আর কমলা, তোদের বাড়ী প'ড়্‌তে আস্‌ব না। লাল, হল্‌দে ও সবুজ সূতো দিয়ে একখানা কাপড়ে নক্‌সা পাড় তুলতে আরম্ভ ক'রেছি। আজ পড়ার সময়টা খালি পাওয়া যাবে, সেই সময় পাড়ের কাজটা ক'র্‌ব।"

কমলা—রাঁধবি নে?

সুভদ্রা—বেলা হ'য়ে গিয়েছে—আজ আর রান্না চ'ল্‌বে না।

আজ বাবাকে চিঁড়ে, দই আর গুড় খেতে দেব—এটা তাঁর প্রিয় খাদ্য। আজ বাবা এক ভাঁড় দই নিয়ে আস্‌বেন, সকালে বেরুবার সময় ব'লে গিয়েছেন। মা বেঁচে নেই, বাবা যেন উদ্‌-ভ্রান্ত হ'য়ে বেড়ান। মার কথা মনে প'ড়্‌লে, তাঁর চোখের পাতা দুটো ভিজে ওঠে। এখন তিনি আমায় নিয়ে ভুলে আছেন —সর্ব্বদা আমারই ভাব্‌না। ইন্দ্রাণী হ'তে পেলেও আমি বাবাকে ছেড়ে যেতে পা'র্‌ব না। বাবাকে দেখ্‌বে কে ?

প্রথমে কমলা ও তারপর মালতী আপন আপন বাড়িতে ঢুক্‌ল। শেষে সুভদ্রা বাড়ি পৌঁছে রান্নাঘরের দাওয়ায় ভারি কলসীটা কোমর থেকে নামিয়ে রেখে ব'স্‌ল। বেলা দেড় প্রহর অতীত হ'য়ে গিয়েছে।

কমলারা ঘাট থেকে চ'লে গেলে একজন প্রৌঢ়া গৃহিণী ব'ল্‌লেন, "ভদ্রার কি রূপ! চাঁপা ফুলের রং—মুক্তোর মত দাঁত—কুঁদে কাটা মুখ—পটল-চেরা চোখ। ওর সুভদ্রাঙ্গী নাম সার্থক—সত্যি সত্যিই ওর অঙ্গের লালিত্য অদ্ভুত—হাত পায়ের কি সুডোল গড়ন—হাত ও শরীরের নড়ন্‌ চড়নে কি একটি মেয়েলী ভাব!"

আর একজন প্রৌঢ়া মহিলা ব'ল্‌লেন, "বিয়ের বয়স হয়েছে —ভাল ঘরে বরে পড়ে, তবে ত ?"

আর একজন ব'ল্‌লেন, "ভাল ঘরে প'ড়্‌বে কি ক'রে ? ওরা যে বড় গরীব।"

প্রথমা মহিলা ব'ল্‌লেন, "ওদের ঐ মন্দ অবস্থাই ওকে

কেজো, কষ্টসহিষ্ণু ও ধীর হ'তে শিখিয়েছে। ও মোটেই বাচাল নয়—কেমন বুঝিয়ে বুঝিয়ে ধীরে ধীরে মোলায়ম ক'রে কথাগুলি বলে ; যেন ওর ঠোঁট থেকে জুঁই, মল্লিকে, বকুল ফুল আস্তে আস্তে ঝ'রে পড়ে।"

দুপরের সময় সুভদ্রার রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে মালতী দুয়ারের ভেতর উঁকি মেরে দেখ্‌লে যে, সে কুলা দিয়ে কোটা ধানের তুষ ঝেড়ে ফেল্‌ছে, আর সুর ক'রে গীতার শ্লোক আওড়াচ্ছে। মালতী ব'ল্‌লে, "ভদ্রা, তোর কাজের আর কামাই নেই। কাকা বোধ হয় এখনো বাড়ি ফেরেন নি? মা এই আট-দশটা তিলের নাড়ু আর চার-পাঁচখানা গুড়পিঠে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর ব'লেছেন—আজ পৌষ-সংক্রান্তির দিন তিল ও পিঠে খেতে হয়। কাকার খাবার সময় তাঁকে দিস্, আর তুইও খাস্। আমি এখন চ'ল্লাম, গিয়ে খেতে ব'স্‌ব। তুই এখন পর্য্যন্ত কিছু খাস্ নি?"

সুভদ্রা—আমি গুড় দিয়ে দুটী চিঁড়ে চিবিয়ে খেয়েছি। আমার মা নেই—এখন জ্যাঠাইমারাই আমার মা।

সুভদ্রার চিন্তা ছাড়া নারায়ণ শর্ম্মার আর কোনো চিন্তাই নাই। জ্যোতিষীর কথায় ক্রমশঃ তাঁর কোনো সন্দেহ রইল না—তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, ভবিষ্যদ্‌বাণী ফ'ল্‌বে। তিনি সেই শুভ সংযোগের জন্য প্রতীক্ষা ক'র্‌তে লাগলেন, যা তাঁর কন্যার ভাগ্য ফের্‌বার কারণ হবে। হয় ত কোনো রাজা জল-বিহারে বেরিয়ে চম্পানগরের ধার দিয়ে যাবেন, আর সেই সময় সুভদ্রা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র্‌বে।

কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বৎসর কেটে গেল—তবুও তাঁর কন্যার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের কোনো সূচনাই দেখা গেল না। জ্যোতিষীর বাক্যে তাঁর যে আস্থা হ'য়েছিল, তা সন্দেহের ঝট্‌কায় মাঝে মাঝে দুল্‌তে লা'গ্‌ল বটে ; কিন্তু তার মূল ন'ড়্‌ল না।

নারায়ণ শর্ম্মা জা'ন্‌তেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় উদারমতাবলম্বী ও কুসংস্কারবর্জ্জিত। ভবিষ্যতে কি ঘ'ট্‌তে পারে সে সম্বন্ধেও

তাঁর দূরদর্শিতা আছে। উপায়ান্তর না দেখে, পরামর্শের জন্য নারায়ণ শর্ম্মা একদিন শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হ'লেন। তাঁকে দেখে শাস্ত্রী মহাশয় ব'ল্‌লেন, "আরে এস, ভায়া—কি মনে ক'রে ?"

নারায়ণ—আপনার কাছে আর লুকিয়ে কি হবে ? সুভদ্রার ভাবনা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। প্রথমে জ্যোতিষীর কথায় আমার ঘোর সন্দেহ ছিল—কিন্তু এখন দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছে। আমি প্রতিলোম বিবাহে সম্মত। এক বৎসর বেরিয়ে গেল—আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্‌ব ভাঙ্‌ব ক'র্‌ছে। আমি ভদ্রাকে নিয়ে পাটলীপুত্র যেতে চাই। দেখি, সেখানে যদি কোনো সুযোগ ঘটে। আপনার মত কি ?

শাস্ত্রী—আমার মত আছে। কিন্তু তোমরা যাবে কি ক'রে ? এখান থেকে পাটলীপুত্র বহুদূর। প্রশস্ত রাজপথ আছে বটে, কিন্তু হেঁটে যাওয়া ভদ্রার পক্ষে অসম্ভব। গোরুর গাড়ী কিম্বা ডুলি ক'রে যাওয়া চ'ল্‌তে পারে, কিন্তু তা বহু-ব্যয়-সাধ্য—তুমি সে খরচ যোগাতে পার্‌বে না। তা ছাড়া, রাস্তায় ডাকাতের ভয়। সুযোগের অপেক্ষা ক'র্‌তেই হবে—ব্যস্ত হ'লে চ'ল্‌বে না।

নারায়ণ—আমার মনের আবেগ আমায় ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। আপনি আমার প্রস্তাব সমর্থন করাতে, এখন আমি সুস্থ হ'লাম। দেখ্‌ছি ধৈর্য্য অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নাই। এখন আসি।

সেই দিন দুপরের পর নারায়ণ শর্ম্মা বাড়ি ফিরে এসে দেখ্‌লেন যে, ময়লা-ছেঁড়া-কাপড়-পরা একটী ইতর জাতীয়া স্ত্রীলোক রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে কলাপাতায় ভাত খাচ্ছে। তিনি সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "এ কে, ভদ্রা ?"

সুভদ্রা—একে আমি চিনিনে, বাবা। দণ্ড দুই আগে এ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাওয়ার উপর শুয়ে প'ড়্‌ল—প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মত হ'ল। আমি এর চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে পাখা দিয়ে বাতাস ক'র্‌তে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে একটু সাম্‌লে এ ব'ল্‌লে যে, তিন দিন কিছু খায় নি। আমি একে ধ'রে বসিয়ে ঘরের ভিতর থেকে একটু গুড় ও একঘটী জল এনে দিলাম। গুড়টা খেয়ে, সমস্ত জলটা ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে ফেল্‌লে—কিছু সুস্থ হ'ল। এখন ভাত দিয়েছি, খা'চ্ছে।

নারায়ণ—বেশ ক'রেছিস্, মা। গৃহস্থের যা কর্ত্তব্য তা ক'রেছিস্। সকল জীব-দেহে একই আত্মা বিরাজ ক'র্‌ছেন। রান্না কি শেষ হ'য়ে গিয়েছে ?

সুভদ্রা—হাঁ, বাবা। আপনি ভাত খান্—আমি চিঁড়ে খাব এখন।

নারায়ণ—আমি চিঁড়ে খাই—তুই ভাত খা।

সুভদ্রা—তা হবে না, বাবা। আপনি খাবেন ব'লে আমি রেঁধিছি—আপনার খেতেই হবে।

সুভদ্রা দুঃখিত হ'চ্ছে দেখে নারায়ণ শর্ম্মা তার কথায় সম্মত হ'লেন। বাইরে ফেল্‌বে ব'লে স্ত্রীলোকটি এঁটো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পিতা পুত্রী রান্নাঘরে ঢুক্‌লেন।

৬

ফাল্‌গুন মাসের পূর্ণিমাকে বৎসরের শেষ দিন ব'লে ধরা হয়—পরদিন নব বর্ষারম্ভ। পূর্ণিমার দু-একদিন আগে থেকেই বসন্তোৎসব আরম্ভ হ'য়ে যায় এবং দু-একদিন পর পর্য্যন্ত চলে। সুভদ্রা চার বৎসর থেকে এই পূর্ণিমার দিন সামান্য একটী উৎসব ক'রে আস্‌ছে—এবারে তার শেষ। উৎসবটী আর কিছুই নয়—তার সখীদ্বয়কে তার বাড়ীতে নিয়ে একটী প্রীতি-সম্মিলন করা—অনেকটা সময় একত্র কাটান, সখীদের চিত্ত বিনোদন করা, পরিচর্য্যা করা এবং এক-একখানি নূতন শাড়ী পরিয়ে সাধ্যমত কিছু খাওয়ান।

প্রত্যূষেই সখাদের বাড়ি গিয়ে সুভদ্রা দুই জ্যাঠাইমার কাছে কমলা ও মালতীর নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছে। নারায়ণ শর্ম্মা কাল গোয়ালা-পাড়ায় গিয়ে নন্দর পিসীকে দু'সের ভাল দই আর আধসের শুক্‌নো ক্ষীর দিতে ব'লে এসেছিলেন। তাই আজ

এক প্রহর বেলা হ'তে না হ'তে নন্দর পিসী দই ও খোয়া নিয়ে হাজির। নন্দর পিসী এ বাড়ীর বড় অনুগত। সুভদ্রার মা বেঁচে থা'ক্‌তে দুজনে ভারি ভাব ছিল। তখন গোয়ালা-ঠাকুজ্‌ঝির এ বাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত ছিল। কখনো কোনো দ্রব্যের প্রয়োজন হ'লে যথাসময়ে সে খাঁটি জিনিষটি দিত। তাকে দেখে সুভদ্রা ব'ল্‌লে, "এই যে গোয়ালা পিসী, এর মধ্যেই দই-ক্ষীর এনে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি। ভাল আছ ত তোমরা, পিসী ?"

নন্দর পিসী—আর, মা, ভাল থাকা! তোমার মার যাওয়ার পর আর এ বাড়িতে আস্‌তে ইচ্ছে করে না। কার কাছে আ'স্‌ব ?

এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তার চোখ ছল্‌ ছল্‌ ক'রে এল। তার সত্যকার ভালবাসা ছিল—সুভদ্রার মা'কে মনে পড়াতে তার প্রাণটা উথ্‌লে উঠ্‌ল। পাছে সাম্‌লাতে না পারে এই ভয়ে ব'ল্‌লে, "এখন আসি, মা; এখনো অনেক বাড়ীতে দুধ দিতে বাকি আছে।"—এই ব'লে সে বেরিয়ে গেল।

সুভদ্রা সখাদের খাওয়ান'র জন্য চিঁড়া, দই, কলা, গুড় ও কিছু মিষ্টান্ন—এই ফর্দ ক'রে রেখেছিল। ডেলা ক্ষীর ও শর্করা দিয়ে কয়েকটা খোয়ার লাড়ু তৈরি ক'রে ফেল্‌লে। তারপর জলে গুড় গুলে ফোটাতে চড়িয়ে দিলে। গুড় উনানের উপর থাক্‌তে থাক্‌তে তাতে পরিমাণমত আটা ক্রমশঃ মেশাতে আরম্ভ ক'র্‌লে। যখন বেশ ঘন হ'য়ে এল, তখন নামিয়ে ঠাণ্ডা

ক'রে সেটাকে বেশ করে চ'ট্‌কে নিয়ে শক্ত ক'রে ফেল্‌লে। তাই লেচির মত ছোট ছোট ক'রে কেটে গোল ক'রে নিয়ে থেব্‌ড়ে কতকটা পাতলা ক'রে ফেল্‌লে। তাওয়ার উপর একটু একটু ঘি দিয়ে এক একখানি বেশ উল্‌টে পাল্‌টে ভেজে নিলে।* বেলা দেড় প্রহরের কাছাকাছি সুভদ্রার ভিয়েন্ শেষ হ'তে হ'তেই কমলা ও মালতী এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠ্‌ল। মালতী ঘরে উঁকি মেরে দেখে ব'ল্‌লে, "ভদ্রা, তোর রান্নার কাজ এর মধ্যেই শেষ হ'য়ে গিয়েছে? তুই মন্তর জানিস্ নাকি?"

দাওয়ায় চেটাই পেতে তাদের বসিয়ে সুভদ্রা ব'ল্‌লে, "রান্নার কাজ বেশী ত কিছু ছিল না, ভাই—কেবল কিছু খাবার তৈরী ক'রেছি। আর, আজ তোদের নিয়ে আনন্দ ক'র্‌ব, না. রান্না নিয়ে থাক্‌ব?"

কমলা—তা হ'লে, তুই এখন আমাদের কাছে ব'স্।

সুভদ্রা—বেশী ব'স্‌লে চ'লবে না, ভাই। বাবার আস্‌বার আগেই তোদের নিয়ে আমার যা কাজ আছে, তা সা'র্‌তে হবে। প্রথমে তোদের হাতের পায়ের নখ কেটে দিয়ে, পায়ের তলার মাস অল্প অল্প চেঁছে দিতে হবে। তারপর পা

* আজকাল দক্ষিণ বিহারে পর্ব উপলক্ষে 'ঠুকুয়া' নামে যে খাদ্য তৈয়ার হয়, তা গরীব লোকদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে চ'লে আস্‌ছে। এই খাদ্যে পূয়া (পুপ) অপেক্ষা ঘি কম লাগে।

ধুয়ে ও মুছে দিয়ে আল্‌তা পরাতে হবে। তারপর আপটান * দিয়ে র'গ্‌ড়ে তোদের মুখের, হাতের, গায়ের, পায়ের ময়লা তুলে দিয়ে, ভিজে কাপড় দিয়ে মুখ, গা, হাত, পা বেশ ক'রে মুছে ফেল্‌তে হবে। তারপর তোদের চুলের পাট ক'র্‌তে হবে—তেল দিয়ে ভিজিয়ে, আঁচ্‌ড়ে, বিউনী ক'রে, বাঁধ্‌তে হবে। অনেক সময় লা'গ্‌বে—কাজ আরম্ভ ক'রে দেওয়া যা'ক্।

এই ব'লে সুভদ্রা শোবার ঘর থেকে একটা কড়ির পেতে নিয়ে এসে, তা থেকে নরুন, মাস-ছোলা ও আলতা বা'র ক'র্‌লে, এবং নিজের ফর্দ্দমত দুজনের পরিচর্য্যা ক'র্‌লে। এই ক'র্‌তে ক'র্‌তেই দুপর পেরিয়ে গেল, এবং নারায়ণ শর্ম্মা বাড়ি এসে পেঁাছিলেন। সখীদ্বয়কে বসিয়ে রেখে, পিতার সমস্ত খাবার সাজিয়ে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে সুভদ্রা তাঁকে খাইয়ে এল। তিনি সামান্যমাত্র বিশ্রাম ক'রেই ওঘর থেকে চেঁচিয়ে ব'ল্‌লেন, "আজ বিকালে এক ধনী গৃহস্থের বাড়িতে বসন্তোৎসব আছে—সেখানে আমাকে যেতে হ'বে—আমি চ'ল্লাম।"

সুভদ্রা শোবার ঘরে সখীদের নিয়ে গেল। ঘরখানি দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত—একটিতে সুভদ্রা শোয়, অপরটীতে তার পিতা। ঘরের সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সুভদ্রা দু-তিনদিন

---

* হিন্দী 'উবটন্', সংস্কৃত উদ্বর্ত্তন। ময়দা ও দুধের সর গোলা।

অন্তর দেয়াল তুলে ঘর নিকোয়। মেঝে খট্ খটে, ঝর্‌ঝরে। একটী কড়ির আল্‌নায় দুচার খানা কোঁচান কাপড় ঝুল্‌ছে। এই আল্‌নার কড়িগুলি সুভদ্রা নিজের হাতে নক্‌সা ক'রে বসিয়েছে। একখানা চালীর উপর সামান্য কিছু বিছানা ও পাট করা দুটী লেপ গুছিয়ে রাখা। দেয়ালের কোলে দুটী কাঠের সিন্ধুক এবং তাদের পাশে জলচৌকীর উপর ঘড়া, ঘটী, বাটী, থালা ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে। ঘরে সামান্য যা কিছু জিনিস আছে, তা শৃঙ্খলার সহিত রক্ষিত।

সুভদ্রা একটী সিন্দুক থেকে দুখানা নূতন কাপড় বার ক'রে কমলা ও মালতীকে প'রতে দিলে। পৌরোহিত্য ক'রে নারায়ণ শর্ম্মা যেসব কাপড় পেতেন, তার দুখানিতে সুভদ্রা নানারঙ্গের সূতো দিয়ে ফুল, লতা, পাতা এঁকে পাড় তৈরী ক'রেছে। এর পর তাদের রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে পী ঁড়ি পেতে খেতে বসালে, আর ব'ল্‌লে, "দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভারি বিলম্ব হ'য়ে গেল, ভাই—তোদের ভারি কষ্ট দিলাম।"

মালতী ব'ল্‌লে, "তুই খেতে ব'স্‌বি নে ?"

সুভদ্রা—না ভাই, তোদের না খাইয়ে কি আমি খেতে পারি ? তোদের দেবেথোবে কে ?

কমলা—তুই আমাদের সঙ্গে খেতে না ব'স্‌লে আমরা খাব না। তিন খানা থালায় তিনজনের খাবার রাখ। যে-সব জিনিষ পরে দরকার হ'তে পারে, তা সাম্‌নে রেখে দে—আমরা

ইচ্ছেমত তুলে নেব। আমাদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়িতে ত আর কোনো দোষ হ'বে না।

সুভদ্রা অগত্যা তাই ক'র্‌লে—খেতে ব'সে গেল।

মালতী ব'ল্‌লে "তোরও আমাদের মত নতুন কাপড় পরা উচিত ছিল।"

সুভদ্রা—আর, নখ ফেলা, পায়ের তলা ছোলা, আর আলতা পরান ?

মালতী—কেন, আমরা ক'রে দিতাম।

সুভদ্রা—ছিঃ ভাই, ব'ল্‌তে নেই—তোরা যে আমার দিদি।

হাস্য পরিহাসে ভোজন সমাপ্ত হ'ল। রান্নাঘর বন্ধ ক'রে সুভদ্রা শোবার ঘরে তার সখীদের নিয়ে গেল। বেলা আড়াই প্রহর উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। তারা মেঝের উপর চেটাই পেতে ব'স্‌ল। সুভদ্রা ব'ল্‌লে,—একটু গা গড়িয়ে নে-না—কথা-বার্ত্তাও সেই সঙ্গে চ'ল্‌বে এখন। শীতকালে দিন ছোট ও রাত বড় ছিল—ঘুম অনেক বেশী হ'ত—দিনে ঘুমবার সময়ও পাওয়া যেত না, দরকারও হ'ত না; এখন দিন বাড়্‌ছে, আলিস্যিও বাড়্‌ছে।

কমলা—তুইও একটু শো'না—শুয়ে শুয়ে কথা বল্‌ না।

সুভদ্রা—আচ্ছা। অনেক দিন পরে আকাশের দিকে সেদিন নজর প'ড়্‌ল। শীতকালে রাত্রে ঠাণ্ডায় বেরোনো যেত না, তাই আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকাবার সুবিধে

হ'ত না। আজকাল আকাশ নির্ম্মল। সেদিন কৃষ্ণপক্ষ ছিল। নির্ম্মল আকাশে নানা রকমে সাজান অসংখ্য তারার ভারি বাহার হ'য়েছিল।—অনেকক্ষণ চেয়ে থা'ক্‌লাম—চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হ'ল না—যেন একখানা প্রকাণ্ড নীল চাদরের ওপর সোনা-রুপোর ফুল তোলা ব'লে বোধ হ'ল। আজকাল চাঁদ উঠ্‌লে, তার আলোয় মাঠঘাট, গাছপালা, বাড়িঘর ঝক্‌ঝক্ করে—সে শোভা দেখেও মন প্রফুল্ল হয়।

মালতী—হ্যাঁ ভাই, এই সময়টাতে লোকে বসন্তোৎসব করে কেন ?

কমলা—বসন্তকাল এসেছে ব'লে।

মালতী—বসন্তকাল এসেছে ব'লে আনন্দ কর্‌তে হবে কেন ?

কমলা—লোকে জোর ক'রে আনন্দ করে না—মনে আনন্দ আপনা-আপনি এসে পড়ে।

মালতী—আনন্দ আপনা হ'তে আসে কেন ?

কমলা—গাছপালা, আকাশ ও চারি দিক্‌টা এমন সুন্দর হয় যে, তা দে'খে মন প্রফুল্ল হয়।

মালতী—সকলের মনই কি প্রফুল্ল হয় ?

সুভদ্রা—প্রায় সকলের মনই। তবে, যার মনে আনন্দ নেই, বাইরের শোভা দেখে তার মনে আনন্দ আ'স্‌বে কি ক'রে ? এই সময়ে যার ছেলে ম'রেছে, তার মনে কি আনন্দ

আস্‌তে পারে? বরং এই শোভা দেখে তার মনে প'ড়ে যায় যে, এই আনন্দের দিনে তার বাছাকে সে হারিয়েছে—তার শোক উথ্‌লে ওঠে।

মালতী—তা হ'লে দেখ্‌ছি, যার মনে সুখ আছে, সে-ই বাইরের শোভা দেখে সুখী হয়—সকলের মনে আনন্দ হয় না।

সুভদ্রা—অধিকাংশ লোকের মনে বাইরের একটা প্রভাব পড়ে। এই সময়টার এমন একটা গুণ আছে, যাতে ক'রে, প্রায় লোকের মন প্রফুল্ল হয়। শীতকালে লোক ঠাণ্ডায় জড়-সড় হ'য়ে থা'ক্‌ত, ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লা'গ্‌লে শিউরে উঠ্‌ত, ঠাণ্ডা জলে দাঁত কন্‌কন্‌ ক'র্‌ত, হাতে পায়ে ঠাণ্ডা জল লাগ্‌লে ছ্যাঁক্‌ ক'রে উঠ্‌ত। এখন বাতাসও ঠাণ্ডা নেই, জলও কন্‌কনে নেই। বরং এখন অল্প ঠাণ্ডা বাতাস ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিক্‌ থেকে এসে গায়ে লাগ্‌লে বেশ আরাম বোধ হয়। এই সময় নানা প্রকারের ফুল ফোটে। তাদের গন্ধ ব'য়ে নিয়ে এসে এখনকার বাতাস সুগন্ধ হয়।

মালতী—আমাদের মনটাও কেন প্রফুল্ল হ'য়েছে, তা বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি—এটা কতকটা সময়ের গুণ। আমরা তিন জন একত্র হ'য়ে কথাবার্ত্তা ক'য়ে তাই আনন্দ পাচ্ছি।

সুভদ্রা—দেখ্‌ ভাই, পাঁচ ছ' বছর হ'ল বাবা এমন দিনের এক ভোরে ওপারে তাঁর অড়রের ফসল কেমন হ'য়েছে দে'খ্‌তে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে যাব ব'লে আব্দার ধরা'তে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। মা তখন বেঁচে।

নদী পার হ'য়ে নদীর ধারের বনের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হ'ল। দেখলাম সেখানে সব গাছই নতুন কচি পাতায় ঢেকে গিয়েছে, আমগাছগুলো বোলে ভ'রে গিয়েছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিমূল গাছগুলোকে বড় বড় লাল ফুলে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে, অশোক গাছের ডালে ডালে অসংখ্য লাল কুঁড়ি ধ'রেছে, বড় বড় গাছগুলোকে জড়িয়ে যে সকল লতা উঠেছে, তাতে কল্‌মির ফুলের আকারের অনেক ফুল ফুটেছে—কোনোটা সাদা, কোনোটা নীল, কোনোটা বেগ্‌নে, কোনোটা বা হল্‌দে। এখানে-সেখানে গাছে কোকিল কুহু কুহু ক'র্‌ছে—আর কত পাখী ডাক্‌ছে। প্রজাপতিরা এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে যাচ্ছে—ভ্রমরেরা এ-ফুল থেকে উড়ে ও-ফুলে ব'স্‌ছে আর গুন্‌-গুন্ শব্দ ক'র্‌ছে। আমরা জঙ্গল পেরিয়ে মাঠে গিয়ে প'ড়্‌লাম। রাস্তার ধারে ধুত্‌রো ফুটে র'য়েছে, আর যে দু-তিন্‌টে পুকুর পাওয়া গেল, তাতে অনেক পদ্মের কুঁড়ি ও ফুটন্ত ফুল দেখ্‌তে পেলাম। হাঁসেরা সাঁতার দিচ্ছে। যে চাষা ভাগে বাবার জমি করে, তার বাড়িতে গিয়ে দেখি যে, দুটো ডালিম গাছে অনেক লাল লাল ফুল ফুটে র'য়েছে, আর একটা কুঁদ ফুলের গাছ সাদা সাদা ফুলে ভ'রে গিয়েছে। তখনকার সে শোভা দেখে আমার মনে যেমন একটা ভাব হয়েছিল, তেমন আর কখনো হয়নি। এখনো মাঝে মাঝে তা মনে প'ড়্‌লে, একটা মধুর বেদনা জেগে ওঠে। আজ এই আনন্দের দিনে, আয় ভাই, আমরা তিন জনে মিলে বসন্তের গান গাই।

বসন্ত—ঝাঁপতাল

জগত জাগিল আজি কার কর-পরশনে !
গীত গন্ধে এ আনন্দ আনিল কে মনো-বনে !
পিকবধূ কুহুতানে
কি অমৃত ঢালে প্রাণে ;
খুলিল হৃদয়দল অপরূপ হরষণে !
কার প্রেম অনুরাগে
অশোক কিংশুক জাগে !
ভরিল বিধুর ধরা কার সুধা বরষণে !
কেটেছে কুহেলী ঘোর,
শ্যামরূপে প্রাণ ভোর ;
যৌবনের জয়গীতি ধ্বনিছে মোহন স্বনে !
নমো নমো হে অনন্ত,
তব রূপ এ বসন্ত,
বাসনা-প্রসূন-রাশি নিবেদিনু ও চরণে !

গান শেষ হ'লে মালতী ব'লে উঠ্‌ল ; "বেলা যে প'ড়ে গিয়েছে। চল্ কমলা, বাড়ি যাই।"

কমলা—দিন্‌টে আজ বেশ আনন্দে কা'ট্‌ল, ভাই।

৭

নারায়ণ শর্ম্মা পাটলীপুত্র-গমনের সুযোগের সন্ধানে নিয়ত ফির্‌ছেন। ক্রমশঃ আবার বর্ষা এসে প'ড়্‌ল। একদিন তিনি বাজারে যাচ্ছেন, এমন সময় দেখ্‌তে পেলেন যে, গঞ্জের একস্থানে কয়েকখানা গোরুর গাড়িতে মাল বোঝাই হ'চ্ছে। অনুসন্ধানে জান্‌তে পা'র্‌লেন যে, ঐ মাল চম্পার প্রধান মহাজন ধনপতি শেঠের, এবং নৌকায় পাটলীপুত্র চালান দেওয়ার জন্য গোরুর গাড়ি ক'রে ঘাটে পাঠান হ'চ্ছে। শেঠজী স্বয়ং মালের সঙ্গে যাবেন। নারায়ণ শর্ম্মা দেখ্‌লেন, এইত পাটলী-পুত্র যাওয়ার বেশ সুবিধা। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তিনি সেই দিনই সন্ধ্যার পর শেঠজীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌লেন, এবং তাঁর নৌকায় নিজের ও কন্যার পাটলীপুত্র যাওয়ার ইচ্ছা জানালেন। শেঠজী সজ্জন ও পরোপকারী ব্যক্তি—দেব-দ্বিজে তাঁর অশেষ ভক্তি। তিনি সম্মত হ'লেন।

রাত্রিতে আহারের পর নারায়ণ শর্ম্মা সুভদ্রাকে ব'ল্‌লেন, "পাটলীপুত্র মগধের রাজধানী ও অপূর্ব্ব নগর। আমি কখনো

পাটলীপুত্র দেখিনি—তুইও দেখিস্‌নি। আমি ভাব্‌ছি, তোতে আমাতে গিয়ে রাজধানী দেখে আসি। এখানকার প্রধান মহাজন ধনপতি শেঠ কতকগুলি নৌকায় মালপত্র নিয়ে কাল দুপুর বেলা পাটলীপুত্র যাবেন। তিনি তাঁর নৌকায় আমাদের দুজনকে নিয়ে যেতে সম্মত আছেন। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তুই যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে নে।"

সুভদ্রা—এযে হঠাৎ যাওয়া হ'চ্ছে, বাবা। এত তাড়াতাড়ি কেমন ক'রে সব গোছান যাবে ?

নারায়ণ—কোনো রকমে গোছাতে হ'বে। এ সুবিধাটি ছা'ড়্‌লে আর কখনো যাওয়া ঘ'ট্‌বে না।

সুভদ্রা চম্পানগর ছেড়ে কখনো কোনো স্থানে যায়নি। বাড়ি-ঘর, বন্ধু-বান্ধব ফেলে তাকে এত দূরদেশে যেতে হবে ? শুয়ে শুয়ে সে এই কথা ভা'ব্‌তে লাগ্‌ল। তার মার কথা মনে প'ড়্‌ল—সে ক্রন্দন সম্বরণ ক'র্‌তে পার্‌লে না। কিন্তু সে পিতার উপর নির্ভরশীল ছিল—ভা'ব্‌লে, বাবা আমার চেয়ে অনেক ভাল বোঝেন—তিনি ভালই ক'র্‌ছেন। এই ভেবে তার মনে সান্ত্বনা এল। কিছুক্ষণ পরে তার নৌকায় চড়ার সাধ জেগে উঠ্‌ল, এবং নৌকাযাত্রা ক'র্‌তে পাবে ব'লে খুশী হ'ল। তারপর সে ঘুমিয়ে প'ড়্‌ল।

পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় শেঠজীর সাতখানা নৌকা শুভ মুহূর্ত্তে বাজারের ঘাট থেকে রওনা হ'ল, এবং ব্রাহ্মণ-পাড়ার

ঘাটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শেঠজীর নিজের নৌকায় নারায়ণ শর্ম্মা ও তাঁর কন্যাকে তুলে নিলে। তাঁরা কিছু আগে থেকেই ঘাটে অপেক্ষা ক'র্‌ছিলেন। কমলা ও মালতী তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে ঘাটে এসেছিল। তারা সুভদ্রার বাল্য-সহচরী—এ পর্য্যন্ত সুভদ্রা ও তাদের মধ্যে কখনো ছাড়াছাড়ি হয়নি—তাদের পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসা। সুভদ্রা চ'লে যাচ্ছে দেখে তাদের বুক ফেটে যেতে লা'গল এবং তারা কেঁদে অধীর হ'ল। সুভদ্রার দশা আরো করুণ—সে যে আবাল্যের জন্মভূমি, যার সঙ্গে তার সহস্র স্মৃতি জড়িত, ত্যাগ ক'রে কোথায় যাচ্ছে তা জানে না। নৌকা ছা'ড়্‌ল—যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সে সখীদের দিকে চেয়ে রইল।

আষাঢ় মাস—জলের স্রোত প্রবল। চম্পানগর হ'তে গঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত জলের টান অনুকূল ছিল, কিন্তু গঙ্গায় প্রতিকূল। একটানা নদীর বেগের বিপরীত যেতে শেঠজীর নৌকাগুলি নিতান্ত মন্দ গতিতে অগ্রসর হ'তে লা'গ্‌ল। তবে একটু সুবিধা এই ছিল যে, বায়ু পূর্ব্ব-দক্ষিণ থেকে চল্‌তে থাকাতে অনেক সময় পালের ভরে নৌকা চালান যেত। বাতাস প'ড়ে গেলে নদীর ধারে যেখানে সুবিধা মত 'পাওটা' পথ পাওয়া যেত, সেখানে নৌকাগুলি গুণ টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ত।

নৌকার দোলনে প্রথম দুচার দিন সুভদ্রার কিছু ভয় হ'য়েছিল, কিন্তু পরে সেটা অভ্যস্ত হয়ে গেল—আর ভয় ক'র্‌ত না। যে সব বস্তু সে কখনো দেখেনি, তা গঙ্গাবক্ষে ও তীরে

তার নয়নগোচর হ'তে লা'গ্‌ল। কত ছোট বড় নৌকা বাতাসের জোরে স্রোতের বিপরীত দিকে, আবার কত নৌকা অনুকূল স্রোতের জোরে স্রোতের অভিমুখে খরবেগে চ'লে যাচ্ছে। কত স্থানে গঙ্গাগর্ভে জেলেরা ছোট ছোট ডিঙ্গীতে চ'ড়ে মাছ ধ'র্‌ছে। প্রায়ই বাতাস স্রোতের বিপরীত দিকে প্রবাহিত থাকাতে, ক্রমাগত বড় বড় ঢেউ উঠ্‌ছে। কোথাও উঁচু পাড় ভেঙ্গে প'ড়্‌ছে, আর তার নিকটের ঘরগুলি পড়'-পড়' হ'য়ে র'য়েছে। গঙ্গাতীরস্থ মোদগিরি ইত্যাদি কত নগর, কত ছোট খাট গ্রাম, কত বাগান, কত ছোট বড় গাছ, কত প্রকারের বিচিত্র বর্ণের পক্ষী সুভদ্রা দেখ্‌তে পেলে। ঘাটে কোথাও পূর্ব্বাহ্নে লোকেরা স্নান ও পূজাপাঠ ক'র্‌ছে, কোথাও অপরাহ্নে স্ত্রীলোকেরা কলসীতে জল ভ'রে নিয়ে যাচ্ছে।

শেঠজীর নৌকাগুলি রাত্রিতে চালান' হ'ত না—কোনো নিরাপদ স্থানে ভিড়িয়ে নোঙ্গোর ক'রে রাখা হ'ত—জলদস্যু-ভয় যথেষ্ঠ ছিল—সেই জন্য শেঠজীর প্রত্যেক নৌকায় দুজন ক'রে বর্শা ও তলোয়ারধারী সেপাহী রাখা হ'য়েছিল।

নারায়ণ শর্ম্মা, সুভদ্রা ও শেঠজীর ভোজনের ব্যবস্থা এক সঙ্গেই হ'ত। যেদিন সুবিধা মত স্থান পাওয়া যেত, সেদিন চড়ায় ও পাড়ের উপর উঠে তাড়াতাড়ি ডাল, ভাত ও একটী মাত্র তরকারী, অথবা সময়-সংক্ষেপ ক'র্‌বার জন্য কেবল খিচুড়ি রাঁধা হ'ত। শেঠজী চম্পানগর থেকে যথেষ্ট চাল,

ডাল ও ঘৃত, লবণ, হলুদ ও লঙ্কা এবং কিছু কিছু তরকারী, আচার ও গুড় সংগ্রহ ক'রে নিয়েছিলেন। রন্ধন-কার্য্য সুভদ্রাই ক'র্‌ত। শেঠজী তার রন্ধনের ভারি প্রশংসা ক'র্‌তেন। যেদিন রাঁধার সুবিধা হ'ত না, সেদিন দিনের আহার ছিল—হয়, যব বা ছোলার ছাতু, লবণ ও লঙ্কা ; নয় চিঁড়া ও গুড়। কোনো দিন তটবর্ত্তী কোনো গ্রাম থেকে দধি এবং আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল সংগ্রহ করা হ'ত। সেদিন ও তার পরদিন আহারটা ভালই হ'ত। চম্পা হ'তে যাত্রা ক'র্‌বার পূর্ব্বে শেঠজী দুচার দিনের মত নিম্‌কী ও সাত আট দিনের মত গজা ও মেঠাই তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। যে কয়েকদিন চ'ল্‌ল, রাত্রিতে তাই খাওয়া হ'ত। মাঝে একদিন মধ্যাহ্নে কোনো কারণে নৌকাগুলিকে একটা ঘাটে এক প্রহর অপেক্ষা ক'র্‌তে হ'য়েছিল। সেদিন শেঠজী তাঁর পাচক ব্রাহ্মণকে দিয়ে কিছু মিষ্টান্ন তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। তাতেও সাত আট রাত্রি চ'লেছিল।

মৌর্য্য বংশের রাজত্বকালে শোণ-নদ ও গঙ্গা-নদীর সঙ্গম-স্থল আজ-কালকার পাটনা সহরের পূর্ব্বে ছিল—পরে উহা দানাপুরের পশ্চিমে স'রে গিয়েছে। পাটলীপুত্রের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে শোণ এবং উত্তরে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। দুই নদীর মধ্য-বর্ত্তী ভূখণ্ডকে অধিকার ক'রে পাটলীপুত্র নগর অবস্থিত ছিল —দৈর্ঘ্যে শোণের ধারে ধারে প্রায় পাঁচ ক্রোশ, কিন্তু প্রস্থে দেড়-দুই ক্রোশের অধিক নয়। গঙ্গা ও পাটলীপুত্রের মধ্যে

শোণ ও গঙ্গার সংযোগ-স্থলে একটী দুর্গ ছিল এবং দুর্গের পশ্চিমে পাটলী নামক একটী গ্রাম। নগর থেকে পাটলীর ঘাট পর্য্যন্ত একটী এক ক্রোশ বা তদধিক দীর্ঘ প্রশস্ত রাজপথ ছিল।

শ্রাবণের প্রথমভাগে একদিন দিবা এক প্রহর হ'তে হ'তেই শেঠজীর নৌকাগুলি শোণের মোহানা পার হ'য়ে কেল্লার নীচে দিয়ে পাটলীর ঘাটে পেঁাছিল। এখান হ'তে শেঠজীর কুঠি কতকটা নিকট—এক ক্রোশের কিছু অধিক।

৮

ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের জীবন-কালে মগধের রাজা ছিলেন শিশু-নাগ বংশীয় বিম্বিসার। সে সময়ে মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। বৃজি বা লিচ্ছবী নামক এক পাহাড়ী জাতি হিমালয় থেকে নেমে এসে সে সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে উৎপাত ও লুট্‌পাট ক'র্‌ত। বৃজিরা এখনকার মোজঃফরপুর থেকে তের-চৌদ্দ মাইল পশ্চিমে বৈশালী (আধুনিক বসাঢ়) নামক স্থানে একটী উপনিবেশ স্থাপন ক'রেছিল। এই নূতন জাতির আক্রমণ থেকে মগধ-রাজ্যকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য রাজা অজাত-শত্রু খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৪৬ বর্ষে গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে পাটলী গ্রামের পূর্ব্বে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। মৌর্য্য-সম্রাট্‌দের রাজত্বকালের পূর্ব্বেই পাটলীপুত্র নগর নির্ম্মিত হয়েছিল ; এবং শোণ-তীরস্থ এই নূতন নগরে রাজগৃহ হ'তে রাজধানী উঠে এসেছিল। বিন্দুসারের সময় পাটলীপুত্র নগর উপকণ্ঠ সহ দৈর্ঘ্যে পাঁচ ক্রোশ ও প্রস্থে দুই ক্রোশ ভূমি অধিকার ক'রে বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ-কীলক-নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা

পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাকারের বাহিরে জলপূর্ণ পরিখা এবং উহার চৌষট্টি তোরণ-দ্বার পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ। শ্রেণী-বদ্ধভাবে অবস্থিত অসংখ্য দেবালয়, অট্টালিকা ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুন্দর ভবন-সমূহ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট নগরটীকে সুদৃশ্য ও মনোহর ক'রেছিল। নগরোপকণ্ঠের নানা স্থানের উদ্যান ও পুষ্পবাটিকা সমূহে সদ্য-প্রস্ফুটিত নানা জাতীয় পুষ্প-সম্ভার নগরের রমণীয়তা পরিবর্ধিত ক'র্‌ত। এইজন্য পাটলী-পুত্রের আর একটী নাম ছিল কুসুমপুর।

পাটলীপুত্রে পেঁাছে নারায়ণ শর্ম্মা ও সুভদ্রা ধনপতি শেঠের এখানকার কুঠিতেই আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লেন। শেঠজী ধনী-ব্যক্তি, হৃদয়ও তাঁর উদার। অতএব বাসস্থান ও আহারাদি সম্বন্ধে তাঁদের কোনো অসুবিধাই হ'ল না। কুঠির এক কোলাহলহীন প্রান্তে তাঁদের জন্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল।

নারায়ণ শর্ম্মা নিত্য পথে পথে ঘুরে নগরের নানা স্থান ও অধিবাসীদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ ক'রে বেড়াতে লা'গ্‌লেন। দেখ্‌লেন যে, নগরের এক একটী অংশ যেন এক একটী বড় বাজার—প্রত্যেক রাস্তার ধারে নানা বস্তুর ছোট বড় দোকান। নিত্য প্রয়োজনের বা বিলাসের কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। অধিবাসীদের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা চাঞ্চল্যের ভাব বিদ্যমান। অসংখ্য যান-বাহন পথ দিয়ে সর্ব্বদাই চলাচল ক'র্‌ছে। অহ-রহঃ ক্রয়-বিক্রয় চ'ল্‌ছে, বিক্রেতেরা প্রায়ই দোকানে ব'সে বেচ্‌ছে, কেহবা ফেরি ক'রে বেড়াচ্ছে।

নগরের অধিকাংশ স্থানে শ্রম-শিল্পের কাজ হ'চ্ছে—চিত্র-করেরা চিত্র আঁক্‌ছে; লেখকেরা লিখন-কার্য্যে নিযুক্ত আছে। মণিকারেরা মণির সংস্কার ক'র্‌ছে; স্বর্ণকারেরা অলঙ্কার নির্ম্মাণ ক'র্‌ছে; তন্তুবায়েরা কার্পাস ও রেশমের বস্ত্র বয়ন ক'র্‌ছে; সৌচিকেরা সূচিকার্য্যে ব্যাপৃত আছে; ভৈষজ্য-ব্যবসায়ীরা ওষধী মিশ্রণ, দ্রাবণ, পেষণ ও নিষ্কর্ষণ দ্বারা ভৈষজ্য প্রস্তুত ক'র্‌ছে; কর্ম্মকারেরা অস্ত্রাদি ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ ক'র্‌ছে; সূত্রধরেরা কাষ্ঠের গৃহোপকরণাদি উৎপাদন ক'র্‌ছে; কাংস্যকারেরা কাঁসা ও পিতলের বাসন ঢা'ল্‌ছে ও পিট্‌ছে; কুম্ভকারেরা মৃৎভাণ্ডাদি গঠন ক'র্‌ছে; চর্ম্মকারেরা পাদুকা নির্ম্মাণ ক'র্‌ছে; তৈলিকেরা ঘ্রাণিকা চালিত ক'র্‌ছে; মোদকেরা মিষ্টান্ন পাক ক'র্‌ছে; পেষণোপজীবীরা ঘরট্ট দ্বারা তণ্ডুল, গোধূমাদি পেষণ ক'র্‌ছে; শৌণ্ডিকেরা মদ্য চোলাই ক'র্‌ছে; স্থপতিরা গৃহ-নির্ম্মাণ ক'র্‌ছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ শ্রমিকেরা নিজ নিজ ব্যবসানুযায়ী কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। শকট-চালকেরা শকট চালাচ্ছে; গোপেরা গো-দোহন ক'র্‌ছে; নাপিতেরা ক্ষৌর-কার্য্য ক'র্‌ছে; জালিকেরা জাল বুন্‌ছে ও নদী ও পুষ্করিণীতে মাছ ধ'র্‌ছে; নাবিকেরা নৌকা চালাচ্ছে; রজকেরা বস্ত্র ধর্ষণ ক'র্‌ছে।

এতদ্ব্যতীত বড় বড় মহাজনদের গদীতে লক্ষ লক্ষ মন মাল ওজন হ'চ্ছে—কতক অন্যান্য স্থান থেকে আমদানি হ'য়েছে, এবং কতক গোরুর গাড়ীতে বোঝাই হ'য়ে গঙ্গা বা

শোণের ঘাটে নৌকাযোগে চালান যাচ্ছে। অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা হৈ হৈ ক'রছে, আর টাকার ঝন্‌ঝনানি শব্দ হ'চ্ছে।

দেব-মন্দিরে ও বৌদ্ধ-মঠে শঙ্খ-ঘণ্টা নিনাদিত হ'চ্ছে এবং ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পঠন, পাঠন ও ধর্ম্মচর্চ্চা ক'র্‌ছেন, এবং ধর্ম্মোপদেশ দিচ্ছেন।

নারায়ণ শর্ম্মা এক-একদিন রাত্রিতে নগরে বাহির হ'য়ে দেখতেন যে, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অনেক পণ্যশালা খোলা থাকে, এবং রাস্তাগুলি আলোকমালায় সমুজ্জ্বল হয়। তখন পর্য্যন্ত লোক চলাচল বন্ধ হয় না। সন্ধ্যার পর হ'তেই শৌণ্ডিকালয়ে, জুয়ার আড্ডায়, বারাঙ্গনা-পল্লীতে, পান ও ফুলের দোকানে খুব ভীড়। মিষ্টান্নের দোকানগুলি বিশেষ ভাবে সজ্জিত ও আলোকিত হয়। ফেরীওয়ালারা তারস্বরে নিজ নিজ পণ্যের প্রশংসা ক'রে ক্রেতৃগণকে প্রলোভিত ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছে। চানাচুরওয়ালা তার মুড়্‌মুড়ে ছোলা মটর ভাজার কথা, ডাল-মুট্‌ওয়ালা তার খাস্তার ঝুরি ও ডাল ভাজার কথা, গাণ্ডেরী-ওয়ালা তার সুমিষ্ট আকের টিক্‌লীর কথা, রেউড়ীওয়ালা তার স-তিল মুচ্‌মুচে রেউড়ীর কথা, কুমড়ার-মেঠাইওয়ালা তার সরস মোরব্বা ও লচ্ছের কথা, পেড়াওয়ালা তার সু-তার পেড়ার কথা, ফলওয়ালারা তাদের নানা প্রকার সুস্বাদ ছাড়ান' ফলের কথা ব'লে ক্রেতার সন্ধানে ফির্‌ছে। রাবড়ী ও দইবড়া-ওয়ালারা নিজের নিজের স্থানে ব'সেই খ'দ্দের ডা'কৃছে।

স্থানে স্থানে নৃত্যগীতের আসর হ'য়েছে, এবং দর্শক ও

শ্রোতারা ঐ স্থানগুলিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আনন্দ উপভোগ ক'র্‌ছে। সময়ে সময়ে এখানে ওখানে বচসা ও মারপিট হ'চ্ছে। সর্ব্বত্রই নগর-রক্ষক সিপাহীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং যাতে শান্তিভঙ্গ না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখ্‌ছে। বিলাসী যুবকেরা সাজ-সজ্জা ক'রে, চন্দনানুলিপ্ত হ'য়ে, মাল্য পরিধান ক'রে, তাম্বুল চর্ব্বন ক'র্‌তে ক'র্‌তে এই সময় পদব্রজে বা অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণে বহির্গত হ'য়েছে।

অনেক স্থানে ধর্ম্মচর্চ্চা ও সদালাপের অনুষ্ঠানও আছে। সেখানে সদ্‌গ্রন্থ পঠিত ও ব্যাখ্যাত হ'চ্ছে, এবং গভীর বিষয়ের আলোচনা চ'ল্‌ছে।

নগরের শাসন ও পরিদর্শনের জন্য রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যা যথেষ্ঠ ছিল। সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীরা মহামাত্র নামে অভিহিত হ'তেন। তাঁদের নীচের পদাধিকারিগণের নাম ছিল যুক্ত ও উপযুক্ত। স্ত্রীলোকদের পর্য্যবেক্ষণের জন্য মহিলা-পরিদর্শিকাগণ নিযুক্ত ছিল। রাজান্তঃপুরের পর্য্যবেক্ষণের জন্যও মহিলা পদাধিকারিণীরা ছিল—তাদের নাম সৌবিদা। সৌবিদাদের উপর একজন পুরুষ নায়ক ছিল, যাকে সৌবিদ বলা হ'ত। সে অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'র্‌ত না, কিন্তু তার দ্বারা রাজাধিরাজের আদেশ অন্তঃপুরে প্রেরিত হ'ত।

যে স্থানে আজকাল কুমরাহার নামক গ্রাম, সেই স্থানে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। এই প্রাসাদ মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা নির্ম্মিত হ'য়েছিল। এই ভবনটী অতীব বিশাল ও সুশোভন

ছিল। ইহাতে আরামের সকল উপকরণই বিদ্যমান ছিল। রাজসভার ঐশ্বর্য্য অবর্ণনীয়। রাজসভা ও মহারাজের শরীর রক্ষার জন্য সশস্ত্র রমণী-যোদ্ধগণ পাহারা দিত। অন্তঃপুরের রক্ষার জন্যও রমণী প্রহরিণীদের নিযুক্ত করা হ'ত। এই প্রহরিণীরা দৃঢ়কায়া বলিষ্ঠা যুবতী-যোদ্ধা—এদের কটিবন্ধে কোষ-বদ্ধ অসি এবং হস্তে তীক্ষ্ণ-ফলক বর্শা থাক্‌ত।

নারায়ণ শর্ম্মা নিত্য নগরের রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ ক'র্‌তেন এবং সুভদ্রাকে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করাবার উপায় অনুসন্ধান ক'র্‌তেন, কিন্তু কোন সুবিধাই দেখ্‌তে পেতেন না। ভয়ে অন্তঃপুরের দেউড়ীতে যাওয়ার তাঁর সাহস হ'ত না, কারণ তিনি শুনেছিলেন যে, সেখানে ভীমকায়া নির্দ্দয় প্রহরিণীরা পাহারায় থাকে এবং অন্তঃপুরের নিকট সামান্য অপরাধের জন্যও পুরুষের প্রাণদণ্ড হ'তে পারে। অতএব তিনি ক্রমশঃ হতাশ হ'তে লাগ্‌লেন।

এর মধ্যে দু-একদিন প্রত্যূষে তিনি সুভদ্রাকে পাটলীর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়ে এনেছেন, এবং একদিন ডুলি ক'রে নগরের খানিকটা দেখিয়ে দিয়েছেন।

৯

প্রাচীনকাল থেকেই শ্রাবণ মাস পশ্চিম প্রদেশের স্ত্রীলোক-দের আনন্দের সময়। রমণীরা পাড়ার প্রশস্ত-প্রাঙ্গণযুক্ত কোনো বাড়ীতে একত্র হ'য়ে কোনো গাছে দোলা টাঙ্গিয়ে পর্য্যায়ক্রমে দোল খায়, এবং সেই সঙ্গে তাদের গীতবাদ্যও চলে। শেঠজীর পাড়াতেও এইরূপ একটী উৎসব-স্থান ছিল। কতকগুলি স্ত্রীলোক শেঠজীর কুঠির যে অংশে সুভদ্রারা থাক্‌ত তার পাশ দিয়ে অপরাহ্নে উৎসব-স্থানে যেত, এবং সুভদ্রাকে এক্‌লাটী ঘরে ব'সে থাক্‌তে দেখ্‌ত। তার অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখে তারা মোহিত হ'য়ে গিয়েছিল। একদিন তারা সুভদ্রার সঙ্গে আলাপ ক'রে তাকে ঝুলনের স্থানে নিয়ে যেতে চাইলে। তখন তার পিতা বাড়িতে ছিলেন না ব'লে সে যেতে পা'র্‌লে না, কিন্তু পরদিন তার পিতার অনুমতি নিয়ে

সেই মহিলাদের সঙ্গে উৎসব-স্থানে গেল। সকলেই তার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখে এবং কোমল স্বভাবের পরিচয় পেয়ে পরম পরিতুষ্ট হ'ল।

এই প্রকারে সুভদ্রা প্রতিদিন অপরাহ্নে ঝুলন-স্থানে যেত। সমস্ত দিন অলসভাবে বাসায় আবদ্ধ থাকার পর এই আনন্দে যোগ দিতে পারায় সে আরাম বোধ ক'র্‌তে লা'গ্‌ল। চার পাঁচ দিন পরে এক মহিলা-পরিদর্শিকা স্বীয় কর্ত্তব্য-পালন-অনুরোধে এই উৎসব-স্থানে উপস্থিত হ'ল। এর ওর সঙ্গে কথা ক'ইতে ক'ইতে সুভদ্রাকে দেখে সে বিস্মিত হ'ল, এবং তার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে।

সুভদ্রা ব'ল্‌লে, "আমার বাড়ি চম্পানগরে। কোনো কার্য্য বশতঃ আমি আমার পিতার সঙ্গে এখানে এসেছি এবং ধনপতি শেঠের কুঠিতে আছি।"

এই পদাধিকারিণীর রাজান্তঃপুরে প্রবেশাধিকার ছিল, এবং কোনো কার্য্যের জন্য সেদিন সেখানে তার যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। রাণীদের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে সে সুভদ্রার আশ্চর্য্য রূপের বর্ণনা ক'র্‌লে। তাই শুনে রাণীদের তাকে দেখ্‌বার কৌতূহল হ'ল এবং তাঁরা আদেশ ক'র্‌লেন, "কাল তাকে সঙ্গে নিয়ে এস।"

পরদিন ঐ পদাধিকারিণী শেঠজীর কুঠিতে গিয়ে সুভদ্রার পিতার নিকট রাণীদের ইচ্ছা জানালে। নারায়ণ শর্ম্মা তো তাই চাচ্ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সুভদ্রাকে পাঠাতে সম্মত

হ'লেন। পদাধিকারিণী নিজের পাল্‌কিতে সুভদ্রাকে ব'সিয়ে নিয়ে অন্তঃপুরে উপস্থিত হ'ল।

রাণীরা সুভদ্রাকে দেখ্‌লেন—নিঃসন্দেহই সে অসাধারণ রূপবতী। কিন্তু রাণীদেরও নিজ নিজ রূপের অভিমান ছিল —তাঁদের মনে ঈর্ষা উৎপন্ন হ'ল। তাঁরা যখন শুন্‌লেন যে, সুভদ্রা দরিদ্রা, তখন তাঁরা তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌তে লা'গ্‌লেন, এবং এক রাণী তাকে ব্যঙ্গ ক'রে বল্‌লেন, "হ্যাঁলা, তুই নখ কা'ট্‌তে জানিস্? পায়ে আলতা পরাতে পা'র্‌বি? মাথা-ঘসা দিয়ে চুল পরিষ্কার ক'রে দিতে পা'র্‌বি?" সুভদ্রা ব'ল্‌লে, "আপনারা যেসব কাজ ব'ল্‌ছেন, তা ত কঠিন নয়।" আর এক রাণী ব'ল্‌লেন, "তা বেশ। আমাদের নাপতিনী সেদিন মারা গিয়েছে। সে কদাকার ছিল। তোর বয়স কম, আর তুই দেখতে শুন্‌তেও কতকটা ভাল। তোকে ঐ কাজের জন্য আমাদের এখানে থা'ক্‌তে হ'বে।" তাঁরা পদাধিকারিণীকে ব'ল্‌লেন, "এ গরীব—আমাদের এখানে থাক্‌লে, এর ভরণ-পোষণের জন্য এর পিতার ভা'ব্‌তে হবে না। সেইজন্যে একে এখানে রেখে দেওয়া হ'ল। এর বাপকে খবর দিও।"

পদাধিকারিণী শেঠজীর কুঠিতে গিয়ে তার পিতাকে এই সংবাদ দিলে। ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল, তিনি ভাব্‌লেন, "অনেক দূর এগিয়েছে। এখন নারায়ণ কি করেন দেখা যা'ক্।"

আশ্বিন মাস প'ড়্তেই শেঠজী নৌকায় মালপত্র নিয়ে চম্পানগর রওনা হ'লেন। নারায়ণ শর্ম্মা সেই সুযোগে চম্পা-নগর ফিরে গেলেন।

সুভদ্রা রাজান্তঃপুরে বন্দিনী হ'য়ে দাসীবৃত্তি ক'রে কালাতিপাত ক'র্তে লা'গ্ল।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা। উত্তরে হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালা হ'তে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ মগধ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পূর্ব্বে কেবল প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম) ও কলিঙ্গ, এবং উত্তরে কেবল কাশ্মীর ও নেপাল মগধ-সম্রাটের অধিকারভুক্ত হয়নি। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর খৃষ্টপূর্ব্ব ২৯৭ বর্ষে তাঁর পুত্র বিন্দুসার এই বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী হ'য়ে পঁচিশ বৎসর কাল এর শাসন ক'রেছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন এবং তাঁর সুশাসনে ভারতীয় প্রজাবর্গ সুখে কালাতিপাত ক'র্‌ত।

সেকালে রাজা-মহারাজাদিগকে পার্শ্বরক্ষকগণ দ্বারা পরিবৃত থা'কৃতে হ'ত। রাজাদের রাত্রি-যাপন-স্থানের রহস্য তাঁদের অতি বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গ ভিন্ন কেহই জান্‌তে পার্‌ত না। প্রত্যেক

রাণীরই অন্তঃপুর মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ এক-একটী ছোট মহল ছিল, এবং মহলগুলি এরূপ কৌশলে স্থাপিত যে, এক রাণীর মহলের ঘটনা অন্যান্য রাণী বা তাঁদের পরিচারিকারা জা'ন্‌তে পা'র্‌ত না। রাজা কোন্ রাণীর মহলে আজকার রাত্রি অতিবাহিত ক'র্‌বেন—এ সংবাদ সন্ধ্যার পর সৌবিদ দ্বারা অন্তঃপুরে প্রচারিত হ'ত। কিন্তু প্রায়ই তিনি সে মহলে না গিয়ে অপর কোনো রাণীর মহলে অকস্মাৎ আবির্ভূত হ'তেন। এক জনের আশাভঙ্গ ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ ক'রে অপরকে অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে সম্মানিত ক'র্‌তে শত্রু-সঙ্কুল রাজ-ভবনে মহারাজকে বাধ্য হ'তে হ'ত।

সুভদ্রার থা'ক্‌বার স্থান ছিল দাসী-মহলের এক প্রান্তে। সেখানে সে দীনবেশে ও মলিন চিত্তে নিঃসঙ্গে কালযাপন ক'র্‌ত। অন্য দাসীরা তাকে তাদেরই ন্যায় একজন দাসী ভা'ব্‌ত। তার রূপ তাদের অসহ্য ছিল—কেহ তার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'র্‌ত না।

একদিন এক রাণী সুভদ্রাকে ব'ল্‌লেন, "হ্যাঁলা সুবী পোড়ারমুখী, কাল বিকেলে তোকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, আসা হয়নি কেন, শুনি ?"

সুভদ্রা—কি ক'র্‌ব রাণীজী, চুল বাঁধ্‌বার জন্য সেজ-রাণীজী আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর পরিচারিকারা যেভাবে তাঁর চুল বেঁধে দেয়, তা তাঁর পছন্দ হয় না। যখন আপনার দাসী গেল, তখন অন্ধকার হ'য়ে এসেছে—

আমি তখন তাঁর চুলের বিউনী ক'র্‌ছি। রাত হ'য়ে গেল, আ'স্‌তে পারিনি।

রাণী—এবারে তোকে কিছু ব'ল্‌লাম না। দেখিস্‌, এর পর এমন যেন না হয়।

আর একদিন সুভদ্রা অন্য এক রাণার নখ কা'ট্‌ছিল—রাণী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "হারামজাদী, আঙুলটা কেটে দিলি?"

সুভদ্রা—না, রাণীজী, কাটেনি তো।

রাণী—তবে, লাগ্‌ল কেন? একি তোদের মত ছোট লোকের গা যে, যা-তা ক'রে দিবি? সাবধান হ'য়ে কাট্‌বি, যেন একটুও না লাগে।

এইরূপ দুর্বাক্য ও লাঞ্ছনা সুভদ্রার প্রায়ই সহ্য ক'র্‌তে হ'ত। সেই বিশাল পুরীতে তার দুঃখে দুঃখী হওয়ার কেহ ছিল না। সে ভা'ব্‌ত—"হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য! ব্রাহ্মণের মেয়ে হ'য়ে আমাকে অন্যের পদসেবা ক'র্‌তে হ'চ্ছে। আমি কি কখনো ভাব্‌তে পেরেছিলাম যে, আমার এই দুর্দশা হবে? দরিদ্র হ'লেও দেশে আমার দিনগুলি হেসেখেলে কা'ট্‌ছিল। কিন্তু নিষ্কৃতির ত কোন উপায়ই দেখ্‌ছিনে।"

যদিও কষ্টসহিষ্ণুতায় ও ধৈর্য্যে সে অভ্যস্ত ছিল, তথাপি বন্দী-জীবনের মর্মন্তুদ দুঃখ ও নৈরাশ্য তার অসহনীয় হ'য়ে উঠ্‌ল। সে চিন্তা করে,—"এই ভাবেই কি আমার চিরজীবন কা'ট্‌বে? বাবা, কোথায় আপনি? আপনার আদরের

ভদ্রার দশা দেখে যা'ন্। আপনি ভুল ক'রেছেন। আপনি ভেবেছিলেন যে, একবার আমায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করাতে পা'র্‌লে জ্যোতিষীর বাক্য সফল হবে। কিন্তু অন্তঃপুরের ভিতরকার খবর ও কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখে আমার ভ্রম ঘুচে গিয়েছে, এবং আমি বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আপনার উচ্চাভিলাষ দুরাশা মাত্র। কোথায় অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী অখণ্ড-প্রতাপ মগধ-সম্রাট্, আর কোথায় নগণ্যা দাসী! আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে যে, আমার পক্ষে মহারাজের অনুগ্রহ লাভ করা অসম্ভব।"

এইরূপ ভা'ব্‌তে ভা'ব্‌তে কিছু দিনের মধ্যে তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘ'ট্‌ল, এবং সে আত্মহত্যায় কৃতনিশ্চয় হ'ল।

১১

কিছুকাল পরে একদিন সুভদ্রা মহারাজকে অন্তঃপুরের এক অলিন্দে একলা পদচারণা ক'র্‌তে দেখ্‌তে পেলে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর কবে ঘ'ট্‌বে? এই মনে ক'রে সে অগ্রপশ্চাৎ ক'র্‌তে লা'গ্‌ল। সে জা'ন্‌ত যে, এক অপরিচতার পক্ষে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে কিছু ব'ল্‌বার চেষ্টা করাও যা, আর জীবনের আশা ত্যাগ করাও তাই। কিন্তু তার মনে হ'ল, "আমি ত ম'র্‌ব ব'লেই সঙ্কল্প ক'রেছি,—আমার সব ভয় ত্যাগ করা উচিত—এখন আর আমার ভয় কিসের?" এই ভেবে সে মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য অগ্রসর হ'ল। কিন্তু পৌঁছিতে পা'র্‌লে না। যেই মহারাজের দৃষ্টি তার উপর প'ড়্‌ল, অমনি তার মাথা ঘুরে গেল, এবং সে মূর্ছিত হ'য়ে মাটীতে প'ড়ে গেল। পিতাদ্বারা পরিত্যক্ত হ'য়ে অসহায় অবস্থায় হীন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে তার যে দারুণ মানসিক ক্লেশ হ'য়েছিল, তার প্রভাব

তার শরীরের উপর বিলক্ষণ প'ড়েছিল। সে শীর্ণ ও দুর্ব্বল হ'য়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, মহারাজের কাছে যাই, কি না যাই, এই চিন্তায় তার এরূপ একটি মানসিক উত্তেজনা উপস্থিত হ'য়েছিল, যা মহারাজের দৃষ্টি তার উপর প'ড়্বামাত্র চরম সীমায় পেঁাছে তার মস্তিষ্কের সাম্য নষ্ট ক'রে দিয়েছিল।

সে প'ড়ে গেল, কিন্তু তার পতনের পূর্ব্বেই মহারাজ এক নজরেই বুঝ্তে পেরেছিলেন যে, সে তরুণী এবং অসামান্য রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী। পার্শ্বরক্ষক প্রহরিণীরা নিকটেই ছিল—প'ড়্বার শব্দ শুনবামাত্রই তারা দৌড়ে এল। মহারাজ আদেশ ক'র্লেন—"একে কোনো খালি মহলের আলোক ও বাতাসযুক্ত কক্ষে নিয়ে যাও।" তারা তাকে তুলে সেইরূপ একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যার উপর শুইয়ে দিলে। মহারাজ নিজেও সেই ঘরে উপস্থিত হ'লেন, এবং রোগিণার পরিচর্য্যা চ'ল্তে লা'গ্লো। রাজবৈদ্যের নিকট সংবাদ পাঠান হ'ল। মহারাজ সৌবিদাদের জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, "এ কে?" তারা অভিবাদন ক'রে উত্তর দিলে, "মহারাজ, এ নাপতিনী—রাজ-মহিষীদের সেবায় নিযুক্ত আছে।" মহারাজের সন্দেহ হ'ল—ভা'ব্লেন, "নাপতিনীর এমন অসাধারণ রূপ হ'তে পারে না!"

সম্রাট্ চ'লে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজবৈদ্য এলেন, এবং সুভদ্রার চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল। পরদিন মহারাজ আবার এলেন—দেখ্লেন সুভদ্রা তখনও সংজ্ঞাহীনা। তৃতীয় দিবসে সুভদ্রার চেতনা ফিরে এলে সে দেখ্লে যে, সে এক

সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে কোমল শয্যায় শুয়ে আছে। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তার উঠ্‌বার শক্তি হয়নি। মহারাজ এলেন, এবং তার সংজ্ঞা ফিরে এসেছে দেখে সন্তুষ্ট হ'লেন। তিনি অতি কোমল স্বরে তাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "তুমি কে? এখানে কেমন ক'রে এসেছ?" সে অতি ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলে, "মহারাজ, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি উঠ্‌তে পা'র্‌ছি না,—আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন। আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। আমার পিতার বাড়ী চম্পানগর। কোনো কার্য্যবশতঃ আমি আমার পিতার সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। রাণীজীরা আমাকে দেখ্‌তে চাওয়াতে এক পদাধিকারিণী আমাকে অন্তঃপুরে নিয়ে আসেন। তারপর আমাকে আর বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি—আমাকে রাণীজীদের পদসেবিকার কাজ ক'র্‌তে হয়।"

মহারাজের দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল—এই কথা শুনে তিনি দুঃখিত হলেন। প্রথম হ'তেই সুভদ্রার প্রতি তাঁর সকরুণ ভাব ছিল—এই বিবরণ শুনে তাঁর সহানুভূতি বেড়ে গেল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জা'ন্‌লেন যে, তার নাম সুভদ্রাঙ্গী। তিনি নিত্য এসে তাকে দেখে যেতেন। কিছু দিনের মধ্যে সুভদ্রা নীরোগ হ'য়ে উঠ্‌ল। এর আগেই তার সেবার জন্য কয়েক জন পরিচারিকা নিযুক্ত হ'য়েছিল।

সম্রাট্ বিন্দুসার প্রায় দুচার দিন অন্তরই সুভদ্রার নিকট এসে তার কুশল জেনে যেতেন। একদিন সুভদ্রা

অভিবাদন ক'রে যুক্তকরে ব'ল্‌লে, "মহারাজ, আমার কিছু নিবেদন ক'র্‌বার আছে, যদি অনুমতি দেন ত বলি।" মহারাজ ব'ল্‌লেন, "তোমার কি ব'ল্‌বার আছে, সুভদ্রা? যা ব'ল্‌তে চাও, বল।" সুভদ্রা ব'ল্‌লে, "এই দীনা ব্রাহ্মণ-তনয়ার প্রতি মহারাজ অসীম দয়া দেখিয়েছেন। যত দিন দেহে প্রাণ থা'ক্‌বে, ততদিন আপনার অনুগ্রহের স্মরণ থাক্‌বে, এবং আমি আপনার শুভ কামনা ক'র্‌তে থা'ক্‌ব। এখন আমি সুস্থ হ'য়েছি—এখন আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে—এই ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের যোগ্য নই। আমি আমার পিতার কুটিরে নিজ হাতে সব কাজ ক'র্‌তাম—এখানে দাসীরা আমাকে কোন কাজই ক'র্‌তে দেয় না। আমি সমস্ত দিন অলসভাবে কাটাই। আলস্যে কোনো সুখ নাই—পরিশ্রমের পর বিশ্রামেই সুখ। আমি আরামের অধিকারিণী নই। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি যে, এখন আর আমা দ্বারা রাণীজীদের পদসেবিকার কাজ করান' মহারাজের ভাল লা'গ্‌বে না—সে কাজে আমারও রুচি নাই। অতএব অভাগিনীর প্রার্থনা এই যে, মহারাজ কোনো উপায়ে আমাকে আমার পিতার নিকট দয়া ক'রে পাঠিয়ে দিন। বাবাকে দেখ্‌বার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।"

মহারাজ সুভদ্রার অন্তরের ভাব অনুভব ক'র্‌লেন, এবং বুঝ্‌তে পা'র্‌লেন যে, এ ঠিক ব'ল্‌ছে—এ নিজ বাড়িতে স্বেচ্ছায় বিচরণ ক'র্‌ত, এখানে পিঞ্জরাবদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছে। এত আরামের

মধ্যে থেকেও এর মন জন্ম-বিটপি-ক্রোড়ে ধাবিত হ'চ্ছে। তথাপি তিনি ব'ল্‌লেন, "সুভদ্রা, তুমি কেন একথা ব'ল্‌ছ? এখানে কি তোমার কোনো অসুবিধা আছে? এখান থেকে তুমি কেন যেতে চাচ্ছ? তুমি কি চাও, বল। আমি সৌবিদাদের আদেশ দিয়ে যাচ্ছি যে, তোমার যে বস্তুর প্রয়োজন হবে, তৎক্ষণাৎ তা তোমাকে আনিয়ে দেবে।"

সুভদ্রা—মহারাজের অনুগ্রহে আমার কোনো বস্তুরই অভাব নাই। বরং আমি এত সামগ্রী পাই যে, গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, কারণ আমি এ সবে অভ্যস্ত নই। এই সকল দ্রব্যের ভোগ করাতে আমার একটা কু-অভ্যাস হ'য়ে প'ড়্‌ছে, কারণ আমার পিতার গৃহে এর সহস্রাংশের একাংশও পাওয়া সম্ভব নয়।

মহারাজ—এখনো তো তুমি ভাল আরাম হওনি। আচ্ছা, আরো কিছুদিন এখানে থাক—পরে তোমার পক্ষে যা ভাল হয়, তাই করা যাবে।

এই ব'লে সম্রাট্ প্রস্থান ক'র্‌লেন। সুভদ্রা যেরূপ বন্দিনী ছিল, এখনো সেইরূপ বন্দিনীই আছে। এখন যে আরামে সে আছে, সে আরামে সে বিরক্ত। অথচ এখনকার বন্দী-জীবন কিয়ৎ পরিমাণে তার সহনীয় হ'য়ে এসেছে। এর কারণ কি? তাকে আর দাসীবৃত্তি ক'র্‌তে হয় না ব'লে কি? না, আর কিছু কারণ আছে?

চারদিন পরে সুভদ্রার কক্ষে মহারাজের আবার শুভাগমন হ'ল। একটী চিত্রাধারে চারিদিক থেকে টেনে বেঁধে সমতল করা একখণ্ড পটের উপর সুভদ্রা কোনো এক চিত্র অঙ্কিত ক'র্‌ছিল। মহারাজ আস্‌তেই সে চ'ম্‌কে গেল—চিত্র সরাতে পার্‌লে না—উঠে মহারাজকে অভিবাদন ও অভ্যর্থনা ক'র্‌লে। মহারাজ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "সুভদ্রা, কি ক'র্‌ছ?" সেই সময়ে চিত্রের উপর মহারাজের নজর প'ড়্‌ল—দেখ্‌লেন পটের উপর ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা আছে—

"নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।*

বর্ণগুলির রেখা সমূহে ফুল, পাতা ও রঙ্গের সমাবেশ এমন নৈপুণ্যের সহিত করা হ'য়েছে যে, চিত্রকলায় লেখকের যথেষ্ট নৈপুণ্য লক্ষিত হ'চ্ছে। মহারাজ বিস্মিত হ'য়ে ব'ল্‌লেন, "এ চিত্রখানি কি তুমি এঁকেছ, সুভদ্রা? তুমি লেখাপড়াও জান?" সঙ্কোচ বশতঃ সুভদ্রা দৃষ্টি অবনত ক'রে দাঁড়িয়ে র'ইল—কিছুই ব'ল্‌তে পা'র্‌লে না। সম্রাট্ ব'ল্‌লেন, "তুমি লেখাপড়া জান এবং চিত্রবিদ্যায় এত নিপুণ, তা-তো আমি জা'ন্‌তাম না। আজ জা'ন্‌তে পেরে অতিশয় আনন্দ লাভ ক'র্‌লাম।"

সুভদ্রা—কি করি মহারাজ, চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে দিন আর কা'ট্‌তে চায় না। আমার ভাগ্যের চিন্তাও আমাকে অবসন্ন ক'রে ফেলে। চিত্ত প্রসন্ন রা'খ্‌বার জন্য এই কাজ হাতে নিয়েছি।

---

* শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৩।৮।

মহারাজ—আচ্ছা, তুমি শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ লিখে এই চিত্রখানি সম্পূর্ণ কর। আমি ভারি খুসী হ'য়েছি।

এই ব'লে মহারাজ চ'লে গেলেন। তিনি ভা'ব্‌ছিলেন, "সুভদ্রা ব'ল্‌ছিল যে, তার ভাগ্যের চিন্তা তাকে অবসন্ন ক'রে ফেলে। ব্রাহ্মণের মেয়ে, অনিন্দ্য রূপসী এবং অসীম গুণবতী হ'য়েও তাকে অতি হীন কর্ম ক'র্‌তে হ'য়েছে। একি তার কম দুর্ভাগ্য? পিতা হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে অন্তঃপুরে বন্দিনী ক'রে রাখা হ'য়েছে, এতে সে কিরূপ মানসিক যাতনাই অনুভব ক'র্‌ছে! কিন্তু এ কথা জেনেও তো আমি তাকে ছা'ড়্‌তে চাচ্ছিনে। আমি তার রূপগুণে মুগ্ধ হ'য়ে প'ড়েছি। এই রমণীরত্নটীকে পাওয়ার কি উপায়? তাকে কিরূপে আমার প্রতি আকৃষ্ট করা যায়? সে ব্রাহ্মণ—আমি ক্ষত্রিয় ব'লে কথিত হই, কিন্তু আমাতে শূদ্র-সংস্পর্শ আছে। এরূপ স্থলে তার সঙ্গে আমার বিবাহ কি ক'রে হ'তে পারে? প্রতিলোম-বিবাহের সন্তান জাতিভ্রষ্ট হয়। তবে, প্রতিলোম-বিবাহ এখন চ'ল্‌ছে। কি করা যায়? প্রথমে তো আমার উপর তার প্রীতি উৎপন্ন হওয়া চাই। অধর্মের কাজ আমা কর্ত্তৃক হবে না—বিশেষ কথা এই যে, সে ভারি তেজস্বিনী—কোনো অন্যায় কাজে সে স্বীকৃত হবে না।"

অনেক দিন থেকেই মহারাজ সুভদ্রাকে প্রীতির চক্ষে দেখে আ'স্‌ছিলেন—এখন তাঁর চিত্ত তার চিন্তায় ভরপুর। এখন থেকে তার বিরহ মহারাজের কষ্টদায়ক হ'তে লা'গ্‌ল।

এবারে সম্রাট্ সুভদ্রার কক্ষে তৃতীয় দিনেই এসে প'ড়্লেন। দেখ্লেন চিত্রখানি সম্পূর্ণ হ'য়েছে—শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধও ঠিক প্রথমার্দ্ধের ন্যায় ফুল, পাতা ও রং দিয়ে লেখা হ'য়েছে—

"শরীর-যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥"

সুভদ্রা মহারাজকে অভিবাদন ক'রে হাত জোড় ক'রে নিবেদন ক'র্লে, "চিত্র ত সমাপ্ত হ'য়ে গিয়েছে, এখন মহারাজের কি আজ্ঞা? এখন আমি ছুটী পেতে পারি?"

সম্রাট্ ব'ল্লেন, "তুমি যাওয়ার জন্য এত ব্যস্ত হ'য়েছ কেন, সুভদ্রা? আমি যত তোমাকে বেঁধে রা'খ্তে চাচ্ছি, তুমি তত বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চা'চ্ছ। আমি তোমাকে সুখী ক'র্বার জন্য এত আগ্রহ দেখিয়ে আস্ছি, কিন্তু তোমার কাছ থেকে কোনো সাড়াই পাচ্ছি না।"

সুভদ্রা—আমি অকৃতজ্ঞ নই, মহারাজ। কিন্তু কি ক'রে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাব, তা ভেবে ঠিক ক'র্তে পা'র্ছি না।

মহারাজ—ভেবে দেখো, সুভদ্রা। এখানে থাক্বার কি তোমার কোনো আকর্ষণই নাই? আজ আমার কাজ আছে—এখন আমাকে যেতে হবে। এর পরে আমি যে দিন আ'স্ব, আমার প্রশ্নের উত্তর দিও।

সুভদ্রা মনে মনে চিন্তা ক'র্তে লা'গ্ল, "মহারাজ আমাকে ভালবাসেন, তা আমি অনেক দিন থেকে বুঝ্তে পেরেছি। আমিও পাষাণা নই—আমিও তাঁর গুণরাশিতে মুগ্ধ। তাঁর

রাজোচিত রূপ আছে—যৌবনের সীমা অতিক্রম ক'র্‌তে তাঁর অনেক বিলম্ব—তিনি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, দয়ালু ও কোমল-স্বভাব। তিনি স্নেহশীল, বিশেষতঃ আমার প্রতি তাঁর স্নেহ অসীম। তিনি আমাকে যে অসাধারণ অনুগ্রহ দেখিয়ে এসে-ছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তিনি তাঁর ভালবাসার প্রতিদান চান। আমি তাঁকে মনে মনে ভালবেসেছি, কারণ তাঁর অদর্শনে আমি ব্যথিত হই। তিনি তাঁর প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর চান। তিনিও হয় তো কতকটা আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেছেন। বৈধ বিবাহ-সূত্রে আমরা আবদ্ধ হ'তে পারি কি না এই প্রশ্নের উপর সমস্ত নির্ভর ক'র্‌ছে। এর উত্তর না জান্‌তে পা'র্‌লে মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। এই প্রেমের ব্যাপারে হ'য় তো আমাকে আজীবন দুঃখ ভোগ ক'র্‌তে হবে।"

দু দিন পরে সম্রাট্ এলেন। সুভদ্রা তাঁকে যথোচিত সমাদর ক'রে বসালে। সম্রাট্ জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "সুভদ্রা, তুমি কি আর কোনো কাজ হাতে নিয়েছ ?"

সুভদ্রা—আজ্ঞে না, মহারাজ। আমি ভারি মন-মরা হ'য়ে প'ড়েছি—কোনো কাজই ভাল লাগে না।

মহারাজ—বিষাদের কারণ কি ?

সুভদ্রা—মহারাজ সহজেই আমার বিষাদের কারণ অনুমান ক'র্‌তে পারেন। কারাগৃহে বন্দীর মনের ভাব যেরূপ হয়, আমার মনের ভাবও সেইরূপ। এই ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ? কি অধিকারে আমি এ সব ভোগ ক'র্‌ছি ?—এই চিন্তা আমার

মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। মহারাজ আমার জন্য অনেক ক'রেছেন, এবং সর্ব্বদা আমাকে সুখী ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছেন। কিন্তু এই দানের প্রতিদান আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব, তা মহারাজই আমাকে অনুগ্রহ ক'রে ব'লে দিন।

মহারাজ—কেন অসম্ভব, সুভদ্রা ?

সুভদ্রা—কি সম্বন্ধে আমি এখানে থা'ক্‌ব ?

মহারাজ—এতে সম্বন্ধের দরকার কি ? তুমি এই স্থানে এই ভাবে থাক্‌বে, আর আমি কখনো কখনো দিনেব বেলা এসে তোমাকে দেখে যা'ব।

সুভদ্রা—মহারাজ, অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌বেন—আমি একটী কথা ব'ল্‌বার অনুমতি চাই। মহারাজের আগ্রহ তাঁর বিমল বুদ্ধির উপর যেন একটী যবনিকা-পাত ক'রেছে। মহারাজ হয়তো লোকনিন্দার কথা ভাবেন নি। লোকে মহারাজের শুভ্র যশের উপর মসী-লেপন ক'র্‌বে। আমার তো কোনো কথাই নেই।

মহারাজ—এখন দেখ্‌ছি যে, আমার বিবেচনার ভুল হ'য়েছে। আচ্ছা, তোমার ও আমার মিলন কি অসম্ভব ?

সুভদ্রা—আর্য্য-বিধানানুসারে কন্যার পিতাই তার জন্য উপযুক্ত পাত্র মনোনীত ক'রে তাকে ঐ বরের হস্তে সমর্পণ করেন। এ বিষয়ে কন্যার স্বাধীনতা কোথা ?

মহারাজ—সে তো পরের কথা। প্রথমে জানা আবশ্যক, আমার প্রতি তোমার অনুরাগ জন্মেছে কি না ? এ বিষয়ে

আমি যদি নিশ্চিত হ'তে পারি, তাহ'লে তোমার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব আমি তোমার পিতার নিকট ক'র্‌তে পারি।

সুভদ্রা—এ বিষয়ের উত্তরের জন্য মহারাজ আমাকে আরো কিছু সময় দিন। আমি সব দিক্ থেকে সব কথা ভাল ক'রে চিন্তা ক'রে দেখি। মহারাজও এই সময়ের মধ্যে ভেবে দেখুন যে, তিনি মোহের বশবর্ত্তী হ'য়ে আমার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছেন কিনা? এবং পরে তাঁকে অনুতাপ ক'র্‌তে হবে কিনা?

মহারাজ—বেশ কথা। আমি দু'দিন সময় দিলাম। আমি পরশু এসে তোমার শেষ উত্তর নিয়ে যাব।

সম্রাট্ চ'লে গেলেন। সুভদ্রা নিজের প্রণয় সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্তই ছিল—সে মহারাজকে ভালবাসে, এবং বুঝেছিল যে, মহারাজও তাকে ভালবাসেন। সে মনে মনে তোলাপাড়া ক'র্‌তে লা'গ্‌ল,—মহারাজের এই ভালবাসা স্থায়ী হ'বে কিনা এবং এই মিলন শেষ পর্য্যন্ত সুখের হ'বে কিনা? আর একটী প্রশ্ন তার মনে উদয় হ'ল—শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়ের সহিত ব্রাহ্মণ-কন্যার বিবাহ হ'তে পারে কিনা? এই প্রশ্ন তার মনকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন ক'র্‌লে।

তৃতীয় দিন বিকালে মহারাজ সুভদ্রার কক্ষে দেখা দিলেন। সুভদ্রা তাঁকে অভিবাদন ও যথারীতি অভ্যর্থনা ক'রে বসালে। উপবেশন ক'রে মহারাজ সুভদ্রার কুশল জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, এবং ব'ল্‌লেন, "আমি আমার কথামত ঠিক দুদিন পরেই এসেছি। তুমি কি স্থির ক'র্‌লে আমি তাই জা'ন্‌তে এসেছি।

আমি বেশ ক'রে নিজের মনকে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, এবং বুঝেছি যে, তোমাকে না পেলে আমি কিছুতেই সুখী হ'তে পা'র্‌ব না। এক কথায় তুমি বল'—তুমি আমার হ'বে কিনা? তোমার উত্তরের উপর আমার ভবিষ্য জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর ক'র্‌ছে।"

সুভদ্রা—আমার মনোভাব বোধ হয় মহারাজের অবিদিত নাই। কিন্তু আমার নিবেদন এই যে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যা, এবং মহারাজ অতুল বৈভবের অধিকারী মগধ-সম্রাট্। আমাদের মধ্যে ব্যবধান এত অধিক যে, আমাদের মিলন আমার কল্পনাতেও আসে না। এই গৌরব লাভ ক'র্‌তে আমি অতিশয় সঙ্কোচ অনুভব ক'র্‌ছি, এবং আমার শঙ্কা হ'চ্ছে, আমি এই পদের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌ব না।

মহারাজ—রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে তুমি রমণী-শ্রেষ্ঠা। যদি কেহ মগধের সম্রাজ্ঞী হওয়ার উপযুক্ত থাকে, সে তুমি।

সুভদ্রা—যদি বৈধ উপায়ে আমাদের মিলন সম্ভব হয়, তা হ'লে আমি মহারাজের চরণে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে প্রস্তুত।

মহারাজ—সুভদ্রা, আজ তুমি আমাকে যথার্থই সুখী ক'র্‌লে। নিশ্চয়ই আমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মত গ্রহণ ক'র্‌ব।

সুভদ্রা—আমার পিতার অনুমতিও আবশ্যক। আমার ইচ্ছা যে, তিনি আমাকে নিজ হস্তে সম্প্রদান করেন। আমার পিতাও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ ক'র্‌বেন। এই সব কার্য্যে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। ততদিন পর্য্যন্ত আমার

অন্তঃপুরে থাকা উচিত নয়—নানা কথা উঠ্‌তে পারে। পাটলী-পুত্র নগরের আর কোনো স্থানে থাক্‌লেও কুৎসার হাত এড়ান' যাবে না। তা ছাড়া, আমার পিতা আমাকে ফেলে রেখে দেশে চ'লে গিয়েছেন। সেখানকার লোকেরা আমার সম্বন্ধে কি ব'ল্‌ছে বলা যায় না। এরূপ অবস্থায় বিবাহ পর্য্যন্ত আমার চম্পানগরে গিয়ে থাকাই উচিত। অতএব, যদি মহারাজের মত হয়, আমাকে রাজ-পুরোহিত ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের সঙ্গে চম্পানগরে পাঠিয়ে দিন। সেখানে রাজ-পুরোহিত মহাশয় আমার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব ক'রে তাঁর সম্মতি নেবেন। তিনি আমার পিতা ও তাঁর দু-একজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাটলীপুত্র নিয়ে আ'স্‌বেন। আমিও সেই সঙ্গে ফিরে আস্‌ব। আমরা ফিরে এসে মহারাজ-নির্দ্দিষ্ট বাসায় উঠ্‌ব, এবং সেখানে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হবে।

মহারাজ সুভদ্রার প্রস্তাবের দূরদর্শিতা, যৌক্তিকতা ও ব্যবস্থা-কুশলতা অনুভব ক'রে বিস্মিত হ'লেন, এবং ঐ প্রস্তাবই অনুমোদন ক'র্‌লেন—ভা'ব্‌লেন, এ অদ্ভুত রমণা—সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য আমার এইরূপ ধর্ম্মপত্নীই আবশ্যক।

কিন্তু তখনও তাঁর মন সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান ছিল। তিনি ব'ল্‌লেন, "যদি শাস্ত্রের মত প্রতিকূল হয়, তা হ'লে কি হবে, সুভদ্রা ?"

সুভদ্রা—সে অবস্থায় আজীবন কুমারী হ'য়ে থাকা ছাড়া আমার অন্য উপায় কি ? আমি মহারাজকে যতদূর বুঝেছি,

তাতে আমার ধারণা এই যে, শাস্ত্রের বিধানকে লঙ্ঘন ক'রে মহারাজ কখনো আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'বেন না। আমিও মনে মনে যাঁকে পতিত্বে বরণ ক'রেছি, তাঁর স্মৃতি বহন ক'রে বিরহ-দগ্ধ জীবন অতিবাহিত ক'র্‌ব।

সুভদ্রার প্রেমের গভীরতা ও পণের কঠিনতা মহারাজকে চমৎকৃত ক'র্‌লে—ভাবলেন, যদি দৈব-দুর্বিপাকে এই মহাপ্রাণা রমণীকে হারাতে হয়, তাহ'লে কি পরিতাপের বিষয় হ'বে! আমার জীবন কি দুঃসহ হ'বে!"

এই ভা'ব্‌তে ভা'ব্‌তে মহারাজ মন্ত্রিসভাভিমুখে প্রস্থান ক'র্‌লেন।

১২

একদিন সকালে দেখা গেল যে, চম্পানগরের পশ্চিম প্রান্তের বিস্তীর্ণ মাঠে কতকগুলি বোঝাই গোরুর গাড়ি ও অনেক লোকজন এসে তাঁবু ফেল্‌বার উদ্যোগ ক'র্‌ছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কয়েকটী শিবির শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্ম্মিত হ'য়ে গেল। নগরবাসীরা ক্রমশঃ জান্‌তে পারলে যে, শিবিরগুলি মগধ-সম্রাটের কোনো উচ্চ কর্ম্মচারীর সাময়িক বাসের জন্য স্থাপিত হ'য়েছে।

পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে এক অশ্বারোহী সৈনিক নারায়ণ শর্ম্মার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ মহুয়া-বৃক্ষের তলায় এসে তাঁকে ডা'ক্‌লে। নারায়ণ শর্ম্মা বাড়িতেই ছিলেন, এবং বেরিয়ে এসে অশ্বারোহী সৈনিককে দেখে বিস্মিত ও ভীত হ'লেন। সৈনিক তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জা'ন্‌লে যে, তাঁরই নাম নারায়ণ শর্ম্মা, এবং কটিবন্ধ হ'তে একখানি পত্র বার ক'রে তাঁর হাতে দিয়ে ব'ল্‌লে, "পড়ে দেখুন—সব জা'ন্‌তে পারবেন"। নারায়ণ শর্ম্মা পত্র-খানি আদ্যোপান্ত পাঠ ক'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ল্‌লেন, "আমার

ভদ্রা আমার কোলে ফিরে আ'স্‌ছে? সম্রাট্ তাকে পত্নীত্বে মনোনীত ক'রেছেন? একি সম্ভব?" সৈনিক ব'ল্‌লে "পত্রে যা কিছু লেখা আছে, সকলই সত্য। আপনি মনের আবেগ সম্বরণ করুন—সন্দেহ ক'র্‌বার কারণ নাই। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আপনার কন্যার শিবিকা আপনার দ্বারে উপনীত হবে। নগরের পশ্চিমের মাঠে রাজ-পুরোহিত ও একজন মহামাত্রের অবস্থানার্থ এবং শতাধিক সৈনিক ও ভৃত্যের বাসের জন্য শিবির সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। সেখানে তাঁরা থা'ক্‌বেন। কেবল দুজন দাসী আপনার কন্যার সঙ্গে আপনার বাড়িতে আ'স্‌বে। এই গাছতলায় তাদের থাকার ও পাকাদি কার্য্যের জন্য দুটী ছোট তাঁবু খাটান হবে। আমি ফিরে গিয়েই লোকজন পাঠাব। তারা এসে অতি সত্বর সব ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌বে। কাল পূর্ব্বাহ্ণে রাজ-পুরোহিত ও মহামাত্র-মহাশয় দুজনে আপনার সহিত দেখা ক'র্‌বেন। অনুমতি করেন তো আমি এখন শিবিরে ফিরে যাই।"

নারায়ণ শর্ম্মা তাকে সৌজন্যের সহিত বিদায় দিলেন। কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের জন্য নারায়ণ শর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গেলেন, এবং সম্রাটের পত্রখানি তাঁর হাতে দিয়ে ব'ল্‌লেন, "এখনি একজন অশ্বারোহী সৈনিক এসে এই পত্র-খানি আমাকে দিয়ে গেল, এবং ব'লে গেল যে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সুভদ্রা এসে প'ড়্‌বে। তার সঙ্গে দুটী দাসী আস্‌বে, তাদের থাকার ও রন্ধনাদির জন্য মহুয়া-তলায় দুটী ছোট তাঁবু খাটান

হবে। কাল সকালে মহামাত্র ও রাজ-পুরোহিত আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আস্‌বেন। আমার বাড়িতে স্থান না থাকায়, আপনার বাড়িতে তাঁদের নিয়ে এসে বসাব'। পত্রখানি প'ড়ে দেখুন।"

শাস্ত্রী—(পত্রখানি প'ড়ে) এযে অভাবনীয় ব্যাপার! জ্যোতিষীর কথা বর্ণে বর্ণে ফ'লে গেল দেখ্‌ছি।

নারায়ণ—এখনো আহ্লাদে অধীর হওয়ার সময় হয়নি, শাস্ত্রী মহাশয়। শাস্ত্রের বিধানের উপর সমস্ত নির্ভর ক'র্‌ছে।

শাস্ত্রী—প্রতিলোম বিবাহের একাধিক উদাহরণ আমি প্রাচীনকালের ইতিহাস থেকে দেখাতে পারি। শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর সহিত মহারাজা যযাতির বিবাহ হ'য়েছিল। তাঁর আর এক কন্যা আব্‌জাকে অযোধ্যার রাজপুত্র দণ্ড বিবাহ ক'রেছিল। ক্ষত্রিয়-ঔরসে ব্রাহ্মণী-গর্ভে লোমহর্ষণাদি সূতজাতীয় দ্বিজদের জন্ম। এখন তো প্রতিলোম বিবাহ ব্রাহ্মণ-সমাজে অবাধে চ'ল্‌ছে। শাস্ত্রের বিধান পাওয়া যাবে না ব'লে তুমি অকারণ মন খারাপ ক'রো না। যখনি ঋষিরা দেখেছেন যে, পূর্ব্বেকার শাস্ত্রাজ্ঞা সময়ানুকূল নয়, তখনি তাঁরা সময়োপযোগী নূতন ব্যবস্থা-গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রেছেন। এই জন্যই মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজকেরা পর পর তাঁদের গ্রন্থ প্রণয়ন ক'র্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলেন। এখন সমাজের যেরূপ মনোবৃত্তি, তদনুসারে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হওয়া আবশ্যক।

তৈরী হয়েছে।” সুভদ্রা তাকে ব'ল্‌লে, “ভেতরের দাওয়ায় খাবার জায়গা ক'রে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে দুজনের খাবার দিয়ে যেতে বল।” পিতা-পুত্রীতে আহারে ব'স্‌লেন। আহারের ব্যবস্থা রাজবাড়ির ধরণেই হ'য়েছিল। খাবার সময় সুভদ্রা পাড়ার সকলের খবরই নিলে—বিশেষ ক'রে কমলা, মালতী ও জ্যাঠাইমাদের। আহারান্তে দাসীরা গরম জল ঢেলে দিতে লাগ্‌ল আর তাঁরা আঁচাতে লাগ্‌লেন। তারপর তারা পান নিয়ে এলে সুভদ্রা তাদের ব'লে দিলে যে, সে বাড়ির ভেতরেই শোবে। তারা তাঁবুতে চ'লে গেল।

সুভদ্রা আস্‌বে ব'লে নারায়ণ শর্ম্মা তাঁর শোবার ঘরটি নিজে ভাল ক'রে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে বিছানা দুটী গুছিয়ে পেতে এবং লেপ দুটী ঝেড়েঝুড়ে পায়ের কাছে পাট ক'রে রেখে দিয়েছিলেন। তাঁরা নিজের নিজের বিছানায় লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে প'ড়লেন। সুভদ্রা শু'য়ে শুয়ে ব'ল্‌লে “বাবা, আপনি তখন রাজান্তঃপুরে আমার কষ্টের কথা জান্‌তে চেয়েছিলেন—এখন বলি শুনুন। রাণীরা আমাকে দেখে ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে আমাকে তাঁদের পদসেবিকার কাজে নিযুক্ত ক'র্‌লেন—আমাকে অন্তঃপুর থেকে বেরুতে দিলেন না। আমাকে দাসী-মহলের এক কোণে প'ড়ে থা'ক্‌তে হ'ত—দাসীরা কেউ আমার সঙ্গে কথা ক'ইত না। নখ কা'ট্‌বার, পা ছুল্‌বার, আলতা পরাবার সময় সামান্য কারণে বা বিনা কারণে রাণীরা আমাকে যা-তা ব'ল্‌তেন। কোন রাণীর পরিচর্য্যায়

নিযুক্ত আছি এমন সময় আর একজন আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার যেতে সামান্য দেরী হ'ল—তখন আর রক্ষে নেই। এরূপ জীবন আমার অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। উদ্ধারের কোনো উপায় না দেখে আমি আত্মহত্যা ক'র্‌তে উদ্যত হ'লাম।

তারপর আজ পর্য্যন্ত যা ঘ'টেছিল, সুভদ্রা তা এক এক ক'রে সব ব'লে গেল—শেষে ব'ল্‌লে, "আমি কৌশল ক'রে আমাকে এখানে পাঠানর পরামর্শ মহারাজকে দিয়েছিলাম। তা'ই তিনি রাজ-পুরোহিতকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। চম্পানগরে ফিরবার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপাচ্ছিল—আমি আপনাদের না দেখে থা'ক্‌তে পা'রছিলাম না। যদি শাস্ত্রের বিধান অনুকূল হয়, তা হ'লে আমাকে পাটলীপুত্রে ফির্‌তে হবে। যদি না হয়, চিরিদিন আমি এখানেই থা'ক্‌ব।"

নারায়ণ—তোর যে এত কষ্ট হবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। শাস্ত্রের বিধান বিরুদ্ধ হবে না। তোর ফির্‌তেই হ'বে। তোর সঙ্গে আমারও যেতে হ'বে।

কথাবার্ত্তায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হ'য়ে গেল, পরে উভয়েই ঘুমিয়ে প'ড়্‌লেন।

১৩

পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে রাজ-পুরোহিত মহাশয় ও মহামাত্র মহাশয় নারায়ণ শর্ম্মার বাড়িতে দেখা দিলেন। সেখানে ব'স্‌বার সুবিধা না থাকায় নারায়ণ শর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়িতে তাঁদের নিয়ে গেলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁদের মহা সমাদর ক'রে বসালেন।

মহামাত্র মহাশয় ব'ল্‌লেন, "আমরা মগধ-সম্রাটের প্রতিনিধি হ'য়ে এখানে এসেছি। তিনি আমাদের দ্বারা নারায়ণ শর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা সুভদ্রাঙ্গী দেবীর সহিত নিজ বিবাহের প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন।"

নারায়ণ—এই প্রস্তাবে আমি নিজেকে সম্মানিত বিবেচনা ক'র্‌ছি। শাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা না থাক্‌লে আমি এই বিবাহে সম্মত আছি।

রাজ-পুরোহিত—পাটলীপুত্র ত্যাগ ক'র্‌বার পূর্ব্বে আমি

সেখানকার প্রধান প্রধান স্মার্তগণের মত সংগ্রহ ক'রেছি। তাঁরা সকলেই একবাক্যে বিবাহের পক্ষে মত দিয়েছেন। এই দেখুন, তাঁদের লিখিত ব্যবস্থাপত্র। এখন আপনাদের মত হ'লেই সম্বন্ধ স্থির হ'তে পারে।

নারায়ণ—চন্দ্রমৌলী শাস্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমানে অঙ্গদেশের প্রধান পণ্ডিত। তাঁর অসাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞানের কথা হয় তো পাটলীপুত্রের পণ্ডিতগণেরও জানা আছে। তাঁর সম্মুখে আমরা উপস্থিত। পাটলীপুত্রের অধ্যাপকদের স্বাক্ষরিত এই ব্যবস্থা-পত্র প'ড়ে যদি তিনি অভ্রান্ত ব'লে স্বীকার করেন, তা হ'লে কোন আপত্তিই থা'কতে পারে না।

শাস্ত্রী—অসবর্ণ বিবাহ এখন এদেশে প্রচলিত হ'য়ে প'ড়েছে, প্রতিলোম বিবাহও বিরল নয়। যাঁরা প্রতিলোম বিবাহে সংসৃষ্ট, সমাজ যখন তাঁদের নিতে আপত্তি ক'র্‌ছে না, তখন এটা দেশাচার হ'য়ে প'ড়েছে ব'লে ধরা যেতে পারে। সমাজের অবস্থানুসারে যুগে যুগে ধর্ম্মশাস্ত্রের পরিবর্ত্তন হ'য়ে এসেছে। আমি পাটলীপুত্রের আচার্য্যদের ব্যবস্থা প'ড়ে দেখ্‌লাম—অনেক শাস্ত্র থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত ক'রে তাঁরা তাঁদের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। আমি তাঁদের যুক্তিতে কোনো দোষ আবিষ্কার ক'র্‌তে পা'র্‌ছিনে।

মহামাত্র—যখন আপনিও এই ব্যবস্থা সমর্থন ক'র্‌ছেন, তখন এই ব্যবস্থাপত্রে আপনারও স্বাক্ষর থাক্‌লে এটী সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'বে।

শাস্ত্রী—আমার কোনো আপত্তি নাই। এই আমি স্বাক্ষর ক'রে দিলাম।

মহামাত্র—যখন আপনি এতে নিজ স্বাক্ষর সংযোজিত ক'রেছেন, তখন অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের ন্যায় আপনি আপনার ন্যায্য পারিতোষিক দ্বাদশ কর্ষ* স্বর্ণ গ্রহণে আপত্তি ক'র্‌বেন না।

শাস্ত্রী—আমি বড় লজ্জিত হচ্ছি।

রাজ-পুরোহিত—লজ্জার কোনো কারণ নাই। এ তৈলবট আপনার ন্যায্য প্রাপ্য।

মহামাত্র—কন্যাপক্ষ থেকে বিবাহ-সভায় আপনার উপস্থিত থাকাও প্রয়োজন। অতএব সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ আমি আপনাকে পাটলীপুত্র যাওয়ার নিমন্ত্রণ ক'র্‌ছি। নারায়ণ শর্ম্মা মহাশয়কেও নিমন্ত্রণ ক'র্‌ছি, কারণ তিনি কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌বেন। আপনাদের আর কোনো বন্ধুবান্ধবকে যদি নিয়ে যেতে চান, তাঁদের নাম বলুন, আমি তাঁদেরও নিমন্ত্রণ ক'র্‌ব।

শাস্ত্রী—আমি যেতে সম্মত। শুভদিনে আমাদের এখান থেকে যাত্রা ক'র্‌তে হবে, এবং বিবাহের লগ্নটাও স্থির ক'রে ফেল্‌'তে হ'বে।

---

* কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রানুসারে ৫টী কুঁচের ওজনে এক সুবর্ণ মাষক, এবং ১৬ মাষায় এক কর্ষ বা নিষ্ক হয়। এখনকার এক তোলা অপেক্ষা এক কর্ষ এক ষষ্ঠাংশ কম।

রাজ-পুরোহিত—আমরা উভয়ে পরামর্শ ক'রে যাত্রার দিন ও বিবাহের লগ্ন স্থির ক'র্‌ব। বেলা অনেক হ'য়েছে—এখন আমাদের শিবিরে ফিরে যেতে অনুমতি দিন।

শাস্ত্রী—যে আজ্ঞা। আমার কুটীরে আপনাদের পদার্পণে আমি সম্মানিত হ'লাম।

তাঁদের পাল্‌কি নারায়ণ শর্ম্মার বাড়ির মহুয়া-তলায় অপেক্ষা ক'র্‌ছিল। নারায়ণ শর্ম্মা রাস্তায় শঙ্কর মিশ্রের বাড়িতে তাঁদের নিয়ে গিয়ে তাঁকে পাটলীপুত্র যাওয়ার নিমন্ত্রণ করালেন।

কমলা ও মালতী শুনেছিল যে, সুভদ্রা ফিরে এসেছে, কিন্তু সেদিন রাত হ'য়ে যাওয়াতে দেখা ক'র্‌তে পারেনি। পরদিন সকালেও তারা আ'স্‌তে পারেনি। কমলার পিতার সঙ্গে রাজ-পুরোহিতের কি কথাবার্ত্তা হয়, তাই আড়াল থেকে শুন্‌বার জন্য তারা অপেক্ষা ক'র্‌লে। সুভদ্রা জা'ন্‌ত যে, মহামাত্র মহাশয় ও রাজ-পুরোহিত মহাশয় তার পিতার সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়িতে গিয়েছেন। সেইজন্য সে কমলা ও মালতীর খোঁজে বেরুতে পারেনি। সভা ভঙ্গ হওয়ার আগেই কমলা ও মালতী জান্‌তে পা'র্‌লে যে, বিবাহ স্থির হ'য়ে গেল।

অপরাহ্ণে তারা সুভদ্রাদের বাড়িতে এসে দেখ্‌লে যে, সে আগে যেমনটী ছিল, তেমনিটীই আছে। তার ব্যবহারের ও বেশের কোন পরিবর্ত্তনই হয়নি। কমলা ব'ল্‌লে, "হ্যাঁলা, মহারাণীর কি এই বেশ ?"

সুভদ্রা—এখনো ত রাণী হ'ইনি।

মালতী—আর বাকি কি ? কেবল মন্ত্র ক'টা পড়া বাকি বই তো নয়।

সুভদ্রা—তাও তো হয়নি—রাণীর পোষাক পরি কি ক'রে ? চম্পানগরে আমি যে ভদ্রা, সেই ভদ্রাই থা'ক্‌ব।

কমলা—হ্যাঁলা, পাটলীপুত্র গেলি, আর সম্রাট্‌কে যাদু ক'র্‌লি কি ক'রে ?

মালতী—ওর যে হাসি-হাসি মুখ ও চোখের চাহনি, তাতে পুরুষ মানুষের মুণ্ডু তো ঘুরে যাবেই, মেয়েমানুষ শুদ্ধু বশীভূত হ'য়ে যায়। এই দেখ্‌না কেন, ওর বিরহে এ ছ'মাস আমরা কি দুঃখেই কাল কাটিয়েছি।

সুভদ্রা—আমার দুঃখের কথা যদি বলি, তো তোরা শিউরে উঠবি। তবে শোন্।

এই ব'লে সে তার চম্পানগরের ঘাট থেকে রওনা হওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত যা ঘ'টেছে সবিস্তার বর্ণন ক'র্‌লে। কমলা ও মালতী ব'ল্‌লে, "বলিস্ কি ? রাজান্তঃপুরে তোকে এত কষ্ট ও অপমান সহ্য ক'র্‌তে হ'য়েছে ? ভাগ্যিস্ ঝোঁকের মাথায় গলায় দড়ি দিয়ে ফেলিস্ নি !"

কমলা—কিন্তু তুই সব কষ্টের পুরো শোধ নিইছিস্ ভাই, —সম্রাট্‌কে তুই মুটোর মধ্যে ক'রে ফেলেছিস্।

মালতী—এখন বিয়েটা ভালয় ভালয় হ'য়ে গেলে হয়।

কমলা—এবার গেলে তুই ত আর চম্পানগরে ফির্‌বিনে। তোকে আমরা চিরদিনের জন্যে হারাব।

মালতী—জ্যোতিষীর কথা সম্পূর্ণ ফ'লে গেল কি না বল্ ?

কমলা—রূপেগুণে মগধের সম্রাজ্ঞী হওয়ার যোগ্য তোর মত আর কে আছে ?

সুভদ্রা—যোগ্য হই আর না হই, এটা আমার বিধিলিপি ব'লে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কিছুদিন রাণী হ'য়ে না দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পা'র্‌ব না রাণী হওয়ার কত সুখ।

কমলা—আচ্ছা ভাই, এখন আমরা আসি।

সুভদ্রা—যে ক'দিন আমি এখানে আছি, সে ক'দিন যেন সর্ব্বদা তোদের দেখ্‌তে পাই। বাল্য-স্মৃতির সুখ ঐশ্বর্য্যভোগের সুখের চেয়ে কম নয়।

শাস্ত্রী মহাশয় ও সুভদ্রার পিতা বিবাহে মত দিয়েছেন জা'ন্‌তে পারাতে সুভদ্রার মন থেকে দুশ্চিন্তার ভার নেমে গিয়েছে, এবং সে আশ্বস্ত হ'য়েছে। মহারাজকে ভালবা'স্‌তে তার মনে যে দ্বিধা ও সঙ্কোচ বোধ হ'ত, তা এখন আর তার নাই—এখন মহারাজ সম্বন্ধে তার চিন্তাস্রোত বাধাহীন। তথাপি তার মনে সম্পূর্ণ আনন্দ নাই—সে মহারাজের বিরহে কাতর। মহারাজের স্নিগ্ধ-গম্ভীর আকৃতি ও স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ সদাই তার স্মৃতিপথে উদিত হ'য়ে তার মনকে পীড়া দেয়, এবং সে মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়—সে ভাবে, তাঁকে আবার দেখ্‌বার সৌভাগ্য কি তার হবে ?

ওদিকে পাটলীপুত্রে মহারাজের অবস্থা অতি করুণ। সুভদ্রাকে চম্পানগরে পাঠিয়ে দেওয়ার পর থেকে মহারাজের মন অতিশয় চঞ্চল—তিনি দিবারাত্রি সুভদ্রার চিন্তায় বিভোর। তিনি ভাবেন—"হয় তো সুভদ্রার পিতা বিবাহে অমত ক'র্‌বেন। এই রমণী-রত্নটীকে হারালে আমার দশা কি হবে? তার অব্যাজ-মনোহর রূপ, প্রতিভা-দীপ্ত তেজস্বী মুখমণ্ডল, অকপট-অন্তঃকরণের প্রতিবিম্ব আর কি কখনো দেখ্‌তে পাব? তার অমৃত-নিস্যন্দিনী কথা আর কি কখনো শুন্‌তে পাব?" যে মহারাজ ধৈর্য্য ও কর্ত্তব্যের প্রতিমূর্ত্তি, তাঁর চিত্ত আজ বিক্ষুব্ধ—তিনি কিছুতেই শান্তি পান না। এখন তিনি রাজসভায় অধিক ক্ষণ ব'স্‌তে, এবং রাজকার্য্যে যথোচিত মনোনিবেশ ক'র্‌তে, পারেন না। কখনো বা সন্ধ্যার পর প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে নির্জ্জনে ব'সে, কখনো গভীর রাত্রিতে সৌধ-শিখরে একাকী পদ-চারণা ক'র্‌তে ক'র্‌তে সুভদ্রার কথা মনে মনে আলোচনা করেন। একদিন প্রাসাদপৃষ্ঠে ব'সে শুন্‌লেন, দূরে কে গাইছে—গায়ক যেন তাঁরই মনের ভাব গানের ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ ক'রছে। উৎকর্ণ হ'য়ে শুন্‌লেন—

দিবানিশি মুখ তার কেন মম মনে জাগে?
স্বপন ভাঙ্গিলে হেরি তাহারে আঁখির আগে।

কমল আনন তার
সুধা চির-পিপাসার,
হাসিটী অধরে যেন উজল অরুণ-রাগে,
কেন মম মনে জাগে ?
কত না মিনতি-ভরা
সে দুটী নয়ন-তারা,
যুগল মৃণাল বাহু কাহার মিলন মাগে ?
যখনই হেরেছি তায়
হারায়েছি আপনায়,
সঁপিয়াছি মন-প্রাণ তারই প্রেম অনুরাগে,
কেন মম মনে জাগে ?

মহারাজ বিস্মিত হ'য়ে চিন্তা ক'রতে লাগ্‌লেন, "কে এ বিরহী আমার নিজের মনোভাব এই গানের প্রতি কথায় ব্যক্ত ক'র্‌ছে ?"

মহামাত্র মহাশয়, রাজ-পুরোহিত মহাশয়, চন্দ্রমৌলী শাস্ত্রী মহাশয় ও নারায়ণ শর্ম্মা শিবিরে দু-দিনের অধিবেশনের পর যাত্রার দিন ও বিবাহের লগ্ন স্থির ক'র্‌লেন। তখনও পৌষ মাসের দু-তিন দিন অবশিষ্ট আছে—স্থির হ'ল যে, ২রা মাঘ যাত্রা করা হ'বে, এবং ২রা বা ৫ই ফাল্‌গুন বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হ'বে।

কথা উঠ্‌ল—কন্যার বাসায় বিবাহের মাঙ্গলিক কার্য্যগুলি কি ক'রে সম্পন্ন হবে?—সেখানে তো কন্যার কোনো আত্মীয়া স্ত্রীলোক থা'ক্‌বে না। সুভদ্রার ভারি ইচ্ছা, যে কমলা ও মালতী এবং তার দুই জ্যাঠাইমা বিবাহ-উৎসবে উপস্থিত থাকেন। সুভদ্রা পিতাকে দিয়ে মহামাত্র মহাশয়কে তার অভিলাষ জানালে। তিনি তাঁদের পাটলীপুত্র নিয়ে যাওয়া স্থির ক'র্‌লেন। মহামাত্র মহাশয় ও রাজ-পুরোহিত মহাশয় তাঁদের

পাটলীপুত্র যাওয়ার অনুরোধ তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে ক'রে এলেন।

অনুরোধটী হঠাৎ এসে প'ড়্ল দেখে শাস্ত্রী মহাশয়, শঙ্কর মিশ্র ও তাঁদের সহধর্ম্মিণীরা কিছু বিব্রত হ'য়ে প'ড়্লেন। মাঝে আর তিন দিন বই সময় নাই। অন্ততঃ দু-মাসের জন্য বাড়ী এবং সমস্ত সাংসারিক কাজকর্ম্ম ফেলে যেতে হ'বে। তাঁদের অনুপস্থিতিতে গৃহাদির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির কি ব্যবস্থা হ'তে পারে, তা ভেবে বার ক'র্তে সময় লা'গ্ল। ভদ্রার জ্যাঠাইমারা তার বিয়েতে যাবেন না, এ কথা কিছুতেই ব'ল্তে পা'র্লেন না। অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে সব বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল, এবং তাঁরা যেতে সম্মত হ'লেন।

সাতখানা অতিরিক্ত পাল্কি এবং তাদের বইবার জন্য যথেষ্ঠ সংখ্যায় বাহক সংগ্রহ ক'র্তে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল। ২রা মাঘ সকালেই শিবিরাধ্যক্ষ ডেরা-ডাণ্ডা তুলে গোরুর গাড়িতে বোঝাই ক'র্তে আদেশ দিলেন। এই সকল তাঁবু ও তাদের সরঞ্জাম, এবং সুভদ্রার পাটলীপুত্র থেকে আ'স্বার সময় তার আহারাদি ও বিশ্রামের জন্য যে তেরোটি স্থানে শিবির সন্নিবেশিত হ'য়েছিল, সেগুলি একে একে তুলে নিয়ে পাটলীপুত্র পেঁাছিতে কুড়ি-পঁচিশ দিন লাগ্বে। পথের ধারের তাঁবুগুলি ফির্বার সময় পর্য্যন্ত খাটানই ছিল। এক-একটী স্থানে দুজন ক'রে সৈনিক এবং উপযুক্ত সংখ্যায় পাচক ও ভৃত্য রাখা হ'য়েছিল। প্রত্যাবর্ত্তন কালে কোন্ দিন কোন্

সময় সুভদ্রা ও তার সঙ্গীরা এক-একটী শিবিরে পৌঁছিবেন এই সংবাদ নিয়ে দুজন অশ্বারোহী সৈনিক দু-দিন আগে চম্পানগর-শিবির থেকে বেরিয়ে গেল।

২রা মাঘ সূর্য্যোদয় হ'তে-হ'তেই আটখানা পাল্‌কি ও দুখানা ডুলি নগরের ভেতর থেকে শিবির প্রাঙ্গণে এসে প'ড়্‌ল। অমনি মহামাত্র মহাশয় ও রাজ-পুরোহিত মহাশয় স্ব স্ব পাল্‌কিতে উঠে ব'স্‌লেন। সৈনিকেরা আগেই সজ্জিত হ'য়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে প্রস্তুত ছিল। রাস্তায় ব্যবহারের জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, সে সকল কতকগুলি ঘোড়ার দু-পাশে ঝুলিয়ে নিয়ে ভৃত্যেরা তাদের উপর চ'ড়ে ব'স্‌ল। তদনন্তর যাত্রা আরম্ভ হ'ল—প্রথমে একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈনিক, তারপর দশখানা পাল্‌কি ও দুখানা ডুলি, তারপর অশ্বপৃষ্ঠে আসবাব সহ ভৃত্যগণ, এবং অবশেষে আর এক্‌দল সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈনিক। এই ক্রমানুসারে পথ অতিক্রান্ত হ'তে লা'গ্‌ল।

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই পথিকগণ প্রথম শিবিরে পৌঁছিলেন। সেখানে স্নানাহার ও তিন-চার দণ্ডকাল বিশ্রাম ক'রে তাঁরা আবার পথে বার হ'লেন, এবং সন্ধ্যার পর দ্বিতীয় শিবিরে উপস্থিত হ'য়ে আহারান্তে সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম ক'রে পরদিন প্রত্যূষে পুনরায় যাত্রায় প্রবৃত্ত হ'লেন। এই প্রণালীতে অগ্রসর হ'তে হ'তে পথে তাঁদের সাতদিন অতিবাহিত হ'য়ে গেল। শিবিরগুলিতে অপেক্ষা ক'রবার অবসরে কমলা, মালতী

ও তাদের মাতাদের সঙ্গলাভ করে সুভদ্রার আনন্দের আর সীমা ছিল না। শিবিরগুলি লোকালয় হ'তে কিছু দূরে স্থাপিত থাকাতে মধ্যাহ্নের অবস্থানকালে সুভদ্রা, কমলা ও মালতী বাইরে বেরিয়ে প'ড়্‌ত, এবং বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর পর্য্যন্ত চ'লে যেত। সৈনিকেরা তা লক্ষ্য ক'রে তাদের রক্ষার জন্য অলক্ষিতে তাদের অনুসরণ ক'র্‌ত। তারা কোথাও পার্ব্বত্য-প্রদেশের তরঙ্গায়িত ভূমি, কোথাও ছোট পাহাড়, কোথাও রবিশস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, কোথাও শাল-পিয়ালাদি নানা অপরিচিত বৃক্ষ, অপরিচিত পশু পক্ষী কীট ইত্যাদি নৈসর্গিক শোভা-সন্দর্শনে আনন্দাভিভূত হ'ত।

চতুর্থ দিনে ভ্রমণকালে তারা একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হ'ল। শ্রান্ত হওয়াতে তারা শিলাপৃষ্ঠে ব'সে প'ড়্‌ল। কমলা ব'ল্‌লে, "রোজই তো আমরা অনেক নৈসর্গিক বস্তু দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে তাদের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলি, কিন্তু কোনো দিন আমরা এই র্জ্জিননতার সুযোগ গ্রহণ করিনি। ভদ্রা, আজ তোকে ব'লতে হবে তুই কি ক'রে মহারাজের প্রেমে ম'জ্‌লি, এবং তাঁকে তোর মন-প্রাণ সমর্পণ ক'র্‌লি।

সুভদ্রা—আমার কথা কিছুই নূতন নয়—প্রেমের ব্যাপারে যা চিরকাল সকলের ঘ'টে আস্‌ছে, বোধ হয় আমারও তাই হ'য়েছিল। প্রেম আস্তে আস্তে অজ্ঞাতসারে মনকে অধিকার করে। কখ্‌ন যে তার আরম্ভ হয়, তা বলা কঠিন। তবে,

হঠাৎ একদিন বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, আমার মনে অনুরাগের রং ধ'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছে। মহারাজের প্রেমের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত থেকে আমার প্রেম উদ্দীপনা পেতে লা'গ্‌ল এবং ক্রমশঃ আমার প্রেমের মাত্রা বেড়ে যেতে লাগ্‌ল। আমার মনের ভাব এখন কি আকার ধারণ ক'রেছে শোন্—

জানি না পরাণ কেন শুধু তারে চায়।
মেঘ হেরি চাতকিনী মরে পিপাসায়।
না জানি আজি বা কেন
আকুল হৃদয় হেন
ভেঙ্গে বাঁধ দুকূল ভাসায়।
হৃদয়ে রাখিয়া যারে,
পূজিয়াছি আঁখি-ধারে
সকল সঁপেছি যার পায়;
পাব কি আবার তা'রে
বল শুধাইব কারে
কেমনে এড়াব ভাবনায়।
আমি যে চকোর সখি চাঁদের আশায়॥

রাত্রিতে তারা শীতাধিক্য বশতঃ তাঁবুর বার হ'ত না—প্রথমে হাস্য-পরিহাসে এবং তৎপরে গাঢ় নিদ্রায় তাদের সময় কা'ট্‌ত। কখনো কখনো সুভদ্রার জ্যাঠাইমারা তাদের কথোপকথনে যোগ দিতেন। এই যাত্রায় তাঁদেরও অনেক

নূতন অনুভূতি হ'ল—তাঁরা অনেক নূতন জিনিষ দেখ্‌লেন। পথ চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে বনের মধ্যে তাঁরা যেরূপ আহার, বাসস্থান ও পরিচর্য্যা পেতেন, তা দেখে তাঁরা বিস্মিত হ'তেন। পুরুষদের শিবিরেও আরাম ও উপভোগের উপকরণ যথেষ্ঠ ছিল, এবং সেবাও তাঁরা পূর্ণমাত্রায় পেতেন।

সপ্তম দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুভদ্রা ও তার সঙ্গীদের যান-বাহন পাটলীর রাজোদ্যানে উপস্থিত হ'ল। উদ্যান-মধ্যস্থ ভবন কন্যাপক্ষীয়দের বাসের জন্য সম্রাট্-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল। এই ভবনের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ পুষ্পবাটিকা শ্রেণীবদ্ধ নানাজাতীয় প্রস্ফুটিত-কুসুমযুক্ত লতা-গুল্মে সুশোভিত, এবং নানা ঋজু ও তির্য্যক্-পথ-সমন্বিত। ইহার স্থানে স্থানে চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ বা গোল সাচ্ছাদন চত্বর থাকাতে বায়ু-সেবীদের যথেচ্ছ উপবেশন ক'র্‌বার সুবিধা হ'ত। বাগানে শতাধিক মালী অনবরত কাজ ক'র্‌ছে। ভবনের উভয় মহলের উভয় তলেই বাতায়ন-যুক্ত বহুসংখ্যক সুবিন্যস্ত প্রকোষ্ঠ এবং উভয় মহলের দ্বিতলে এক-একটি বৃহদায়তন সুসজ্জিত কক্ষ ছিল।

কন্যাপক্ষের অভ্যর্থনার জন্য মহারাজের কতকগুলি উচ্চ-পদাধিকারী ভবন-দ্বারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে ভবন-মধ্যে নিয়ে গেলেন। কতকগুলি পরিচারিকাও অপেক্ষা ক'র্‌ছিল। তারা মহিলাদের অন্দর-মহলে নিয়ে গেল। ভবন-মধ্যে প্রবেশ ক'রে কন্যার আত্মীয়েরা

দেখ্‌লেন যে, অনেকগুলি কক্ষেই পর্য্যঙ্কের উপর শুভ্র আস্তরণাচ্ছাদিত, এবং উপাধান ও তূলাপূরিত-প্রচ্ছদপট-সমন্বিত, কোমল শয্যা রয়েছে; এবং প্রত্যেক কক্ষই দীপমালায় উদ্ভাসিত।

অন্দর ও বাহির মহলের কয়েকটি ঘরের মেঝেয় গালিচা পাতা ছিল। তাঁরা গালিচার উপর উপবেশন ক'র্‌লেন। অন্দর মহলে দাসীরা মহিলাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হ'ল—ঈষদুষ্ণ জলে তাঁদের মুখ, হাত, পা ধুইয়ে অঙ্গমার্জ্জনা ক'রে দিয়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন ক'রিয়ে দিলে। বর্হিবাটীতেও ভৃত্যেরা শাস্ত্রী মহাশয়ের, শঙ্কর মিশ্রের ও নারায়ণ শর্ম্মার ঐরূপ পরিচর্য্যা ক'রে একটি পূজার প্রকোষ্ঠে তাঁদের নিয়ে গেল। সেখানে কতকগুলি আসন পাতা, এবং প্রত্যেক আসনের উত্তরদিকে গঙ্গাজল-পূরিত কোশা ও তন্মধ্যে কুশী রক্ষিত ছিল। সেখানে তাঁরা তিনজনেই সন্ধ্যাবন্দনাদি ক'র্‌লেন। পাশের ঘরেই জলখাবার ব্যবস্থা ছিল। জলযোগ সমাপনান্তর ক্লান্তি বশতঃ তাঁরা পর্য্যঙ্কের শরণাপন্ন হ'লেন। মহিলারাও জলপান ক'রে এক-একখানি খাটে শুয়ে প'ড়্‌লেন। বহুক্ষণ বিশ্রামের পর আহারের ডাক প'ড়্‌ল। ভোজন শেষ ক'রে তাঁরা বেশীক্ষণ বসেন নি—আবার শুয়ে প'ড়্‌লেন।

১৫

গভীর রাত্রিতে উদ্যান-ভবনে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল—কয়েক-বার ভেদ ও বমনের পর মালতী অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছে—ভবনস্থ সকলেই বিনিদ্র, তার পিতামাতার ও সুভদ্রার উদ্বেগের সীমা নাই। ভবন-রক্ষক সৈনিকদের মধ্যে একজন অশ্বারোহণে রাজবৈদ্যের বাড়ী ছুট্‌ল। বৃদ্ধ চিকিৎসক মহাশয়কে ডেকে তুলে সমস্ত সংবাদ দেওয়া হ'ল। সত্বর উদ্যান-ভবনে তাঁর উপস্থিতি আবশ্যক। এত সত্বর তিনি সেখানে পৌঁছিতে পা'র্‌বেন না ভেবে তাঁর পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর-বয়স্ক যুবক পুত্র দেবদত্ত ঔষধপত্রাদি সঙ্গে নিয়ে সৈনিক যে ঘোড়ায় চ'ড়ে এসেছিল, তার উপর আরোহণ ক'রে কশাঘাতে তাকে বেগে চালিয়ে দিয়ে একদণ্ডের মধ্যে উদ্যান-ভবনে উপস্থিত হ'লেন। তাঁকে রোগিণীর শয্যা-পার্শ্বে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি নাড়ী পরীক্ষানন্তর রোগের বিবরণ শুনে ভীত হ'লেন—তাঁর বিষ-প্রয়োগের সন্দেহ হ'ল। সেই অনুমানে একমাত্রা ঔষধ খাইয়ে প্রশ্নের দ্বারা তথ্য আবিষ্কার ক'রবার চেষ্টা ক'রতে লা'গ্‌লেন।

তিনি প্রথমেই রাত্রির আহার সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'র্‌লেন। উদ্বেগাধিক্য বশতঃ সুভদ্রা সকল সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে ব'ল্‌লে, "রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় আহারের জন্য আমাদের ডাক্ প'ড়্‌ল। পাশের ঘরে আমাদের পাঁচজন মহিলারই খাদ্য পরিবেশন করা হ'য়েছিল—একখানা থালা অপেক্ষাকৃত বড় এবং তাতে উপকরণাদির সংখ্যাও অনেক অধিক। পরিবেষ্টা-ব্রাহ্মণ ব'লে গেল, 'বড় থালাখানি রাণীমার জন্য।' আমি এই কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্‌লাম,—এরূপ বৈষম্য দেখান অতিশয় কদর্য্য। কাল রন্ধনশালায় ব'লে দিতে হবে যে, এরূপ তারতম্য যেন ভবিষ্যতে না করা হয়। আমি ও থালায় কিছুতেই খাব না।—এই ব'লে আমি অন্য থালায় ব'স্‌লাম। সে থালায় একজনকে তো ব'সতে হ'বে—মালতী সেই থালায় ব'সেছিল।"

দেবদত্ত ব'ল্‌লেন—"আচ্ছা, আমি কি একবার খাবার ঘরে গিয়ে বড় থালাখানি দেখ্‌তে পারি ?"

সুভদ্রা ও কমলা তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে গেল। তিনি সেখানে গিয়ে বড় থালায় যে সব দ্রব্য অবশিষ্ট ছিল, তার একটু একটু নিয়ে তা একখানি বড় খলে একে একে পিশে তার উপর ঔষধ প্রয়োগ ক'র্‌তে লা'গ্‌লেন। একটি দ্রব্যের পরীক্ষা হ'য়ে গেলে খলখানা ধুয়ে ফেলা হ'তে লা'গ্‌ল। দেবদত্ত একটী খাদ্যে শঙ্খ-বিষের নিশ্চিত প্রমাণ পেলেন। তারপর মল ও বমনের পরীক্ষা দ্বারা তাঁর ধারণা দৃঢ়ীভূত হল—তিনি নিঃসন্দেহ

হ'লেন যে, শঙ্খ-বিষ থেকেই পীড়ার উৎপত্তি হ'য়েছে। তদনুযায়ী চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চ'ল্‌তে লা'গ্‌ল।

এই ব্যাপারে রাত্রি প্রভাত হ'য়ে গেল। রাজবৈদ্য মহাশয় এসে উপস্থিত হ'লেন, এবং যা যা ঘ'টেছে আনুপূর্ব্বিক শুন্‌লেন। রোগিণীকে একবার দেখে এসে তিনি পাশের ঘরে গালিচার উপর ব'স্‌লেন। শঙ্কর মিশ্র, শাস্ত্রী মহাশয় ও নারায়ণ শর্ম্মাও সেখানে এসে ব'স্‌লেন। বৈদ্যমহাশয় পুত্রকে প্রাতঃকৃত্য ও বিশ্রামের জন্য বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, এবং ব'লে দিলেন যে, তিনি যেন দ্বিপ্রহরের সময় ফিরে এসে আবার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। দেবদত্ত প্রস্থান ক'রলেন।

নারায়ণ—কি অনর্থই হ'য়ে গেল!

রাজবৈদ্য—রোগের নিদানই চিকিৎসা-ব্যাপারে আসল জিনিষ। যখন রোগের কারণ শীঘ্র ধরা প'ড়েছে এবং উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হ'য়েছে, তখন আর চিন্তার কারণ নাই। দেবদত্ত যেরূপ অনুমান-শক্তি দেখিয়েছে তা বিস্ময়কর—আমি নিজে এলে হয়তো এত শীঘ্র রোগের কারণ ধ'র্‌তে পা'র্‌তাম না। তার কৃতিত্ব দেখে আমার ভারি আনন্দ হ'য়েছে। আমি ওকে নিজে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র পড়িয়েছি এবং হাতে ধ'রে ধ'রে ঔষধের প্রয়োগ-বিধি, নাড়ী-বিজ্ঞান ও শল্য-চিকিৎসা শিখিয়েছি। অনেক স্থলে আমা অপেক্ষা ওর অধিক অনুভবের পরিচয় পেয়েছি। আমি এখন একলা সব কাজ ক'রে উঠ্‌তে

পারি না ব'লে মহারাজাধিরাজ আজ এক বৎসর থেকে ওকে আমার সহকারীরূপে নিযুক্ত ক'রেছেন।

শাস্ত্রী—ছেলেটী প্রিয়দর্শন, বুদ্ধিমান্ ও ক্ষিপ্রহস্ত ব'লে বোধ হ'ল।

রোগিণীর বমন ও বিরেচন সেদিন সমস্ত দিবারাত্রি চ'ল্‌তে থাক্‌ল এবং সে সংজ্ঞাহীনা হ'য়ে রইল। দ্বিপ্রহরের পর দেবদত্ত ফিরে এলে রোগিণীর চিকিৎসা তাঁর হস্তে ন্যস্ত ক'রে বৃদ্ধ বৈদ্যমহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌লেন। পরদিন প্রাতে ফিরে এসে দে'খ্‌লেন যে, ভেদ-বমি বন্ধ হয়েছে এবং রোগিণীর সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। এক সপ্তাহ কাল দেবদত্ত তার শয্যা পার্শ্বে থেকে তাকে নীরোগ ক'রে তুল্‌লেন—যে দুর্ব্বলতাটুকু ছিল, তা আর তিন-চার দিনের মধ্যে আপনা-আপনি চ'লে গেল। তখন দেবদত্ত দিনে একবার মাত্র এসে তার খোঁজ নিয়ে যেতেন। তিনি যখন আ'স্‌তেন, তখন মালতীর মনে একটা অননুভূতপূর্ব্ব প্রসন্নতা দেখা দিত, এবং সুভদ্রা তা লক্ষ্য ক'রেছিল।

যে রাত্রিতে রোগ প্রকাশ পেয়েছিল, তার পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে রাজকর্ম্মচারীরা পাচক-ব্রাহ্মণের খোঁজ ক'রে তাকে পেলেন না। এই কারণে তাঁদের মনে ঘোর সন্দেহ হ'ল যে, সে-ই অপরাধী। তাকে খুঁজে বা'র ক'র্‌বার জন্য চারিদিকে অশ্বারোহী সৈনিক পাঠান হ'ল। পাটলীপুত্র হ'তে চার ক্রোশ দূরে এক খেয়াঘাটে সে গঙ্গাপার হওয়ার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছিল—সেখানে সে ধরা

১৬

শাস্ত্রী মহাশয়ের আগমন-সংবাদে পাটলীপুত্রের বিদ্বৎসমাজ তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে সমুৎসুক হ'ল, কিন্তু উদ্যান-ভবনের অভাবনীয় ঘটনার বিষয় জ্ঞাত হ'য়ে পণ্ডিতগণ তাঁদের সাক্ষাৎ স্থগিত রা'খ্‌লেন। যখন তাঁরা জান্‌তে পা'র্‌লেন যে, রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ ক'রেছে, তখন তাঁরা একে একে আস্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন। তাঁরা শাস্ত্রী মহাশয়ের অগাধ শাস্ত্র-জ্ঞানের এবং অকৃত্রিম সৌজন্যের পরিচয় পেয়ে পরম প্রীতি লাভ ক'র্‌লেন। রাজসভার দ্বার-পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হ'ল। তাঁর পুত্র সত্যব্রত চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয়েছিলেন, এবং রাজসভার পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন। বিবাহের আর দশ বারো দিনের অধিক বিলম্ব ছিল না—আয়োজনাদি পরিদর্শনের জন্য রাজ-পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে নিত্যই তাঁকে দু-একবার উদ্যান-ভবনে আস্‌তে হ'ত এবং অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে হ'ত। এক-আধ দিন সুভদ্রা ও তার সখীরা তাঁদের সাম্‌নে প'ড়ে যেত

এবং এই যুবাপুরুষকে দেখে তারা সঙ্কুচিত হ'ত। কয়েকদিন তাঁর এই প্রকার গমনাগমনে তারা জান্‌তে পার্‌লে যে, যুবকটী রূপবান্, কর্ম্মপটু ও ধীর—তার মুখ দিয়ে যেন একটা প্রতিভার জ্যোতি বেরুচ্ছে। ছ'-সাত দিনের মধ্যে সুভদ্রা বুঝ্‌তে পা'র্‌লে যে, যুবকের প্রতি কমলার একটা আকর্ষণ জ'ন্মেছে।

বিবাহের দুটী দিন স্থির করা হ'য়েছিল—২রা ও ৫ই ফাল্গুন। একদিন মহারাজ সুভদ্রা ও তার আত্মীয়দের কুশল জান্‌তে, এবং যদি সম্ভব হয়, সুভদ্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বিবাহের দিন সম্বন্ধে তার মত জান্‌তে, এলেন। বাইরে অঙ্গ-রক্ষিকাগণকে রেখে মহারাজ অন্দরমহলের মধ্যে প্রবেশ ক'রে কোনো পরিচারিকাকে দেখ্‌তে পেলেন না। দ্বারের নিকটস্থ নীচের একটী ঘরে দেখ্‌লেন যে, সত্যব্রত একলা ব'সে বিবাহের জিনিস পত্র গোছাচ্ছেন। অগত্যা মহারাজ তাঁকে দিয়ে অন্দরে নিজ আগমন-সংবাদ পাঠালেন, এবং জানালেন যে, অল্পক্ষণের জন্য তিনি একবার সুভদ্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে চান। সত্যব্রত ভেতরে গিয়ে খবর দিয়ে এলেন। মহারাজ ভেতরে গিয়ে একটী ঘরে গালিচার উপর উপবেশন ক'র্‌লেন এবং অল্পক্ষণ পরেই সুভদ্রা সেখানে এসে তাঁকে প্রণাম ক'র্‌লে।

মহারাজ ব'ল্‌লেন, "নানা কাজে আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারি নি, সুভদ্রা—তুমি কিছু মনে ক'রো না। তোমার সখীর বিপদে আমি বড় দুঃখিত। তুমি বুঝ্‌তেই পেরেছ যে, তোমাকে হত্যা করাই শত্রুদের উদ্দেশ্য ছিল—অতএব এখন

থেকে তোমাকে সতর্ক থাক্‌তে হবে। আশা করি, তোমার সখী ভাল আছেন। আমি কি তোমার প্রিয় সখীদের দর্শন-লাভ ক'র্‌বার যোগ্য নই ?"

সুভদ্রা—আজ দুমাস মহারাজের চরণ দর্শন ক'রিনি—আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হ'য়েছিল তা মহারাজকে কি জানাব—আজ অধিনীকে স্মরণ ক'রেছেন দেখে অনেক সান্ত্বনা লাভ ক'র্‌লাম। আমার সখীরা আমার বাল্য-সহচরী—আমরা অভিন্নাত্মা। মহারাজের সঙ্গে তাদের পরিচয় হওয়া যে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, তাতে আর সন্দেহ নাই। তারা আস্‌বে বটে কিন্তু প্রথম সাক্ষাতে ভয়ে ও সঙ্কোচে তাদের মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না—মহারাজ তাদের ক্ষমা ক'র্‌বেন। আমি তাদের ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।

সুভদ্রা কক্ষান্তরে চ'লে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে তার সখীদের নিয়ে উপস্থিত হ'ল। তারা দূর থেকে প্রণাম ক'রে মস্তক অবনত ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

মহারাজ বল্‌লেন, "সুভদ্রার মুখে শুন্‌লাম, তোমরা তার বাল্য-সহচরী, এবং তোমরা তিনজন অভিন্নহৃদয়। আমিও তোমাদিগকে নিজ সখী ব'লেই বিবেচনা ক'র্‌ব। অতএব আমার সম্মুখে তোমাদের এত সঙ্কোচ করা উচিত নয়।"

সুভদ্রা—আস্‌চে বারের জন্যে আমি ওদের তালিম্ দিয়ে রাখ্‌ব এখন মহারাজ ওদের যাবার অনুমতি দিন।

মহারাজ—আচ্ছা তাই হ'ক—দেখো ভাই, আগামী বারে আমার প্রতি অনাদর দেখিও না।

কমলা ও মালতী চ'লে গেলে মহারাজ সুভদ্রাকে ব'ল্‌লেন, "রাজ-পুরোহিত মহাশয় বিবাহের দুটী দিন স্থির ক'রে রেখেছেন—২রা ও ৫ই ফাল্‌গুন। এর মধ্যে কোনোটী তো তোমাদের অসুবিধাজনক নয়? আমাকে রাজ্যের সর্ব্বত্র পূর্ব্বাহ্ণে ঘোষণা দিতে হ'বে। আমি ২রা ফাল্‌গুনই বিবাহের দিন স্থির কর্'তে চাচ্ছি। এখানে পরিচারিকারা কেউ উপস্থিত নাই। তোমার সখীরা কি কেউ গিয়ে সত্যব্রতকে ডেকে আন্‌তে পার্‌বেন?"

সুভদ্রা বেরিয়ে গিয়ে কমলাকে ব'ল্‌লে, "সত্যব্রতঠাকুরকে ডাক্‌তে মহারাজ তোকে ব'ল্‌ছেন। তুই যা, গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়।"

কমলা—সে কি কথা? আমি তা পা'র্‌ব না।

সুভদ্রা—দোষ কি? তুই না গেলে মহারাজ কি ভা'ব্‌বেন?

কমলা—মালতীকে পাঠিয়ে দে।

সুভদ্রা—মালতী কোথায় আছে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, তুই-ই যা না।

তখন বাধ্য হ'য়ে সত্যব্রত যে ঘরে কাজ ক'র্‌ছিলেন তার দরজার সুমুখে গিয়ে "মহাশয়, মহারাজ আপনাকে স্মরণ ক'রেছেন"—এই ব'লে কমলা তাড়াতাড়ি চ'লে এল।

সত্যব্রত দ্রুতপদে মহারাজের নিকট উপস্থিত হ'লেন। মহারাজ ব'ল্লেন, "দেখ সত্যব্রত, ২রা ফাল্গুনই বিবাহের দিন স্থির ক'রে ঘোষণা দিতে চাই। কোনো আপত্তি আছে কি ?"

সত্যব্রত—শাস্ত্রের দিক্ থেকে দুটী দিনের একটীতেও আপত্তি নাই। ২রা ফাল্গুনই স্থির করা হ'ক্।

মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সত্যব্রত প্রস্থান ক'র্লেন।

মহারাজ—সুভদ্রা, তবে এখন আসি। মাতৃদেবীদ্বয়কে আমার প্রণাম জানাবে।

সুভদ্রা মহারাজকে প্রণাম ক'র্লে, এবং মহারাজ প্রস্থান ক'রলেন।

২৩শে মাঘ মহারাজাধিরাজ নগরে ও রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা ক'র্লেন যে, আগামী ২রা ফাল্গুন রাত্রিতে তিনি চম্পানগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণ শর্ম্মা মহোদয়ের কন্যা শ্রীমতী সুভদ্রাঙ্গী দেবীকে শাস্ত্রানুসারে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'র্বেন। এবারে ব্রাহ্মণ-কন্যা রাণী হবেন জেনে সকলেই সন্তুষ্ট হ'ল এবং নগর-বাসীদের মধ্যে একটা উৎসাহের ভাব দেখা গেল। সকল গৃহস্থই স্ব স্ব গৃহ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হ'ল—রাস্তার ধারের প্রাচীরের বহিঃপৃষ্ঠ ও দ্বারদেশ শুভ্রবর্ণ বিলেপন দ্বারা লিপ্ত, এবং চৌকাঠ ও কপাটগুলি লাল বা নীল রঙে রঞ্জিত হ'ল। দেয়ালগুলির উপর নানা রঙ্ দিয়ে সারস, ময়ূর, হংস, সিংহ, হস্তী, হরিণ, অশ্ব ইত্যাদির বড় বড় চিত্র অঙ্কিত করা হ'ল।

আজ সম্রাট্ বিন্দুসারের ষোড়শ বিবাহ। মহারাজাধিরাজ আজ রাত্রিতে সুভদ্রাঙ্গী দেবীর পাণিগ্রহণ ক'র্‌বেন। রাজ-প্রাসাদে এবং সমগ্র পাটলীপুত্র নগরে আজ ভারি উৎসব। নগর-প্রবেশের প্রত্যেক দ্বারের উভয় পার্শ্বে পূর্ণকুম্ভ ও তদুপরি আম্র বা অশ্বত্থ-শাখা রক্ষিত হ'য়েছে—বড় বড় পুষ্পমাল্য তোরণোপরি বিলম্বিত। প্রত্যেক দ্বারে মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ, করতাল, ঝর্ঝর, মর্দল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হ'চ্ছে। তাদের উচ্চরবে সমগ্র নগর কোলাহলময়। নগরের রাজপথের উভয় পার্শ্বের প্রত্যেক গৃহের দ্বারদেশে আম্রপল্লব-যুক্ত মঙ্গলঘট স্থাপিত এবং শিরোদেশ পুষ্পমাল্যে শোভিত হ'য়েছে। গৃহ-চূড়াসমূহে নানাবর্ণের ও আকারের পতাকা পত-পত শব্দে উড্ডীয়মান।

রাজ-পুরুষগণের ও পুরোহিতগণের চেষ্টায় উদ্যান-ভবনে কয়েক দিন থেকে কতকগুলি উচ্চবংশীয়া পুরস্ত্রীদের সমাগম হ'চ্ছিল। সুভদ্রার জ্যাঠাইমারা তাঁদের পেয়ে পরম সুখী হ'য়েছেন। দু-তিন দিন থেকে তাঁরা গীতবাদ্যে উদ্যান-ভবন আনন্দময় ক'রে রেখেছেন। উদ্যান ও উদ্যানস্থ ভবন নানা প্রকারে সজ্জিত করা হ'য়েছে।

তৃতীয় প্রহর থেকেই নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হ'তে অজস্র-ধারে স্ত্রী, পুরুষ ও বালক বালিকাগণের সমাগম হ'তে আরম্ভ হ'ল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নগরের লোকেরা স্ব স্ব গৃহ হ'তে বার হ'য়ে জনতার বৃদ্ধি ক'র্‌তে লা'গ্‌ল। সকলেই নানা বর্ণের রুচির বেশভূষা ক'রে ইতস্ততঃ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হ'ল। সন্ধ্যা হ'তেই জনতা উৎসাহের সহিত রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হ'তে লা'গ্‌ল। রাত্রির প্রথম প্রহরের শেষ ভাগে রাজভবনের সম্মুখস্থ বৃহৎ প্রাঙ্গণে অসংখ্য লোকের সমাবেশ হ'ল। ফুল, পাতা, বিচিত্র বর্ণের পতাকাসমূহ ও আলোকমালা দ্বারা রাজ-ভবন বিভূষিত করা হ'য়েছিল।

যদিও ফাল্‌গুন মাসের প্রথমাংশ, এখনো অল্প অল্প শীত অনুভূত হ'চ্ছে। প্রথম প্রহর অতীত-প্রায়। কখন্ বরের শোভাযাত্রা রাজভবন হ'তে বা'র হবে, এই ভা'ব্‌তে ভা'ব্‌তে দর্শকবৃন্দ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে প্রতীক্ষা ক'র্‌ছে। ক্রমশঃ তাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হ'তে লা'গ্‌ল; এমন সময় কোলাহল উত্থিত হ'ল যে, প্রাসাদ থেকে মহারাজ বেরিয়েছেন। প্রথমে বাদকদের

শ্রেণী—তুরী, ভেরী, সিঙ্গা, দামামা, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি বাদন ক'র্‌তে ক'র্‌তে বাদকদল অগ্রসর হ'ল। অসংখ্য মশাল দ্বারা পথের সর্ব্বত্র আলোকিত। বাদকদলের পশ্চাতে পদাতিকের দল, তৎপশ্চাতে অশ্বারোহিবৃন্দ, এবং সর্ব্বশেষে হস্তিশ্রেণী। অশ্বপৃষ্ঠে একধারে মহামাত্রগণ, এবং অপর ধারে প্রধান প্রধান নগরবাসিগণ। হস্তিসমূহের প্রথম পংক্তির মধ্যস্থলে বিরাজমান শ্রীমন্ মহারাজাধিরাজ মগধেশ্বর বিন্দুসার —মস্তকে মণিমুক্তাময় মুকুট, দেহে স্বর্ণখচিত অঙ্গরক্ষক, মণিবন্ধে হীরক-জড়িত বলয়, কর্ণে মুক্তাময় কুণ্ডল এবং পদদ্বয়ে রক্তবর্ণ পাদুকা। মহারাজের মস্তোকপরিস্থ মুক্তার ঝালর-বিশিষ্ট রাজছত্র আলোক-রশ্মিতে দেদীপ্যমান। তাঁর দক্ষিণ, বাম ও পশ্চাৎভাগের হস্তিশ্রেণীর উপর উপবিষ্ট ছিল তাঁর শরীর-রক্ষিণীগণ এবং অন্যান্য হস্তিপৃষ্ঠে আসীন ছিলেন তাঁর অমাত্যগণ। মহারাজের হস্তীরও বিচিত্র বেশ—তার বিশাল দন্তদ্বয়ের অগ্রভাগ সুবর্ণ-কোষ দ্বারা আবৃত, ও মধ্যভাগ সুবর্ণ-বলয় দ্বারা বেষ্টিত; প্রত্যেক পদ রৌপ্য-নির্ম্মিত স্থূল ঘণ্টিকাযুক্ত বেষ্টনী দ্বারা পরিবৃত; এবং ললাট হ'তে শুণ্ডের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দেশ ও কর্ণদ্বয় গোরোচন-চর্চ্চিত। তার পৃষ্ঠ হ'তে জানু পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে বিলম্বিত মণিমুক্তার ঝালরবিশিষ্ট আস্তরণের ছটা যেন রাজবৈভবের ঘোষণা ক'র্‌ছে।

শোভাযাত্রা যেমন যেমন অগ্রসর হ'তে লা'গ্‌ল এবং মহারাজ নিকটে আস্‌তে লাগ্‌লেন, দর্শকবৃন্দ জয়ধ্বনি দ্বারা

আকাশ বিদীর্ণ ক'র্‌তে লা'গ্‌ল। এইরূপ শোভাযাত্রা-সমন্বিত হ'য়ে মহারাজের উদ্যান-ভবনে পেঁাছিতে দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত হ'য়ে গেল। মহারাজ এবং তাঁর অনুচরবর্গ ভবনদ্বারে নিজ নিজ বাহন হ'তে অবতরণ ক'র্‌লেন, এবং সেখানে কন্যার পিতা, শাস্ত্রীমহাশয় ও শঙ্কর মিশ্র দ্বারা অভ্যর্থিত হ'য়ে ভবন-মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লেন। নানা বর্ণের অসংখ্য পুষ্পমাল্য দ্বারা মণ্ডিত এবং মোমের অসংখ্য বর্ত্তি দ্বারা উজ্জ্বল দ্বিতলস্থ বিশাল কক্ষের মধ্যভাগে এক স্বর্ণখচিত সিংহাসনে মহারাজ, এবং কক্ষকুট্টিমাচ্ছাদিত গালিচার উপর অন্যান্য ব্যক্তিরা উপবেশন ক'র্‌লেন। সেই মুহূর্ত্তেই নৃত্যগীত আরম্ভ হ'ল। নট-নটীগণ, গায়ক-গায়িকাগণ, নৃত্যগীত দ্বারা, এবং বৈণিক, বৈণবিক ও মৌরজিকগণ বাদ্যকৌশল-দ্বারা দর্শকবৃন্দ ও শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত উৎফুল্ল ক'র্‌তে লা'গ্‌ল।

গায়কগণ মৃদঙ্গ ও তানপুরা সহকারে গাহিল—

আজু আনন্দ অপার ভয়ো রী
সপ্ত সুরন কে রঙ্গ।
বাজত বীণ রবাব ডম্ফঘন
সারঙ্গ ঝাঁঝ মৃদঙ্গ ॥
তাল মান সুর গুণিগণ গাওয়ে,
ছতিসোঁ রাগ তরঙ্গ,
পঞ্চম সপ্তম ভেদ বতাওয়ে
তান ত্রিবট চতুরঙ্গ ॥

সখিগণ নাচত হাস বিলাসত
চঞ্চল চরণ বিভঙ্গ,
রসিক সুজন চিত ধীর নহিঁ মানত
চাহত প্রিয়জন সঙ্গ ॥

একদেড় দণ্ড বিশ্রামের পর পুরোহিতগণ মহারাজকে কক্ষান্তরে নিয়ে গেলেন।

সেখানে সুভদ্রার পিতা পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি মহারাজকে রাজোচিত সম্বর্ধনা ও আশীর্ব্বাদ ক'রে জামাতৃত্বে বরণ ক'র্‌লেন। তৎপরে মাঙ্গলিক আচার পালনার্থ মহারাজকে স্ত্রীসমাজের মধ্যগত হ'তে হ'ল। কন্যার মাতৃস্থলাভিষিক্তা শাস্ত্রী-গৃহিণী তাঁকে বরণ ক'র্‌লেন। এর পর মহারাজকে বেষ্টন ক'রে সাত বার কন্যার পরিক্রমা দেওয়া হ'ল। পিঁড়ি ধ'র্‌বার জন্য, বলিষ্ঠ ব'লে, দেবদত্ত ও সত্যব্রত নির্ব্বাচিত হ'য়েছিলেন। কমলা, মালতী ও অন্যান্য তরুণীরা সময়োচিত হাস্য-পরিহাসে ঔদাস্য দেখান নি। অনন্তর বর ও কনেকে প্রথম কক্ষে আনা হ'ল, এবং সুভদ্রার পিতা বেদোক্ত বিধি অনুসারে মহারাজকে কন্যা-সম্প্রদান ক'রে উভয়ের কর সংযুক্ত ক'রে দিলেন। তারপর বর-বধূর শুভদৃষ্টি করান হ'ল।

তদনন্তর রমণীরা উভয়কে বাসর-ঘরে নিয়ে গেলেন। বর যে মগধের সম্রাট, একথা ভুলে গিয়ে কমলা ও মালতী আনন্দে উদ্বেলিত হ'য়ে তাঁকে কেবল তাদের প্রিয় সখীর স্বামী বোধে নানারূপ হাস্যপরিহাস ও কৌতুক ক'র্‌তে লা'গ্‌ল। মহারাজও

আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে সাময়িক ভাবে নিজ গাম্ভীর্য্য ভুলে গিয়ে তাদের আনন্দে যোগ দিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হ'য়ে গেল দেখে মহারাজকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেবার জন্য সুভদ্রা ব্যতীত সব মহিলাই বাসর-ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন।

ইতিমধ্যে বরযাত্রিগণ স্ব স্ব রুচি অনুসারে পান-ভোজন ক'রে নিজ নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌লেন।

পরদিন এক প্রহরের পর নূতন বধূকে নিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে মহারাজাধিরাজ রাজভবনে প্রত্যাগমন ক'র্‌লেন। পথে পূর্ব্বরাত্রি অপেক্ষা অধিক জনসমাগম হ'য়েছিল। কয়েক দিন পর্য্যন্ত রাজবাড়ির ভূরিভোজন ও নানা উৎসব নগরে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত ক'রে রা'খ্‌লে।

সুভদ্রার চম্পানগর যাওয়ার পরেই মহারাজ অন্তঃপুরে একটী নূতন প্রশস্ত মহল নির্ম্মাণ করাতে আরম্ভ ক'রেছিলেন। কিছুদিন হ'ল সেই মহলটীর নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হ'য়ে উহা বিশদভাবে সজ্জিত হ'য়েছে। এই মহলটী সুভদ্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'ল। প্রয়োজন ও আরামের সব সামগ্রীই এখানে বিদ্যমান। বিশিষ্টতা এই যে, এটী অন্যান্য মহলের সহিত সম্পর্ক-রহিত। এর প্রবেশ-পথে পৃথক একদল প্রহরিণী পাহারা দেওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'ল। এতে একটী গ্রন্থাগার ও একটী উদ্যান সন্নিবিষ্ট। বিশ্বস্ত পাচিকা, পরিচারিকা ও স্ত্রী-উদ্যান-পালিকার সম্প্রদায় পূর্ব্ব হতেই নিযুক্ত করা হ'য়েছিল।

দুহাত দিয়ে ধ'রে তুলে তাঁকে কণ্ঠলগ্ন ক'র্‌লেন। তারপর স্বয়ং পর্য্যঙ্কে উপবেশন ক'রে তাঁকে পাশে বসিয়ে মহারাজ ব'ল্‌লেন, "তাহ'লে সুভদ্রা, শেষটা তুমি আমার হ'লে ?"

সুভদ্রা—মহারাজ চরণে আশ্রয় দিয়ে দাসীকে গৌরবান্বিত ক'র্‌লেন।

এই ব'লে সুভদ্রাঙ্গী পাত্র হ'তে মাল্য গ্রহণ ক'রে চন্দনানুলেপন পূর্ব্বক মহারাজের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। মহারাজও একগাছি মালা তুলে নিয়ে তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন, এবং ব'ল্‌লেন, "অসাধ্য সাধন ক'রে তোমায় পেলাম—আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল।"

সুভদ্রা—দাসীও তার বাসনার অনুরূপ পতি পেয়ে নিজেকে ধন্যা বিবেচনা ক'র্‌ছে। আবার সেই পতি মগধ-সম্রাট্—সে তাঁর ভালবাসা পেয়েছে, এ কম শ্লাঘার কথা নয়।

মহারাজ—তোমার সব বাসনাই কি পূর্ণ হ'য়েছে, সুভদ্রা ?

সুভদ্রা—মহারাজের ভালবাসার যথার্থ অধিকারিণী হওয়া ছাড়া দাসীর হৃদয়ের আর কোনো বাসনাই নাই।

মহারাজ—তোমার আর কোনো বাসনাই নাই ? ঠিক ক'রে ভেবে দেখ।

সুভদ্রা—লৌকিক ব্যবহারে আমার দু-একটি বাসনা আছে, তা যদি মহারাজ পূর্ণ করেন, তা হ'লে আমি পরম সুখী হ'ব।

মহারাজ—সে বাসনাগুলি কি ?

সুভদ্রা—আমার সখাদের বিবাহ।

মহারাজ—তুমি কি আমাকে তাদের দুজনকেও বিবাহ ক'র্‌তে ব'ল ? আপত্তি নাই—তারাও সুন্দরী বটে ; তবে, তোমার মত নয়।

সুভদ্রা ঈষৎ হেসে ব'ল্‌লেন—"মহারাজ পরিহাস ক'র্‌ছেন। মহারাজ তাদের বিবাহ ক'র্‌লে তো তারা মহারাজের বোঝার উপর শাক-আটি হ'ত।"

মহারাজ—বিবাহ হ'তে গেলে, প্রথম কথা, পাত্র চাই ; দ্বিতীয় কথা, পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাকে-তাকে ধ'রে বিবাহ দিলে তো তার পরিণাম ভাল হবে না। তোমার সখীদের পিতামাতারা শীঘ্রই চম্পানগর ফিরে যাবেন—এর মধ্যে তোমার সখীদের বিবাহ কি ক'রে সঙ্ঘটিত হ'তে পারে ?

সুভদ্রা—পাত্র দুটী আমি মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছি, এবং সেই পাত্রদের প্রতি আমার সখীদের মন আকৃষ্ট হ'য়েছে ব'লে আমার অনুমান হয়।

মহারাজ—পাত্র দুটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি কি ?

সুভদ্রা—পাত্র দুটী মহারাজের পরিচিত। একটী দ্বার-পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র সত্যব্রত, এবং অপরটী রাজবৈদ্য মহাশয়ের পুত্র দেবদত্ত।

মহারাজ—পাত্র দুটী বাঞ্ছনীয় বটে। তুমি উদ্যান-ভবনের অবরোধের মধ্যে থেকে এই নির্ব্বাচন কি ক'রে ক'র্‌লে ?

সুভদ্রা—মালতীর পীড়ার সময় দেবদত্ত তার চিকিৎসা ক'রেছিলেন, এবং বিবাহের আয়োজনের জন্য অনেক সময় সত্যব্রত উদ্যান-ভবনের ভিতরের মহলে যাতায়াত ক'র্‌তেন। সেই সেই সময়েই মালতী ও কমলা তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিল ব'লে বোধ হয়।

মহারাজ—তোমার দর্শনেন্দ্রিয়ের ও অনুমান-শক্তির প্রখরতার পরিচয় পেয়ে আমি হাস্য সম্বরণ ক'র্‌তে পা'র্‌ছিনা। তুমি 'ঘটকচূড়ামণি' উপাধি পেতে পার। যা হ'ক, তোমার পিতা ও তাঁর বন্ধুদের পাটলীপুত্র ত্যাগ ক'রে যাওয়ার পূর্ব্বেই এই দুই বিবাহ সঙ্ঘটিত হবে। তুমি তোমার সখীদের তোমার কাছ-ছাড়া হ'তে দিতে চাওনা বুঝ্‌তে পার্‌ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

সুভদ্রা—মগধ-সম্রাটের অসাধ্য কি আছে?

মহারাজ—তুমি তোমার আর কোনো বাসনার কথা ব'ল্‌লে না? তোমার পিতার কথা কিছু ব'ল্‌লে না?

সুভদ্রা—সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নাই। সে বিষয়ে যা কর্ত্তব্য, তা মহারাজ নিজেই ক'র্‌বেন ব'লে আমার বিশ্বাস—তাঁর শ্বশুরের অমর্য্যাদা হ'লে তাঁর নিজেরই অমর্য্যাদা হবে, তা কি আর ব'ল্‌তে হবে?

মহারাজ—যে মহামাত্র এখান থেকে তোমার সঙ্গে চম্পানগর গিয়েছিলেন, তিনি সেখান থেকে ফির্‌বার পূর্ব্বে তোমার পিতৃগৃহের সংস্কারের ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন। সেখানে

একটী সুন্দর ছোট ভবন নির্মিত হ'বে। এখানে তোমার পিতা যখন থা'ক্‌বেন, তখন কোনো রাজকীয় ভবন অধিকার ক'রে বাস ক'র্‌বেন। তাঁর ভোজন পাক ক'র্‌বার ও সেবার জন্য পাচক ও ভৃত্যাদির ব্যবস্থা করা হ'বে। তারা তাঁর দেহান্ত পর্য্যন্ত নিয়ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থা'ক্‌বে। এতদ্ব্যতীত রাজসরকার থেকে তাঁর জন্য উপযুক্ত মাসহারার ব্যবস্থা করা হ'বে।

রাত্রি অনেক হওয়াতে তাঁরা শয়ন ক'র্‌লেন।

১৯

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে মহারাজ রাজপুরোহিত মহাশয়কে ডেকে পাঠালেন। তিনি উপস্থিত হ'লে মহারাজ সুভদ্রার সখীদের বিবাহের কথা উত্থাপন ক'রে মনোনীত পাত্র দুটীর নাম উল্লেখ ক'র্‌লেন।

রাজপুরোহিত মহাশয় ব'ল্‌লেন "উত্তম প্রস্তাব হ'য়েছে। মহারাজের বিবাহ-কার্য্যোপলক্ষে আমাকে উদ্যান-ভবনের অন্দরমহলে সর্ব্বদা যাতায়াত ক'র্‌তে হ'য়েছিল এবং ঐ কন্যা দুটীকে আমার দেখ্‌বার সুযোগ ঘ'টেছিল। দেখেছিলাম যে, তাদের ও মহারাণীর মধ্যে গাঢ় সখ্য। পরস্পারের সাহচর্য্য থেকে বঞ্চিত হ'লে তাদের অত্যন্ত ক্লেশ হ'বে। যদি এখানে মহারাণীর সখীদের বিবাহ হয়, তা হ'লে মহারাণীর সহিত তাদের মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হ'তে পা'র্‌বে।"

মহারাজ—এখন, এই প্রস্তাব প্রথমে শাস্ত্রী মহাশয় ও শঙ্কর মিশ্রের নিকট উত্থাপন করা প্রয়োজন, এবং তাঁরা সম্মত হ'লে, দ্বার-পণ্ডিত মহাশয় ও রাজ-বৈদ্য মহাশয়ের নিকট নিয়ে

যেতে হ'বে। আপনার উপর এই সকল কার্য্যের ভার দিলাম। ফাল্‌গুন মাসের মধ্যেই কার্য্য-সমাধা হ'য়ে যাওয়া প্রয়োজন। উদ্যান-ভবন থেকেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হ'বে। ক্ষিপ্রতা আবশ্যক। আমি মন্ত্রিমণ্ডলকে এই দণ্ডেই সব কথা জানাব। কার্য্য-প্রণালী, কার্য্য-বিভাগ ও ব্যয়ের পরিমাণ তাঁদের দ্বারা নির্দ্ধারিত হ'বে।

সম্রাটের আদেশ-পালনার্থ রাজ-পুরোহিত মহাশয় বহির্গত হ'লেন। প্রথমেই উদ্যান-ভবনে গিয়ে শাস্ত্রী মহাশয় ও শঙ্কর মিশ্রের নিকট কথা পা'ড়্‌লেন, এবং বিবেচনার্থ একদিন সময় দিলেন,—ব'ল্‌লেন, "কাল বিকালে এসে আপনাদের মত জেনে যাব।" এই ব'লে তিনি প্রস্থান ক'র্‌লেন।

শাস্ত্রী মহাশয় ও শঙ্কর মিশ্র নিজ নিজ পত্নীকে মহারাজের প্রস্তাব জানালেন। এর মূলে কে আছে, তা বুঝ্‌তে আর তাঁদের বাকি থাক্‌ল না। যে সময় তাঁরা যুবক দুটীকে দেখেছিলেন, সেই সময়েই নিজ নিজ কন্যার জন্য এইরূপ বরেরই কামনা ক'রেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কখনই ভা'ব্‌তে পারেন নি যে তারাই সত্য সত্য তাঁদের জামাতা হ'বে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের স্ত্রী তাঁকে ব'ল্‌লেন, "ভদ্রার কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ?"

শাস্ত্রী—নারায়ণ যাকে মগধের সম্রাজ্ঞী হওয়ার উপযুক্ত ক'রে গ'ড়েছেন, তার দৃষ্টি-শক্তিও ভগবদ্দত্ত।

স্ত্রী—আমরা ত কত পাত্র খুঁজেছি, কিন্তু এমন একটী

তো বার ক'র্‌তে পারি নি। আমাদের ভাগ্যি যে কমলার এমন বর জুট্‌ছে।

শঙ্কর মিশ্রের গৃহিণী স্বামীকে ব'ল্‌লেন "আমরা শুভক্ষণে চম্পানগর থেকে পা বাড়িয়েছিলাম। এত সহজে যে মালতীর বিয়ে হ'বে, তা কখনো ভাবি নি। এরা তিন জন যে এক জায়গায় থা'ক্‌বে তা ভেবে আমি ভারি সুখী হচ্ছি।"

শঙ্কর—বিধাতার নির্ব্বন্ধ। ভদ্রার সৌভাগ্যের সঙ্গে অন্য দুজনের ভাগ্য জড়িত ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

কমলা ও মালতী তাদের আকস্মিক সৌভাগ্যের কথা জা'ন্‌তে পেরে মনে মনে যার পর নাই আনন্দিত হ'ল। তাদের মন যাদের প্রতি ধাবিত হ'য়েছিল, তারা তাদেরই পাবে? এ যে অভাবনীয়।

কমলা মালতীকে ব'ল্‌লে, "হ্যাঁলা, তোর নাকি বিয়ে?"

মালতী—আর আমি শুন্‌লাম যে, শাস্ত্রী জ্যাঠা মহাশয় নাকি তোকে চিরকাল আইবুড়ো ক'রে রা'খবেন ব'লে স্থির ক'রেছেন।

কমলা—অপরাধ?

মালতী—তুই নাকি সত্যব্রত ঠাকুরের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ ক'র্‌তে গিয়েছিলি?

কমলা—আমি অপরাধ স্বীকার ক'র্‌ছি। কিন্তু তুই যে বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে সাতদিন ধরে নয়ন-বাণ হেনে দেবদত্ত ঠাকুরকে ঘায়েল ক'র্‌লি, তার কি বল?

মালতী—আমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব।

কমলা—আমিও তা হ'লে তোর দেখাদেখি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব।

পরদিন অপরাহ্ণে রাজ-পুরোহিত মহাশয় উদ্যান-ভবনে গিয়ে উভয়েরই সম্মতি পেলেন। তারপর যথাক্রমে দ্বার-পণ্ডিত ও রাজ-বৈদ্য মহাশয়ের নিকট গিয়ে তাঁদের পুত্রদের বিবাহের প্রস্তাব ক'র্‌লেন এবং একদিন সময় দিলেন। সেই দিনই রাত্রিতে তাঁরা স্ব স্ব পুত্রের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা ক'ইলেন, এবং জা'ন্‌তে পার্‌লেন যে, তাঁদের সম্মতি আছে। পরদিন দ্বার-পণ্ডিত ও রাজ-বৈদ্য মহাশয়ের নিকট গিয়ে রাজ-পুরোহিত মহাশয় তাঁদের সম্মতি নিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গেলেন। মহারাজ প্রীত হ'লেন, এবং অল্প ব্যবধানে বিবাহের ভিন্ন ভিন্ন দুটী দিন স্থির ক'র্‌তে ব'ল্‌লেন। শাস্ত্রী মহাশয় ও দ্বারপণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাজ-পুরোহিত মহাশয় ১৫ই ফাল্‌গুন কমলার, ও ২২শে ফাল্‌গুন মালতীর, বিবাহের দিন স্থির ক'র্‌লেন।

প্রত্যেক বিবাহই ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হ'ল। দুই কনেকেই যথেষ্ট মূল্যবান বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার, এবং দুই বরকেই যথেষ্ট যৌতুক প্রদত্ত হ'ল। প্রত্যেক বিবাহেই মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী বিবাহের দিন সকালে উদ্যান-ভবনে এসে পরদিন বরকনের বিদায়-কাল পর্য্যন্ত থাক্‌তেন, এবং মহারাজ বিবাহ-সভায় উপস্থিত হ'তেন। মালতীর বিবাহের দিন সকালে

কমলাকে শ্বশুর-বাড়ি থেকে আনিয়ে পরদিন বরকনে বিদায় হওয়ার পর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিন সখী মিলে যত দূর আনন্দ ক'র্‌তে হয় তা ক'রেছিলেন।

স্থির হ'ল যে বসন্তোৎসবের তিন চার দিন পরে নারায়ণ শর্ম্মা, শাস্ত্রী মহাশয়, শঙ্কর মিশ্র ও সুভদ্রার জ্যাঠাইমারা নৌকাযোগে চম্পানগর ফিরে যাবেন। ফাল্‌গুন মাসের পূর্ণিমার দিন বসন্তোৎসব ক'র্‌বার উদ্দেশ্যে মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী নিজ মহলে সখীদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলেন। বেলা দেড় প্রহর থেকে সাড়ে তিন প্রহর পর্য্যন্ত তিন সখী পরস্পরের সাহচর্য্য উপভোগ ক'র্‌লেন। মহারাণী নিজ হাতে সখীদের নখ কেটে, পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন এবং পট্টবস্ত্র পরালেন। তিন জনে একত্রে আহারে ব'স্‌লেন। চিড়া দইয়ের পরিবর্ত্তে এবার নানা সুস্বাদু খাদ্য পরিবেষিত হ'ল। কথাবার্ত্তায় ও আমোদ আহ্লাদে সময় অতিবাহিত হ'ল। তাঁরা তিন জনে মিলে এ বৎসরও বসন্তের একটি গান মৃদুস্বরে গাইলেন—

সরস বসন্ত এবে, বহিছে মধুর বায়।
শাখী 'পরে মধুস্বরে আকুল কোকিল গায়।
ফুটিল মালতী বেলী, কুমুদ যুথী চামেলী,
সোহাগে গুঞ্জরে অলি, সুবাসে কানন ছায়।
উজলিয়া মধুনিশি
হাসিছে গগনে শশী ;
কিংশুকে অশোকে লাল বনতরুরাজি ভায়।

কিন্তু তাঁদের মনে পূর্ব্বের সেই আনন্দটি এল না—দেশ, কাল, অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'য়ে গিয়েছে। সখীদের প্রস্থানের সময় সুভদ্রাঙ্গী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "ভাই, আমরা এখানে বেশী সুখে আছি, না, চম্পানগরে বেশী সুখে ছিলাম ?"

চম্পানগরের অতিথিদের যাত্রার দিন ৩রা চৈত্র ক্রমশঃ এসে প'ড়্‌ল। রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁদের জন্য একখানি বড় যাত্রিবাহি-নৌকা ভাড়া ক'রে রেখেছে। সঙ্গে যাবে দুজন সশস্ত্র সিপাহী, নারায়ণ শর্ম্মার পাচক ও দুজন ভৃত্য। দুচার দিন স্থায়ী হ'তে পারে এমন কিছু মিষ্টান্ন ও দধি, কিছু ফল, পাকের উপকরণ, তোলা উনান, জ্বালানী কাষ্ঠ, আলোকের উপকরণ, তৈজস-বিছানা-বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য আসবাব—সকলই নৌকায় উঠেছে। আহারাদির পর অপরাহ্ণে নৌকা ছাড়া হ'বে। স্রোতোভিমুখে চম্পানগর পৌঁছিতে পাঁচ-ছ' দিন লা'গ্‌বে।

মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী নিজে সকালে এসে কমলা ও মালতীকে শ্বশুর-বাড়ী থেকে আনিয়েছেন। আহারাদি শেষ হ'ল। এইবারে বিদায়ের পালা। হায়, সে দৃশ্য কি করুণ! কন্যারা ও মাতৃদেবীরা অজস্রধারে রোদন ক'র্‌ছেন—হৃদয় যেন বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। আশাতীত রূপ, গুণ ও মর্য্যাদা-সম্পন্ন পাত্রে কন্যা তিনটী প'ড়্‌ল বটে, কিন্তু পিতামাতা জন্মের মত তাদের হারালেন। আশৈশব যাদের স্নেহে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত ক'রেছেন, চিরদিনের জন্য তারা তাঁদের অঙ্কচ্যুত হ'ল—পর

হ'য়ে গেল। এ চিন্তা কি কম মর্ম্মস্পর্শী? তাঁদের আজ হরিষে বিষাদ।

২রা মাঘ যখন তাঁরা চম্পানগর ত্যাগ ক'রে পাটলীপুত্রাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ ক'রেছিলেন, তখন কি তাঁরা ভা'ব্‌তে পেরেছিলেন যে, ঘটনাচক্র দু মাসের মধ্যে তাঁদের কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে? তাঁরা কি জা'ন্‌তেন যে, সুভদ্রার সঙ্গে তাঁদের স্নেহের কন্যা দুটীকে পাটলীপুত্রে রেখে যেতে হ'বে? সুভদ্রাই কি বুঝেছিলেন যে, তাঁর ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর সখীদ্বয়ের ভাগ্য জড়িত? লোকে বলে যে, জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফল থেকে ভাগ্য গঠিত হয়। প্রত্যেক জীবের ভাগ্য ভিন্ন ভিন্ন হ'লেও কতকগুলি জীবের,—যেমন পিতামাতা, পতি-পত্নী, পুত্র-কন্যা ইত্যাদির—ভাগ্য, অন্ততঃ তাদের সুখ দুঃখ, এক স্রোতে প্রবাহিত হয় কেন, এ রহস্য ভেদ করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য।

পাল্‌কির ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। নৌকা-যাত্রীরা তাই চ'ড়ে নৌকায় গিয়ে উঠ্‌লেন। পাল্‌কিগুলি ফিরে আসা পর্য্যন্ত তিন সখী উদ্যান-ভবনে রোদনপরায়ণ অবস্থায় অপেক্ষা ক'রে থা'ক্‌লেন। আজ আর তাঁদের সে হাসি নাই—সে রহস্যপ্রিয়তা নাই। পাল্‌কি ফিরে এলে তাঁরা বিরস বদনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে আপন আপন আলয়ে চ'লে গেলেন।

মহারাজ প্রায়ই মহারাণী সুভদ্রাঙ্গীর মহলে রাত্রিযাপন করেন। তাঁর সেবায় এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মহারাজের বিশেষ প্রীতি। তাঁর ন্যায় বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা রমণীর পক্ষে মহারাজের মনোরঞ্জন করা কঠিন কাজ নয়। তাঁর কথার সরসতায় ও বুদ্ধির প্রখরতায় মহারাজ যে আনন্দ অনুভব করেন, অন্য রাণীদের সঙ্গে বাক্যালাপে তার শতাংশের একাংশও পান না। প্রত্যুত তাঁদের ভাবের ও ভাষার স্থূলতা মহারাজের বিরক্তি উৎপাদন করে।

রাজ-বাড়িতে প্রবেশ করার পর মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী দেখ্‌লেন যে, শারীরিক পরিশ্রমের ও ভাব-বিনিময়ের কোনো সুযোগই তাঁর মহলে বা সমগ্র রাজান্তঃপুরে নাই। দিবা এক প্রহরের পর দু-এক দণ্ড তিনি সাধারণ পারিবারিক অন্তঃপুরে গিয়ে উপাসনা-গৃহে দেবোদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ক'রে আর্য্যাদের নিকট উপস্থিত হ'য়ে তাঁদের চরণ বন্দনা, এবং অপর

মহিলাগণকে যথাবিহিত সম্ভাষণ, ক'র্‌তেন। তৃতীয় প্রহরান্তে কোনো সাক্ষাৎকামী মহিলা তাঁর মহলে উপস্থিত হ'লে তিনি সাদর সম্ভাষণে ও মিষ্ট বাক্যালাপে তাঁকে পরিতুষ্ট ক'র্‌তেন। এতদ্ব্যতীত অবসর-কাল তিনি গ্রন্থাগারে অতিবাহিত ক'র্‌তেন—কিছু সময় গ্রন্থপাঠে, কিছু সময় চিত্রাঙ্কণে ও কিছু সময় সূচি-কর্ম্মে নিযুক্ত থা'ক্‌তেন। বিবাহের দু-এক মাস পরেই তিনি একদিন মহারাজের নিকট নিবেদন ক'র্‌লেন, "মহারাজ, আমার সময় বৃথা নষ্ট হ'চ্ছে। আমি কাজ না পেয়ে অসুখা—আমাকে কিছু কাজ দিন।"

মহারাজ—তুমি কি কাজ চাও ?

সুভদ্রা—আমি এমন কাজ চাই যা আমার মনকে নিবিষ্ট ক'রে রা'খ্‌তে পারে—শারীরিক বা মানসিক।

মহারাজ—রাজ-মহিষীর পক্ষে তো কোনো শারীরিক কর্ম্ম সম্ভব নয়।

সুভদ্রা—আমি আমার মহলের বাগানে রোজ দু-এক দণ্ড কাজ ক'র্‌ব ভাব্‌ছি। মহারাজের কি আপত্তি আছে ?

মহারাজ—কোনো আপত্তি নাই। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কোনো কোনো বিষয়ে কখনো কখনো আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'র্‌ব। আমি যে-বিষয়ে তোমার মত চাইব, তুমি বিশেষ চিন্তার পর আমার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হ'লে সে-বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ ক'র্‌বে।

সুভদ্রা—আমি পরম অনুগৃহীত হ'লাম।

উরিল সুর-শিশু পুর-ললাম,
কান্তি ললিত অতি অভিরাম,
চিহ্নিত ভালে নরোত্তম-নাম,
বহি' চলে তরলিত লাবণি।
দীপ্ত হোক্ তেজঃ, মহিমা অক্ষয়,
পুণ্য-প্রেমে শাস' প্রকৃতি-নিচয়,
সশোক মরলোক অশোক কর'চির,
সুন্দর, শুভ কর' ধরণী!

দুই বৎসর পরে মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী আর একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তার নাম ছিল বীতশোক। সে যৌবনে পদার্পণ ক'রেই ভিক্ষু হ'য়ে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করে।

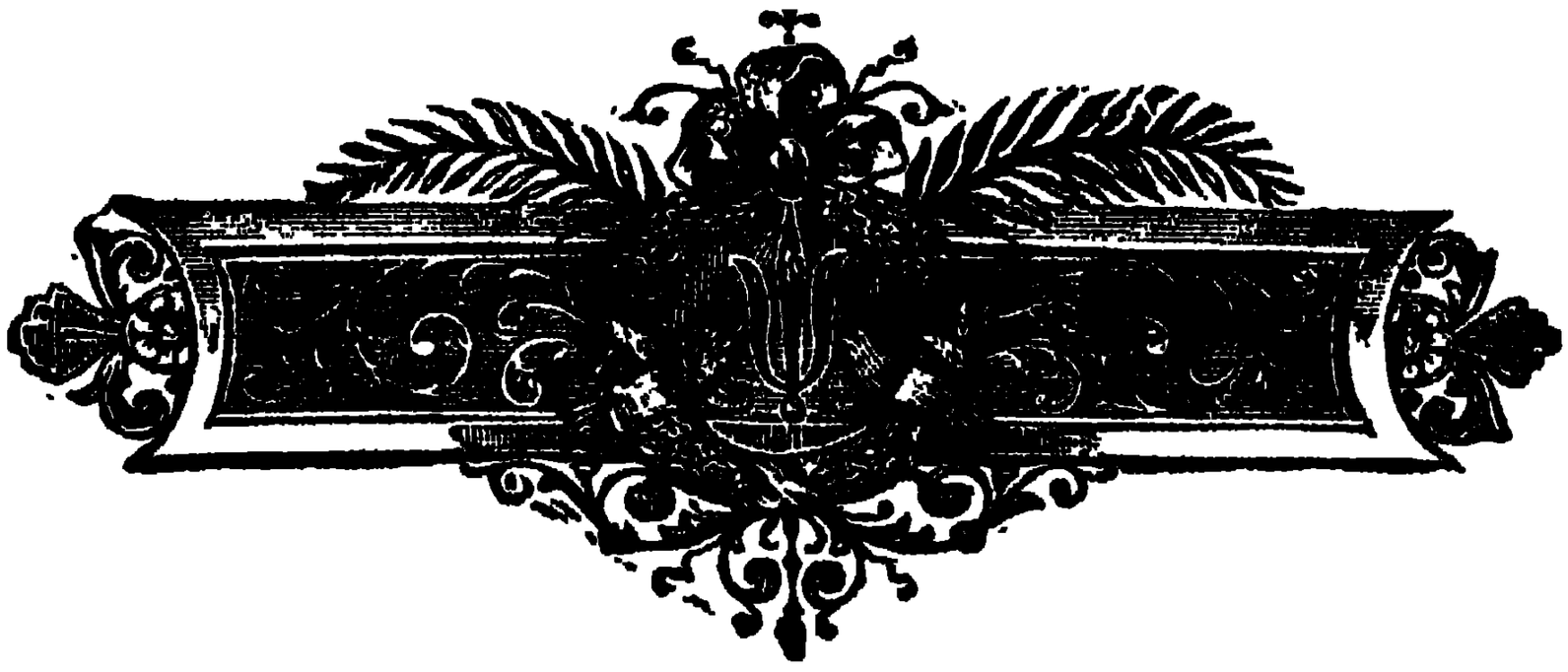

২১

কথিত হয় দৈহিক সৌন্দর্য্যহীনতার জন্য অশোক পিতার প্রীতিলাভ ক'র্‌তে পারেন নি। কিন্তু তাঁর বিনম্র ব্যবহারের জন্য তিনি অমাত্যবর্গের শ্রদ্ধাভাজন ও অতি প্রিয় হ'য়েছিলেন। তাঁর বৈমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ সুষীম তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা দেখাতেন ব'লে তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরাগভাজন হ'য়েছিলেন। খৃঃ পুঃ ৩৭৩ অব্দে যখন সম্রাট বিন্দুসার মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন সুষীম তক্ষশিলায় বিদ্রোহ-দমনে নিযুক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তিনি মগধের সিংহাসন অধিকার ক'র্‌বার নিমিত্ত পাটলীপুত্রাভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হ'লেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রিগণ অশোককে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ক'র্‌লেন। অশোক সুষীমের পথ রোধ ক'র্‌বার জন্য পাটলীপুত্রের পরিখা জ্বলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা পূর্ণ করালেন এবং সশস্ত্র সৈনিকেরা তোরণে পাহারা দিতে লাগ্‌ল। সুষীম সেই পরিখায় নিপতিত হয়ে প্রাণ হারালেন।

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চার বৎসর পরে সম্রাট অশোকের রাজ্যাভিষেক হ'ল। রাজ্যাভিষেকের সময় নারায়ণ শর্ম্মা পাটলীপুত্রে উপস্থিত ছিলেন। রাজধানীর ও রাজান্তঃপুরের নানা ষড়যন্ত্রে বিরক্ত হ'য়ে মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী তাঁর অবশিষ্ট জীবন চম্পানগরে অতিবাহিত ক'র্‌বেন ব'লে সংকল্প ক'র্‌লেন। সম্রাট অশোকের আজ্ঞায় নারায়ণ শর্ম্মার বাসগৃহ একটি ছোট-খাট প্রাসাদে পরিণত হ'ল। গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হওয়ার পরেই মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী পিতার সঙ্গে চম্পানগরে গিয়ে বাস ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। সেখানে তিনি ক্ষত্রিয় বিধবার যে আচারে থাকা উচিত সেইরূপ নিষ্ঠার সহিত থাক্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ ও ভগবদারাধনায় নিযুক্ত থাক্‌তেন। যে প্রচুর অর্থ-সাহায্য তিনি তাঁর পুত্রের নিকট থেকে পেতেন তার অধিকাংশ দানে ব্যয়িত হ'ত। চম্পানগরে ফির্‌বার কিছুকাল পরেই নারায়ণ শর্ম্মা পরলোক গমন ক'র্‌লেন।

কলিঙ্গ বিজয়ের পর মহারাজ অশোক ব্যথিত হ'য়ে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রতি বৎসর যে সময়ে তিনি বৌদ্ধ-তীর্থ-ভ্রমণে বার হতেন, সে সময়ে মাতাকে মহাতীর্থ-জ্ঞানে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ ক'রে যেতেন। মাতার মৃত্যুর পর চম্পানগরের ভবন-সংলগ্ন ভূমিতে একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ ক'রিয়ে তাতে সুভদ্রাঙ্গীর নানা সদ্‌গুণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। যারা এই স্মৃতিস্তম্ভ দেখ্‌তে আস্‌ত, তারা তাঁর বিচিত্র জীবনের আলোচনা ক'র্‌ত। তাদের কথোপকথনের ধরণ এইরূপ ছিল—

প্রথম ব্যক্তি—দেখা যায় যে, মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী কখনো আলস্যে কাল কাটান নি। তিনি ভোগ ও বিলাসিতার প্রতি উদাসীন ছিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—তিনি কেবল রূপের দ্বারাই মহারাজ বিন্দুসারের চিত্ত অধিকার ক'র্‌তে পেরেছিলেন, তা নয়। তাঁর গুণাবলীই এ বিষয়ে তাঁর প্রধান বল ছিল।

তৃতীয় ব্যক্তি—তাঁর বাল্যের দারিদ্র্যই তাঁর অদ্ভুত চরিত্র-বিকাশের প্রধান সহায় হ'য়েছিল।

প্রথম ব্যক্তি—বাল্যকালেই তিনি স্বাবলম্বন শিক্ষা ক'রেছিলেন এবং শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত হ'য়েছিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—রূপের একটী প্রধান উপাদান স্বাস্থ্য, তা তিনি তাঁর অক্লান্ত শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা লাভ ক'রেছিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি—কর্ম্মে আসক্তিই তাঁর চরিত্রের বিশিষ্ট উপাদান ছিল। তিনি একটী মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট হ'তে দিতেন না। তিনি প্রত্যেক কার্য্য অভিনিবেশ সহকারে ক'র্‌তেন।

প্রথম ব্যক্তি—পতির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, গুরুজনদের প্রতি যথোচিত সম্মান, বন্ধুবর্গের প্রতি অকপট স্নেহ এবং অসহায়দের প্রতি আন্তরিক করুণা তাঁর চরিত্রকে মহিমময় ক'রেছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা তাঁকে প্রাকৃতিক শোভার প্রতি আকৃষ্ট ক'রেছিল এবং চারুশিল্পে প্রবৃত্ত ক'রেছিল।

তৃতীয় ব্যক্তি—বাল্যে তাঁর ক্রীড়ায় উৎসাহ ও আনন্দ উপ-ভোগের স্পৃহা তাঁর রসানুভূতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রথম ব্যক্তি—তিনি স্বীয় চরিত্র অজ্ঞাতসারে স্বয়ং গঠিত ক'রেছিলেন, এবং সেই চরিত্র তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মেধা ও শিক্ষা দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও দ্যুতিমান হ'য়েছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—অতএব উচ্চস্থান অধিকার ক'র্‌বার নিমিত্ত যে যে গুণ আবশ্যক, তা অভ্যাস দ্বারা তাঁতে স্বাভাবিক হ'য়ে প'ড়েছিল।

তৃতীয় ব্যক্তি—এ রূপ সর্ব্বগুণান্বিতা রমণী ভিন্ন আর কে সম্রাট্ অশোকের ন্যায় ভুবন-বিশ্রুত পুত্রের জননী হ'তে পারে?

সমাপ্ত

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, এম. এ., ভাষাতত্ত্বরত্ন

মহাশয় প্রণীত কতকগুলি পুস্তকের নাম

বাঙ্গলা

১। বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা

২। সৃষ্টি-রহস্য

৩। আলোচনা ও কল্পনা

৪। ভারতবর্ষে লিপি-বিদ্যার বিকাশ

৫। ভক্তপ্রবর মহাকবি সূরদাস

৬। কুরল—তিরুবল্লুবর প্রণীত নীতি-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

ইংরাজী

Mira Bai.—Her life, with a discourse on her hymns.

হিন্দী

১। তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান

২। মোহনমালা—তিন ছোটী গল্পেঁ

৩। সমালোচনা-তত্ত্ব

৪। ভক্তশিরোমণি মহাকবি সূরদাস

৫। বৈষ্ণব ধর্ম্মকী উৎপত্তি ঔর বিকাস

৬। বিহারী ভাষাওঁকী উৎপত্তি ঔর উনকা বিকাস

৭। বিবিধ নিবন্ধ